চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 206 Monday, 26 June, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২০৬ সংখ্যা ✱ ১০ আষাঢ়, ১৪৩০, সোমবার, ২৬ জুন , ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

প্যারোলে মুক্তি পেলেন সারদাকাণ্ডে অভিযুক্ত দেবযানী মুখোপাধ্যায়। মাত্র ছ'ঘণ্টার জন্য।মেয়ের অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর বাবা মোহন মুখোপাধ্যায় সহ গোটা পরিবার। ...বিস্তারিত পাতা ৩

পিৎজা গাজরের হালুয়া, পান্তা থেকে পায়েস, পিৎজা থেকে পুস্পান্ন এবং পুডিং থেকে পান্তুয়া। জগন্নাথ দেবের ৫৬ ভোগের তালিকায় সব রয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

রোবোটিক সার্জারিতে হাঁটু পাল্টিয়ে ফিরে আসুন জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে, চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ...বিস্তারিত পাতা ৬

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের চমক, সই করালো আলবেনিয়ার আরমান্দো সাদিকুকে। আলবেনিয়ার হয়ে ২০২১ সাল থেকে খেলছেন তিনি। ...বিস্তারিত পাতা ৮

আমি ডাকিনি, কমিশনের তরফ থেকেই ডাকা হয়েছে ঃ রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুন ঃ আমি ডাকিনি, কমিশনের তরফ থেকেই বৈঠকের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। রবিবার রাজভবনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা। বৈঠক নিয়ে সরকারি ভাবে দুপক্ষের তরফে কিছু জানা যায়নি। তবে রাজ্যপাল আগেই জানিয়েছিলেন তিনি আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। এর আগে তাঁকে রাজ্যপাল বারবার তলব করা সত্ত্বেও তিনি যাননি। ইতিমধ্যেই কমিশনারের জয়েনিং লেটার ইস্যুতেও জল্পনা বেড়েছে। সেই আবহে কমিশনার রাজ্যপালের বৈঠকের খবর সামনে আসতেই প্রশ্ন ওঠে, রাজ্যপাল কি ফের তলব করেছেন রাজীব সিনহাকে? রবিবার সকালে সেই প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যপাল বলেন, আমি রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে ডাকিনি। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেই বৈঠকের জন্য অনুরোধ করা হযেছে। আমি জানিয়েছিলাম, পঞ্চায়েত ভোট সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কমিশনারের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তিনি যদি আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকেন তাহলে তিনি যে কোনও দিন আসতে পারেন। আজও আসতে পারেন। রবিবার সকালে জোড়াসাঁকোর রথীন্দ্র মঞ্চে বিবেকানন্দ সেবা সম্মান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন আনন্দ বোস। সেখানে মঞ্চে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তিনি জানান, পরিস্থিতির চাপে অনেক অনুষ্ঠানে বা কর্মসূচিতে যেতে পারছেন না তিনি। পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশে তিনি বসেন, 'সাধারণ মানুষের ক্ষমতাকে অবহেলা করবেন না।' চলতি মাসের শুরুর দিকে কমিশনার পদে দায়িত্ব নেন রাজীব সিনহা। তার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই কমিশন রাজ্যপাল সংঘাত প্রকাশ্যে এসেছে। কিছুদিন আগেই কমিশনারের জয়েনিং লেটার ফেরত পাঠান রাজ্যপাল। শুধু তাই নয়, তাঁর নিয়োগ করা কমিশনার বাংলার মানুষকে হতাশ করেছে বলেও মন্তব্য করেছিলেন রাজ্যপাল।

• ৩ পাতায়...

ভোটের প্রচারে কোচবিহার সফরে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার ২৫ জুন ঃ নির্বাচন কমিশন এবং বিরোধীদের দন্ধের মাঝেই জোর কদমে চলছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার। রবিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ কোচবিহার শহরের আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথশীল মহাবিদ্যালয়ের হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টারে করে নির্বাচনী প্রচারের জন্য কোচবিহারে এলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই কোচবিহার সফরকে ঘিরে নিরাপত্তার বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে সমগ্র এলাকা। তাকে কোচবিহারে স্বাগত জানাতে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়ের মাঠে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ থেকে শুরু করে জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ও অন্যান্য নেতৃত্বরা। হেলিকপ্টার থেকে নামার পর মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ কনভয় রওনা দেয় একটি বেসরকারি হোটেলের উদ্দেশ্যে। রাতে সেই বেসরকারি হোটেলেই থাকবেন তৃণমূল সুপ্রিম। আগামীকাল কোচবিহারের চান্দামারী এলাকায়। চান্দামারী প্রাণনাথ হাই স্কুলের মাঠে তার সভা রয়েছে। কোচবিহার থেকেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার শুরু করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো। মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারে এসে পৌঁছানোর পর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মধ্যে দেখা

যায় বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজের রাস্তা থেকে বেসরকারি হোটেল পর্যন্ত দুধারে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে ব্যানার লাগিয়েছিল তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। তৃণমূল যুব ও মহিলাদের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা হয়েছিল ঢাক ঢোলের। মুখ্যমন্ত্রী হেলিপ্যাড থেকে গাড়িতে করে বেসরকারি হোটেলে যাওয়ার সময় দাঁড়ালে তার সাথে কথা বলাও দেখার জন্য রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে যায় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে। আগামীকাল সকাল দশটা থেকে তার জনসভা রয়েছে জনসভা শেষ করে তিনি রওনা দেবেন মালবাজারের উদ্দেশ্যে। ১৯ লোকসভা ভোট পরবর্তী ২১ বিধানসভা ভোটে রীতিমতো এলাকা হাতছাড়া হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের যদিও ২০১৮ পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলার সবকটি বিধানসভায় একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের। তবে একুশের বিধানসভা নির্বাচনে পর কোথাও গিয়ে যেন তাল কাটে তৃণমূলের অন্দরে। বারবার তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের কারণে খবরের শিরোনামে ছিল কোচবিহার। একুশের নির্বাচনের পর ঘন ঘন জেলার জেলা সভাপতি পরিবর্তন করেও গোষ্ঠী কোন্দল ঠেকানো সম্ভব হয়নি। এমত অবস্থায় এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কিন্তু বেশ শক্ত জায়গায় রয়েছে বিরোধীরা। তুফানগঞ্জ মাথাভাঙ্গা কোচবিহার ২ নম্বর ব্লক সহ বিভিন্ন জায়গায় রীতিমতো শাসক দলের বিরুদ্ধে লড়াই দেওয়ার মত জায়গায় রযেছে বিরোধীরা। এমতাবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর তাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে কোচবিহারে রয়েছে একটি বিপুল পরিমাণ রাজবংশী ভোটার। এই রাজবংশী ভোট নিজের দখলে রাখতে মরিয়া শাসক ও শাসক বিরোধী উভয়পক্ষ। দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সুপ্রিমো অনন্ত মহারাজের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সম্পর্ক থাকলেও

• ৩ পাতায়...

জরুরি অবস্থার অন্ধকার দিনগুলি ভারতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় সময় হিসাবে রয়ে গিয়েছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন ঃ জরুরি অবস্থার অন্ধকার দিনগুলি ভারতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় সময় হিসাবে রয়ে গিয়েছে। টুইটে লিখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, আমি সেই সমস্ত সাহসী ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা জানাই, যারা জরুরি অবস্থা প্রতিহত করেছিলেন এবং আমাদের গণতান্ত্রিক চেতনাকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করেছিলেন। মোদী আরও লিখেছেন, জরুরি অবস্থার অন্ধকার দিনগুলি আমাদের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় সময় হিসাবে রয়ে গিয়েছে, আমাদের সংবিধান যে মূল্যবোধগুলি উদযাপন করে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন দেশ জুড়ে জারি হয়েছিল ইমারজেন্সি বা জরুরি অবস্থা। তা গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত শাসন ব্যবস্থাকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছিল। জরুরি অবস্থার সময়কার কথা এখনও ভুলতে পারেনি দেশ। জরুরি অবস্থার নির্মমতা শত বছরের বিদেশী শাসনের অত্যাচারকেও পেছনে ফেলে দিয়েছিল। টুইটে লিখলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। রবিবার সকালে টুইট করে নাড্ডা লিখেছেন, ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন একটি পরিবার নিজস্ব স্বৈরাচারী প্রবণতার কারণে দেশের মহান গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিল এবং জরুরি অবস্থার মতো কলঙ্ক আরোপ করেছিল। যার নির্মমতা শত বছরের বিদেশী শাসনের অত্যাচারকেও পেছনে ফেলে দিয়েছিল। জে পি নাড্ডা টুইট করে এদিন সকালে আরও লিখেছেন, সমস্ত দেশপ্রেমিকদের প্রতি প্রণাম জানাই যারা এমন দুঃসময়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচন্ড নির্যাতন সহ্য করে লড়াই করেছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন দেশ জুড়ে জারি হয়েছিল ইমারজেন্সি বা জরুরি অবস্থা। জরুরি অবস্থার সময়কার কথা এখনও ভুলতে পারেনি দেশ।

জ্যোতিপ্রিয়কে হুঁশিয়ারি সুকান্তর, পাল্টা তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, হাবড়া, ২৫ জুনঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি থেকে গরু পাচার মামলায় জেলবন্দি রাজ্যের একাধিক নেতামন্ত্রী। সিবিআই, ইডি'র মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বিজেপির অঙ্গুলিহনে কাজ করছে বলে বারবার দাবি করেছে শাসক শিবির। তারই মাঝে ভোটের আবহে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। ইডি বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের 'হাঁটু ভেঙে দিতে আসছে' বলে হুঁশিয়ারি তাঁর। পালটা জবাব দিয়েছে তৃণমূলও। রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার কুমড়া কাশীপুরে ভোটপ্রচারে যান বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ভোটপ্রচারের মাঝে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বনমন্ত্রীকে একহাত নেন তিনি। বলেন, ইডি আসছে ওঁর হাঁটু ভেঙে দিতে। সময় আসছে সব হিসাব দিতে হবে। ট্রাক ভরতি করে রেশনের চাল, গম বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন। তাই দপ্তর বদলাতে হল। আগে চাল বিক্রি করত চুরি করে। এখন গাছ বিক্রি করছে। সুকান্ত মজুমদারের এই মন্তব্য নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন মহলে চলছে জোর চর্চা। ইডি কী করবে না করবে, তা আগে কীভাবে বলে দিচ্ছেন সুকান্ত, সে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিজেপি রাজ্য সভাপতিকে পালটা জবাব দিয়েছে তৃণমূলও। সারদা মামলায় এফআইআরে নাম থাকা শুভেন্দু অধিকারীকে পাশে বসিয়ে দুর্নীতি নিয়ে কথা বলা সুকান্তর মানায় না বলেই কটাক্ষ কুণাল ঘোষের। তবে সুকান্তর হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে এখনও বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে রুখতে পঞ্চায়েতে জয়ী করার আহ্বান করলেন ফিরহাদ হাকিম

দুরন্ত বার্তা, খড়গ্রাম, ২৫ জুন ঃ আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে কর্মী সভার আয়োজন করল খড়গ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। এই কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এই সভা থেকে বিজেপি এবং কংগ্রেস বামের জোটকে নিয়ে কটাক্ষ করেন। এদিন বিজেপি কে কটাক্ষ করে ফিরহাদ হাকিম বলেন বিজেপি নতুন কিছু করতে পারেনা শুধু নাম পরিবর্তন পারে। কলকাতার পোর্টের নাম ছিল নেতাজী, তা পরিবর্তন করে শ্যামাপ্রসাদের নামে করা হয়েছে। অর্থাৎ বিজেপি সাম্প্রদায়িক ছড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করেই চলেছে। অন্যদিকে কারণে অকারে শুধু সিবিআই ইডির ভয় দেখানোর লাগাতার চেষ্টা করেও

তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু করতে পারেনি। এরপর কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে অধীর চৌধুরীর নাম করে ফিরহাদ হাকিম বলেন এতদিন ধরে সাংসদ থেকেও এলাকার কিছু উন্নয়ন করতে পারেনি যা করেছে মা মাটির সরকার করেছে আর শুধু বড়ো বড়ো কথা। আপনারা যতই জোট করুন কাজের কাজ কিছু হবে না। এছাড়াও অধীর চোধুরীর সঙ্গে বিজেপির সেটিং তত্বের কথা বলে কর্মীদের উৎসাহ প্রদান করেন ফিরহাদ। এই সভায় ফিরহাদ হাকিম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংসদ খলিলুর রহমান, খড়গ্রামের বিধায়ক আশিষ মার্জিত, সভাপ্রতি সামসের আলি মোমিন। রবিবারের এই সভা থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরাজিত করার আহব্বান করেন কান্দির বিধায়ক সাংসদ খলিলুর রহমান ও ফিরহাদ হাকিম।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরকালেই উত্তরবঙ্গে রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,২৫ জুন ঃ সংঘাতপূর্ণ আবহে একই সময়ে উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল। পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারের লক্ষ্যে রবিবারই কোচবিহারে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরইমধ্যে সোমবার উত্তরবঙ্গ যাচ্ছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত ভোটে শাসকদলের ভূমিকা নিয়ে. রাজ্য সরকার এবং রাজ্যপালের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়ছিলই। সাম্প্রতিক সেই ঘটনাপ্রবাহে দ্বন্দ্ব আরও বেড়ে গিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। রাজ্যের নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগপত্র নবান্নে ফেরত পাঠিয়ে যে অবস্থান রাজ্যপাল নিয়েছেন, এমন নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী গোটা দেশ। সেই সংঘাতপূর্ণ আবহে একই সময়ে উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল। পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারের লক্ষ্যে রবিবারই কোচবিহারে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরইমধ্যে সোমবার উত্তরবঙ্গ যাচ্ছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। জানা গিয়েছে, প্রথম দু'দিন তাঁর গন্তব্য হবে দার্জিলিংয়ের রাজভবন। একই সময়ে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের সফর নিয়ে উত্তরবঙ্গের রাজনীতির উত্তাপ বাড়তে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিকে, আগামী বুধবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সহ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছেন রাজ্যপাল। যা নিয়ে মোটেই খুশি নয় রাজ্য সরকার। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে আলোচনা ছাড়া আচার্য যে সব অস্থায়ী উপাচার্যকে বেছে নিয়েছিলেন, তাঁদের তিনি বৈঠকে ডেকেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে।

'চুরির তদন্ত বন্ধ করতে কেন্দ্রীয় সরকারে পরিবর্তন চায় তৃণমূল'

বিস্ফোরক শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২৫ জুন ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার অভিযানে বেরিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ভীমপুরে বিজেপি প্রার্থীদের নিয়ে. প্রচার কর্মসূচিতে বেরিয়ে শুভেন্দু বলেন, চুরির তদন্ত বন্ধ করতে কেন্দ্রীয় সরকারে পরিবর্তন চায় তৃণমূল। কেন্দ্রের সরকারকে পরিবর্তন করতে ইয়েচুরি, রাহুল গান্ধীর পায়ে পড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের প্রচারাভিযানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, সীতারাম ইয়েচুরি, রাহুল গান্ধীর পায়ে পড়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল উদ্দেশ্য কেন্দ্রের সরকারকে পরিবর্তন করতে হবে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সিবিআই, ইডি, এনআইএ যাতে তদন্ত আর না করতে পারে! তৃণমূল শাসকদের বড় বড় নেতামন্ত্রী এখন জেলে রয়েছেন। আরও হয়তো অনেকে যাবেন। নিজের ভাইপোকে বাঁচাতে পাটনায় সব চোরেরা এক হয়েছেন। কিন্তু লাভ হবে না। কার্যত চুরির তদন্ত বন্ধ করতেই তৃণমূল দিল্লির কেন্দ্র সরকারের পরিবর্তন চায়। শুভেন্দু আরও বলেন, তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে সিপিএমকে ভোট দেওয়া আবার সিপিএমকে ভোট দেওয়া মানে তৃণমূলকেই ভোট দেওয়া। তাই তিনি বলেন, এই গোপন বোঝাপড়া এবং সেটিংকে বুঝে নিতে হবে। সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেন, রাজ্যে রাজ্যপাল সমান্তরাল শাসন চালাচ্ছেন বলে তৃণমূল অভিযোগ করছে। উত্তরে শুভেন্দু বলেন, সময়ে সময়ে রাজ্যপাল ভালো হয়ে যা্ আবার সময়ে সময়ে তৃণমূলের কাছে খারাপ হয়ে যান। সবই নাটক! এক কথায় তৃণমূল শাসক সংবিধানকে মানে না। কয়েকদিন আগে বিচারপতি কৌশিক চন্দ এবং রাজাশেখর মান্থার বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করেছে তৃণমূল। তিনি আরও বলেন, আমি যখন তৃণমূলে ছিলাম তখন ভালো ছিলাম। এখন বিজেপিতে আসায় খারপ হয়েগেছি। তৃণমূলের জনজোয়ার যাত্রাকে তিহার যাত্রা বলেও সমালোচনা করেন শুভেন্দু অধিকারী।

কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেলেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ

দুরন্ত বার্তা, ২৫ জুন ঃ অবশেষে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেলেন ভাঙ্গড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। আজ অর্থাৎ রবিবার থেকে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে ৭ জন সিআইএসএফ জওয়ান। হুগলির ফুরফুরা শরিফে গিয়েছে ওই দল। মনোনয়নকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল ভাঙড়। বোমা বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছিল গোটা এলাকা। অশান্তি, বোমাবাজি, গুলি চলেছে মুড়িমুড়কির মতো। প্রাণহানিও ঘটেছে। তারপরই রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছে নিরাপত্তার জন্য আরজি জানান ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি। এরপর হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। সেই মামলায় জয় পেলেন নওশাদ। হাইকোর্টের নির্দেশে রবিবার নওশাদের বাড়িতে পৌঁছল কেন্দ্র বাহিনীর জওয়ানদের একটি দল। তাতে সাতজন সিআরপিএফ জওয়ান রয়েছেন। এ বিষয়ে নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, আমি এর আগে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকারের কাছে পৃথক পৃথক ভাবে আমার নিরাপত্তার জন্য দাবি জানিযেছিলাম। কিন্তু কেউই আমাকে নিরাপত্তা দেযনি। অবশেষে হাই কোর্টের নির্দেশে আমার নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হযেছে। নওশাদ জানিয়েছেন, নিরাপত্তারক্ষীদের দলটি বর্তমানে ফুরফুরা শরিফে আছে। তবে কোন ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেয়েছেন, তা নিজেও জানেন না বিধায়ক। সোমবার কোর্ট থেকে তা জানতে পারবেন বলেই দাবি।

শুভেন্দুর ভরসা 'তৃণমূলে নবজোয়ার' কর্মসূচির থিম সং! খোঁচা কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুন ঃ 'তৃণমূলে নবজোয়ার' কর্মসূচি নিয়ে নানা কটাক্ষ করেছেন তিনি। অথচ সভা ভরাতে রাজ্যর শাসকদলের সেই কর্মসূচির থিম সংকেই নাকি হাতিয়ার করলেন তিনি। এই তিনি কে জানেন, তিনি হলেন শুভেন্দু অধিকারী! ভোটের আবহে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও প্রকাশ করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুললেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। প্রচারে ব্যস্ত শাসক-বিরোধী উভয়পক্ষের নেতা কর্মীরা। রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনীর ভীমপুরে শুভেন্দু অধিকারীর একটি সভা ছিল। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের দাবি, ওই সভায় অংশ নেননি দলীয় কর্মী-

সমর্থকরা। তাই বহু দূর থেকে লোকজন এনে সভায় ভিড় জমিয়েছেন শুভেন্দু। আর সভায় আসা 'বহিরাগত'দের আকর্ষণ করতে 'তৃণমূলে নবজোয়ার' কর্মসূচির থিম সং বাজাতেও শোনা গিয়েছে। তাঁর দাবির স্বপক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করেন কুণাল। শুধু তাই নয়, ভিডিও নিয়ে কারও সন্দেহ হলে আইনের পথ বেছে নিতে পারেন বলেও পরামর্শ তাঁর। কুণাল ঘোষের এই খোঁচা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে গেরুয়া শিবিরের দাবি, সভায় ভিড় জমাতে 'তৃণমূলে নবজোয়ার' কর্মসূচির থিম সংকে কাজে লাগানোর কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই।

ওবামার মন্তব্যের তীব্র কটাক্ষ অর্থমন্ত্রী সীতারমণের

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন ঃ সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি নিয়ে ভারত সরকারের সমালোচনা করেছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। এবার তার পাল্টা দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি মনে করিয়ে দেন, মুসলিমদের হয়ে কথা বলা ওবামাও কিন্তু মুসলিমপ্রধান দেশগুলিতে ২৬ হাজার বোমা মেরেছিলেন। প্রসঙ্গত, একটি সাক্ষাৎকারে ওবামা বলেন, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করতে না পারলে ভারত ভেঙে পড়বে। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী বলেন, আমেরিকার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাফ বলেছেন, তাঁর সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশের নীতিতে চলে। কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণ করা হয় না। কিন্তু বিরোধীরা সেকথা মানতে নারাজ। এমন বিষয় নিয়ে তারা তর্ক করে যেগুলোর আসলে কোনও যুক্তিই নেই। তারপরেই প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথা উঠে আসে অর্থমন্ত্রীর মুখে। প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা সফরের সময়েই ওবামা বলেছিলেন, এখন যদি মোদির সঙ্গে কথা হয়, তাহলে ভারতের সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রসঙ্গে আলোচনা করবই। সরকার যদি তাঁদের অধিকার রক্ষা না করে তাহলে যেকোনোও সময়ে ভারতে ভাঙন ধরতে পারে। দেশের মধ্যে এইরকম বিভেদ হলে তার ফল কী হতে পারে তা সকলেই আন্দাজ করতে পারেন। আগেই এই মন্তব্যের পালটা দিয়েছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

আপ-কংগ্রেস দ্বন্দ্ব বাড়ছে

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন ঃ আপ ও কংগ্রেসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রমেই বাড়ছে। পাটনায় অনুষ্ঠিত বিরোধী বৈঠকে তা আরও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এবার রাহুল গান্ধীকে খোঁচা দিতে দেখা গেল আম আদমি পার্টিকে। কংগ্রেস নেতার 'ভালবাসার দোকান' মন্তব্যকে খোঁচা দিলেন আপ নেতা তথা দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ। তিনি বলেন, স্যার, আমরা বিশ্বাস করি ঘৃণার বাজার রয়েছে। কিন্তু আপনার উচিত সেখানেও ভালবাসা দেওয়ার। যখন বিরোধীরা আপনার কাছে ভালবাসার জন্য গেল, আপনি বলে দিলেন আপনার কাছে তা নেই। এর ফলে আপনার ভালবাসার দোকান নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেল। রাহুল গান্ধীকে সম্প্রতি বারবার বলতে দেখা গিয়েছে, আমি ঘৃণার বাজারে ভালবাসার দোকান খুলেছি। সেই মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই কটাক্ষ করলেন। উল্লেখ্য, বিরোধীদের বৈঠকের ঠিক আগে হাত শিবিরকে কার্যত হুঁশিয়ারি দেন কেজরিওয়াল। জানিয়ে দেন, যদি কংগ্রেস 'কালো অর্ডিন্যান্স' ইস্যুতে সংসদে তাঁদের পাশে থাকার পরামর্শ না দেন তাহলে তাঁরা বৈঠক থেকে ওয়াক আউট করবেন।

আবার বড়সড় রেল দুর্ঘটনা, বাঁকুড়ায় সংঘর্ষ দুই মালগাড়ির

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৫ জুন ঃ আবার বড়সড় ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটল। যদিও তাতে প্রাণহানি হয় তবে আহত হওয়ার খবর মিলেছে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, রবিবার সাত সকালে বাঁকুড়ার ওন্দার কাছে একটি মালগাড়িতে পিছন থেকে আসা আরেকটি মালগাড়ি ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার জেরে দু'টি মালগাড়িই ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গুরুতর জখম হয়েছেন দুই চালকই। এদিকে এই দুর্ঘটনার জেরে আদ্রা ডিভিশনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। বেশ কিছু ট্রেন বাতিল হয়েছে। আবার কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার ওন্দার কাছে একটি খালি মালগাড়িকে লুপলাইনে 'শান্টিং'

করা হচ্ছিল। অর্থাৎ এক লাইন থেকে অন্য লাইনে মালগাড়িটি সরানো হচ্ছিল। সেইসময় সিগন্যাল লালই ছিল। কিন্তু সিগন্যাল না মেনে আদ্রা থেকে খড়গপুরগামী একটি মালগাড়ি এসে ওই পণ্যবাহী ট্রেনটির পিছনে ধাক্কা মারে। যার জেরে লাইনচ্যুত হয়ে যায় মালগাড়িটি। দুটি মালগাড়িই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভেঙেছে সিগন্যাল রুমও। সিগন্যাল অমান্য করার বিষয়টি মেনে নিয়েছে রেল। এ প্রসঙ্গে আদ্রা ডিভিশনের ডিভিশনাল সিনিয়র কর্মাশিয়াল ম্যানেজার বিকাশকুমার জানান, সিগন্যাল মানা হয়নি। ভোর সাড়ে চারটের সময় বাঁকুড়ার ওন্দার কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। লুপলাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়িতে পিছন থেকে এসে ধাক্কা মারে আরেকটি মালগাড়ি। সিগন্যাল লাল থাকা সত্ত্বেও।

• ৩ পাতায়...

কায়রোতে আল-হাকিম মসজিদ পরিদর্শন করলেন প্রধানমন্ত্রী, ঘুরে দেখলেন হেলিওপলিস ওয়ার সিমেট্রি

কায়রো, ২৫ জুন ঃ মিশরের রাজধানী কায়রোতে আল-হাকিম মসজিদ পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মসজিদের ধর্মগুরুদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।এরপর প্রধানমন্ত্রী মোদী কায়রোতে হেলিওপলিস ওয়ার সিমেট্রি পরিদর্শন করেন। সেখানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আত্মবলিদান দেওয়া ভারতীয় সৈন্যদের শ্রদ্ধা জানান তিনি। হেলিওপলিস ওয়ার সিমেট্রি ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী, ভিজিটরস বুকে তিনি সইও করেন। এরপর কায়রোতে মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সঙ্গে দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মোদীর মুকুটে নতুন পালক, ''অর্ডার অফ দ্য নাইল''-এ ভূষিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি ও কায়রো, ২৫ জুনঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুকুটে নতুন পালকের সংযোজন। এবার মিশরের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান, ''অর্ডার অফ দ্য নাইল''-এ ভূষিত হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ''অর্ডার অফ দ্য নাইল''-এ ভূষিত করেছেন মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ এল-সিসি।বিগত ৯ বছরের শাসনকালে প্রধানমন্ত্রী মোদী বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন। ''অর্ডার অফ দ্য নাইল'' হল ১৩-তম সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর মেয়াদের শেষ ৯ বছরে যে পুরস্কারগুলি পেয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে- পাপুয়া নিউ গিনির ''কম্প্যানিয়ন অফ দ্য অর্ডার অফ লোগোহু'', ''কম্প্যানিয়ন অফ দ্য অর্ডার অফ ফিজি'', পালাউ প্রজাতন্ত্রের ইবাকল অ্যাওয়ার্ড, অর্ডার অফ দ্য অর্ডার ড্রুক গ্যালপো, মার্কিন সরকার কর্তৃক লিজিয়ন অফ মেরিট।মিশর সফরের দ্বিতীয় তথা শেষ দিনে, রবিবার (২৫ জুন) মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ এল-সিসির সঙ্গে সাক্ষা করেন মোদী। মিশরের প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান মিশরীয় প্রেসিডেন্ট। দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে বৈঠকের পর, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে মিশরের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করেন প্রেসিডেন্ট এল সিসি। এর আগে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল মিশরীয় প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ এল-সিসিকে।

নানা কার্যসূচির মধ্য দিয়ে বারইগ্রামে শুরু শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামীজিউর তিরোধান উৎসব

বারইগ্রাম (অসম), ২৫ জুনঃ সমবেত উপাসনা, বৃক্ষরোপণ, হরিনাম যজ্ঞ ইত্যাদি নানা কার্যসূচির মধ্য দিয়ে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বারইগ্রামে অবস্থিত শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামী জিউর আশ্রমে শুরু হয়েছে প্রভুপাদের ৫৩-তম তিরোধান উৎসব।আশ্রমের প্রধান সেবাইত প্রণবানন্দ দাস বাবাজি বলেন, চলমান প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে গত মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে প্রভুপাদের ৫৩-তম তিরোধান উৎসব। গত বুধবার দ্বিতীয় দিন। উৎসবের অঙ্গস্বরূপ এদিন আশ্রম চত্বরে বেশ কয়েকটি গাছের চারা রোপণ করেছেন আশ্রম পরিচালন কমিটির কর্মকর্তারা। বৃক্ষরোপণ কার্যসূচিতে অন্যদের সঙ্গে ছিলেন আশ্রমের ব। মাইজি সুদেবী দাসী, গৌরগোবিন্দ দাস বাবাজি, রসিকদাস বাবাজি, বাদল পাল, রঞ্জিত দাস, বাসন্তী দে, অরূপ রায়, সুনয়ন দাস, কিশোর দেবরায, বিজন পাল, টিংকু পাল, সঙ্গীতা পাল, অভিজি রায়, রবিশংকর দত্ত, রাজদীপ দাস, সানি নাথ, বিজয় মালাকার, বিশাল পাল প্রমুখ।এ প্রসঙ্গে তিনি সকল নাগরিককে তাঁদের বাড়ি এবং প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত প্রতিটি উসব যেমন, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ বার্ষিকী, যে কোনও অনুষ্ঠানে একটি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন। এদিকে গত ২১ জুন বুধবার ভোরবেলা মঙ্গলারতি ও হরিনাম যজ্ঞের মাধ্যমে দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে জানান সেবাইত প্রণবানন্দ দাস বাবাজি। তিনি জেনান, আজ দিনভর হরিনাম পরিবেশন করবে বিভিন্ন কীর্তনীয়া দল। সকালে গুরুপূজা, দুপুরে অঞ্জলি প্রদান ও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে। ২২ জুন বৃহস্পতিবার প্রভুর প্রভুপাদের বিগ্রহ সহকারে নগর পরিক্রমা ও হরিনাম যজ্ঞের সমাপন, দধি ভঞ্জন এবং মোহান্ত বিদায়ের মধ্য দিয়ে প্রভুর তিরোধান উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হবে।

অসমঃইসিআই-এর লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রের খসড়া ডিলিমিটেশন প্রস্তাবকে স্বাগত মুখ্যমন্ত্রীর

ধুবড়ি (অসম), ২৫জুন ঃ অসমে লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রের যে খসড়া ডিলিমিটেশন প্রস্তাব ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) প্রকাশ করেছে, তাকে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।আজ বুধবার এখানে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগাভ্যাসের পর উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে বার্তালাপ করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ভারতের নির্বাচন কমিশনের অসমে লোকসভা ও বিধানসভা কেঃদ্র কর্তৃক প্রকাশিত খসড়া ডিলিমিটেশন প্রস্তাব সম্পর্কে এক জিজ্ঞাসার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেন, প্রকাশিত খসড়া ডিলিমিটেশনের প্রস্তাবে তিনি সন্তুষ্ট। এই খসড়াকে তিনি স্বাগত জানান। তিনি বলেন, ' টেলিভিশনে খবরটি দেখেছি। প্রকাশিত খসড়া ডিলিমিটেশনের প্রস্তাবে জনসাধারণের উৎসাহ আমার নজর কেড়েছে। নাটকীয়ভাবে বেড়েছে জনতার উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস। অসম তথা দেশের জনসাধারণের ভবিষ্যতের জন্য তৈরিকৃত খসড়ায় অসমের খিলঞ্জিয়া (ভূমিপুত্র)-দের স্বার্থ নিশ্চিত করা হয়েছে।'' শব্দের প্রকৃত মানে সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেন, যাঁরা মূল আদিবাসী, ভূমিপুত্র তাঁরাই খিলঞ্জিয়া। ড. শর্মা যোগ করেন, ' আহোম, চুতিয়া, বড়ো, কারবিরা খিলঞ্জিয়া না হন, তা-হলে খিলাঞ্জিয়া কে? এটি এমন নয় যে বর্ণ বৈষম্যের কারণে একজন ব্যক্তি কেবল খিলঞ্জিয়া।'মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব জোরের সঙ্গে বলেন, বরাক উপত্যকার নাগরিককুল ডিলিমিটেশনের এই খসড়ায় নিরাপদ। পাশাপাশি উত্তর-অসমের আহোম এবং চুতিযারা প্রথমবারের মতো নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবেন।ডিলিমিটেশনের ফলে তাঁর নির্বাচন কেন্দ্র জালুকবাড়ি বিলুপ্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, ' আমার নিজের আসন হারিয়েছি। কিন্তু এটা কোনও ব্যাপার নয়। কারণ আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি, আমি যেখানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব, সেখানেই জনতা আমাকে তাঁদের ভালোবাসা দিয়ে স্বাগত জানাবেন।'প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রথম, লখিমপুর এবং ধেমাজি আহোম ও চুতিযাদের জন্য দুটি আসন যোগ হয়েছে। ২০07 সালের খসড়ায় যোরহাট আসন কাটা হয়েছিল। গত বছর ডিব্রুগড় এবং তিনসুকিয়া আসনও কমানো হয়েছিল, কিন্তু এবার অপরিবর্তিত রয়েছে। সুতরাং বেশি কেন্দ্র যোগ না করে এবারের খসড়া অত্যন্ত ভালো ও পরিচ্ছন্ন হয়েছে। নেতারা মহা-উৎসাহের সঙ্গে এসে ওই ব নির্বাচনী এলাকার অটল প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সমগ্র অসমকে রক্ষা করবেন।তিনি বলেন, ' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, গোয়ালপাড়া জেলা, রাভা এবং বড়ো সম্প্রদায়ের সবাই বকো, কামরূপ গ্রামীণ জেলা পর্যন্ত সুরক্ষিত। গুয়াহাটি, তিনসুকিয়া, ধেমাজি, লখিমপুর, বাকসায় আসনের বর্ধিত সংখ্যা দেখে আমরা আর কী আশা করতে পারি?'কংগ্রেস দলের নিন্দা করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, কংগ্রেসের ব্যর্থতা অসমিয়া ' ব্যর্থতা নয়। কারণ কংগ্রেস কার ভোটে খেলে এবং কার ভোটে জয়ী হয় তা সবাই জানে। কংগ্রেসের ব্যর্থতা ভারতীয় ব্যর্থতা নয়, তারা ক্রমাগত তাদের জন্য কাঁদবে, তাদের কান্না থামাতে কেউ আসবে না।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ' যতই প্রতিবাদ করুক, অসমিয়া ভারতীয়রা অসম রাজ্যের জন্য সংসদীয় এবং বিধানসভা কেন্দ্রের ডিলিমিটেশনকে সহজাতভাবে সঠিক বলে প্রশংসা করবে। কংগ্রেস যখন কাঁদে, আমরা কেবল তাঁদের দেখে হাসতে পারি, স্বভাবসুলভ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার।

অসমে বন্যা, দুশ্চিন্তা না করার আহ্বান জলসম্পদ মন্ত্রী পীযূষের

গুয়াহাটি, ২৫ জুন ঃ অসমে চলমান বন্যাকে কেন্দ্র করে দুশ্চিন্তা না করতে নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যের জলসম্পদ দফতরের মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার। গত বৃহস্পতিবার জনতা ভবনে তাঁর কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী হাজরিকা বলেন, এবারের বন্যায় এখন পর্যন্ত চারটি স্থানে তিনটি নদীবাঁধ ভেঙেছে। যে তিন স্থানে নদীবাঁধ ভেঙেছে সেগুলি বরমা, নাওবৈচা এবং ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকার।তিনি বলেন, নবনির্মিত নদীবাঁধ কোথাও ভাঙেনি। বরং এ সব নবনির্মিত নদীবাঁধ নির্মাণের ফলে এবার ধেমাজি, মরিগাঁও, মাজুলি, শদিয়া প্রভৃতি জেলায় সব বর্ষার মরশুমে যে ভয়াবহ বন্যা আসে তা থেকে রক্ষা পেয়েছে। মন্ত্রীর ব্যাখ্যা, কোথাও কোথাও ৬০ থেকে ৭০ বছরের পুরনো বাঁধ ভেঙে। তবে নদীবাঁধগুলিকে ভাঙনের কবল থেকে রক্ষা করতে দিনরাত কাজ করছেন তাঁর দফরের কর্মকর্তারা।সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী পীযূষ বলেন, গত বছর রাজ্যের ২৬টি নদীবাঁধ ৪১টি স্থানে ভেঙেছিল। যেগুলি সম্পূর্ণ মেরামত করা হয়েছে। বলেন, ৪৫ বছরের ইতিহাসে এবার সবচেয়ে কম বন্যা হয়েছে।

হিমাচলে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, শিমলা-সহ নানা অংশে জারি কমলা ও হলুদ সতর্কতা

শিমলা, ২৫ জুন ঃ পাহাড়ি রাজ্য হিমাচল প্রদেশের ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস সম্ভাবনার কথা জানাল আবহাওয়া দফতর। বৃষ্টির সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে শিমলা-সহ হিমাচল প্রদেশের নানা অংশে জারি করা হয়েছে কমলা ও হলুদ সতর্কতা। আবহবিদরা জানিয়েছেন, শিমলা-সহ হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন অংশে আগামী ২৪ ঘন্টায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ২৭ এবং ২৮ জুন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসের প্রেক্ষিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।হিমাচল প্রদেশের কাংড়া, মান্ডি, চম্বা, বিলাসপুর, শিমলা, সোলান এবং সিরমাউর জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। আবহাওয়া বিভাগ প্রধানত রাজ্যের পার্বত্য জেলায় যানবাহন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কার কথা জানিয়েছে। এছাড়াও রাস্তাঘাট প্লাবিত, নিচু এলাকায় জল জমার সম্ভাবনা রয়েছে। দৃশ্যমানতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা যাতায়াতের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করবে।অন্যদিকে মুম্বাইতে বর্ষার জন্য প্রতীক্ষার অবসান হল মুম্বই ও দিল্লিতে। রবিবার মুম্বই ও দিল্লিতে প্রবেশ করল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। বর্ষার আগমণের সঙ্গে সঙ্গেই ভারী বৃষ্টিতে ভিজল মুম্বই ও দিল্লি। রবিবার ভোর থেকেই প্রবল বৃষ্টি হয়েছে মুম্বই ও দিল্লিতে। বৃষ্টি হয়েছে দিল্লি লাগোয়া হরিয়ানার গুরুগ্রামেও। গুরুগ্রামে প্রবল বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে গিয়েছে, ছুটির দিনে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে প।ছে হরিয়ানার এই শহরে।রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হয়েছে দিল্লির নানা প্রান্তে, বৃষ্টির সৌজন্যে ঘর্মাক্ত থেকে স্বস্তি পেয়েছে দিল্লি। এদিন বৃষ্টি হয়েছে উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূনেও। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মহারাষ্ট্রের রায়গড় এবং রত্নাগিরি জেলায় ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং পালঘর, মুম্বই, থানে এবং সিন্ধুদুর্গের হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মুম্বই শহরে গত ২৪ ঘন্টায় ১০৪ মিলিমিটার মিমি এবং পূর্ব শহরতলি ও পশ্চিম শহরতলিতে যথাক্রমে ১২৩ মিলিমিটার এবং ১৩৯ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

উন্নত ও আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে ভারত সরকার ধারাবাহিক প্রয়াস

মনসুখ মান্ডোভিয়া, (কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী)নয়াদিল্লি,২৫জুনঃভারত বৈচিত্র্যের দেশ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই আমাদের পরিচয় । এই বৈচিত্র্য বজায় রাখতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ' ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর মন্ত্র দিয়েছেন । আমরা এমন এক ভারতের কল্পনা করছি, যেখানে প্রতিটি ভারতীয় জীবনযাপনের উন্নত মান নিয়ে সজাগ । দেশের প্রতিটি ব্যক্তির কাছে, এমনকি সামাজিক কাঠামোর শেষ প্রান্তে যারা রয়েছেন, তাঁদের কাছেও উন্নত ও আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে ভারত সরকার ধারাবাহিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে ।ভারতে আনুমানিক ৭০৬টি আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে, যা দেশের মূল জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ । এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী আমাদের দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ । প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ' অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত আদিবাসী সম্প্রদায় ছাড়া কখনোই সম্পূর্ণ হবে না' । ভারত সরকার আদিবাসীদের নৈতিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এবং উপজাতীয় সংগঠনগুলির সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল । জাতীয় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে আদিবাসীদের সুস্বাস্থ্য ও উন্নয়নে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ ।সিকল সেল রোগ ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামনে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এক গুরুতর চ্যালেঞ্জ । এটি এমন এক জিনগত অসুখ, যেখানে কোনো ব্যক্তির লোহিত রক্তকণিকা বিকৃত হয়ে কাস্তের মতো আকার ধারণ করে । এই রোগটি সাধারণত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় । এর জেরে তাদের ভবিষ্যত এবং অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে । তাই সময় মতো এই রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করা একান্ত আবশ্যক । পূর্ববর্তী সরকারগুলি এই জিনঘটিত রোগ প্রতিরোধের তেমন জোরদার প্রয়াস চালায়নি । তাই ইতালি, জাপানের মতো বিভিন্ন দেশ যেখানে এই রোগ প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছে, সেখানে ভারত এখনও এরসঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে । দেশ থেকে সিকল সেলের অভিশাপ নির্মূল করতে ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় বাজেটে ' সেল অ্যানিমিয়া এলিমিনেশন মিশন ২০৪৭' - শীর্ষক জাতীয় প্রচারাভিযানের ঘোষণা করা হয়েছে । এজন্য আমি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ।মানবদেহে সিকল সেল রোগ দুভাবে থাকতে পারে । এরমধ্যে একটিতে রোগের কোনো উপসর্গ দেখা যায়না, আক্রান্ত ব্যক্তিরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সিকল সেলের বিভিন্ন উপসর্গ প্রকাশ পায় । দেশের ১৩টি রাজ্য রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রে এই রোগের প্রকোপ বেশি । চারটি রাজ্য বিহার, অসম, উত্তরাখন্ড এবং উত্তরপ্রদেশেও এর আংশিক প্রকোপ রয়েছে ।সিকল সেল ডিজিজে আক্রান্ত একজন ব্যক্তি ক্রমাগত ব্যথা, ক্লান্তি, রক্তাল্পতা সহ অসংখ্য স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হন, যা তাঁর জীবনযাত্রার ওপর গভীর ছাপ ফেলে । সিকল সেল জনিত রক্তাল্পতা দূর করার জন্য দুধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় । প্রথম পন্থাটি প্রতিরোধের ওপর জোর দিয়ে সদ্যোজাত শিশুরা যাতে এতে আক্রান্ত না হয় তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চালায় । দ্বিতীয় পন্থায় যারা ইতোমধ্যেই এই রোগে আক্রান্ত তাদের চিকিৎসা ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের চেষ্টা করা হয় । সিকল সেল অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীরা যাতে যথাযথ স্বাস্থ্য পরিষেবা পান, তা নিশ্চিত করতে একটি সার্বিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে ।সিকল সেল বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুজন ব্যক্তি যদি একে অপরকে বিয়ে করেন, তাহলে তাদের সন্তানের মধ্যে এই রোগ সঞ্চারিত হওয়ার তীব্র আশঙ্কা থাকে । তাই বিয়ের আগে সিকল সেলের পরীক্ষা করলে এই রোগের বিস্তার আটকানো সম্ভব । রাজ্যগুলি এবং আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে ১৭টি রাজ্যের প্রায় ২০০টি জেলায় বসবাসকারী আদিবাসী ও অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত মানুষজনের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে সিকল সেল আক্রান্তদের চিহ্নিত করার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে । এর আওতায় ৪০ বছর বয়সসীমা পর্যন্ত প্রায় ৭ কোটি মানুষের পরীক্ষা করা হবে । বৃহ এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হল ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশ থেকে সিকল সেল রোগ নির্মূল করা । চিহ্নিত করার পর সিকল সেল আক্রান্তদের স্থানীয় ভাষায় স্মার্টকার্ড প্রদান করা হবে । এরফলে একজন সহজেই বুঝতে পারবেন, তার সঙ্গীকে বিয়ে করলে ভবিষ্যতে তাদের সন্তানের সিকল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কিনা ।এই সম্পূর্ণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন, এতে মানুষজনের অংশগ্রহণ এবং এসংক্রান্ত সচেতনতার ব্যাপক প্রসার সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্তরে নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে । সিকল সেল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার পর তাদের নিয়মিত পরীক্ষা, চিকিৎসা ও ওষুধ, অন্যান্য রোগের জন্য টিকাদান, খাদ্য তালিকাগত সহায়তা এবং পরামর্শদান পরিষেবার ব্যবস্থা করা হবে ।এই রোগ মোকাবিলায় সরকার পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করছে । এছাড়া স্বাস্থ্য কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণ এবং সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে ।আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৮ সাল থেকে দেশে ১ লক্ষ ৬০ হাজার স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে, যা কোভিড-১৯-এর মতো অতিমারির মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । অন্যান্য রোগের সঙ্গে সিকল সেল রোগ নির্মূলেও এই কেন্দ্রগুলি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে । সিকল সেল রোগীরা যাতে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পান, সেজন্য এই কেন্দ্রগুলির স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে । প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২৭-শে জুন মধ্যপ্রদেশে সিকল সেল অ্যানিমিয়া নির্মূল মিশনের সূচনা করবেন । সিকল সেল অ্যানিমিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই উদ্যোগ অপরিসীম শক্তি যোগাবে । সিকল সেল রোগীদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে ।এই মিশন, ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশ থেকে সিকল সেল অ্যানিমিয়া নির্মূল করার পথ প্রশস্ত করবে বলে আমার বিশ্বাস । এরফলে দেশের ঐতিহ্যকে যারা বাঁচিয়ে রেখেছেন, সেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ ও অস্তিত্ব রক্ষাও সুনিশ্চিত হবে ।

বাইচুং অ্যাকাডেমি থেকে জাতীয় দলে উঠে আসছে ফুটবলার

মুম্বাই, ২৫ জুন ঃভারতের ফুটবল উন্নয়নে দেশজুড়ে যে ১৮টি অ্যাকাডেমি বাইচুং ভুটিয়া তৈরি করেছেন তা থেকে জাতীয় দলে ফুটবলার উঠে আসছে। ১৮টি অ্যাকাডেমির মধ্যে ৪টি আবাসিক অ্যাকাডেমি। ২০১০ সালে শিলঙ থেকে অ্যাকাডেমির পথ চলা শুরু। বর্তমানে ৫ হাজার ছাত্র রয়েছে এখানে। দিল্লি, বেঙ্গালুরু এবংমুম্বইয়ে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে অ্যাকাডেমিটি।অলইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন থেকে লাইসেন্স পাওয়া কোচেরা গ্রেড অনুসারে কাজ করছেন এখানে। স্পোর্টস সায়েন্স মেনে ৪ বছর বয়সের শিশু থেকে শুরু হয় ডেভেলপমেন্ট প্রোসেস। অ্যাকাডেমিতে সর্বোচ্চ বয়স সীমা ১৫ বছর। এই লেভেলের পর থেকে ফুটবলারদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে ক্লাব পর্যায়ে। পেশাদার প্রশাসনিক কাঠামোয় পরিচালিত হয় এই অ্যাকাডেমি। শিশু শ্রেণীতে খরচ ৩ হাজার। আর বয়স ভেদে যা ১৫ হাজার পর্যন্ত। তবে গরিব ছেলেদের জন্য আছে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

কায়রোতে মিশরীয় যোগ প্রশিক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর, মোদীর সঙ্গে দেখা করে খুশি উভয়েই

কায়রো, ২৫ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মিশরের রাজধানী কায়রোতে দুই তরুণ বিশিষ্ট যোগ প্রশিক্ষক রিম জাবাক এবং নাদা আদেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী মিশর জুড়ে যোগব্যায়ামকে জনপ্রিয় করার জন্য তাঁদের প্রশংসা করেন এবং তাঁদের ভারত সফরের জন্য উৎসাহিত করেন। তাঁরা মিশরে যোগব্যায়ামের প্রতি তাঁদের উৎসাহের কথা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন করেন।মোদীর সঙ্গে দেখা করে খুশি প্রকাশ করেছেন উভয়েই। মিশরীয় যোগ প্রশিক্ষক রিম জাবাক প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দেখা করার পরে বলেছেন, এটা দেখে খুব ভালো লাগছে যে তার ব্যস্ত সময়সূচী থাকা সত্ত্বেও, তার কাছে যোগব্যায়াম এবং মিশর এবং সারা বিশ্বে এর গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলার সময় ছিল। আমি খুব মুগ্ধ হয়েছি, যে তিনি মিশরের যোগ সম্প্রদায় সম্পর্কে আগ্রহী। বিশ্বের সমস্ত ধর্ম শান্তি থেকে আসে এবং এটি এমন কিছু যা আমি যোগ থেকে শিখেছি।

কোভিড-সংক্রমণ একটু বেড়ে ৮০ ভারতে সক্রিয় রোগীও বৃদ্ধি পেল, ফের মৃত্যুশূন্য

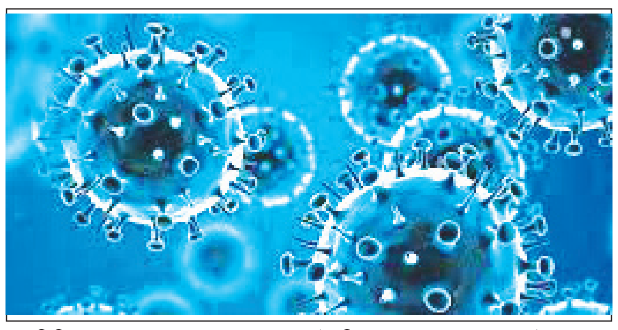

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের একটু বাড়ল, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৮০ জন। শনিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১,৬৭০-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯০৩।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬০,৩৭৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘঃটায় টিকা পেয়েছেন ০০,৬৩২ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৩৬,৮২২ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৪ জুন সারা দিনে ভারতে ৫৬,৬৭০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

বৃষ্টির সময় মানুষ যাতে কোনও সমস্যার সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করা হবেঃএকনাথ শিন্ডে

মুম্বই, ২৫ জুন ঃ মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে মুম্বইয়ের ওরলিতে কোস্টাল রোড পরিদর্শন করেছেন। রবিবার সকালে কোস্টাল রোডের পরিস্থিতি পরিদর্শন করার পাশাপাশি জল জমে থাকার কারণ সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন। জল জমে থাকার পরিস্থিতি যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে বলেছেন, আজ আমি এখানে মিলান সাবওয়েতে আছি এবং গত শনিবার এখানে এক ঘন্টার মধ্যে প্রায় ৭০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এখানে একটি জল সংরক্ষণের ট্যাঙ্ক তৈরি করায় যান চলাচল বন্ধ হয়নি।

বিহারের হাজিপুরে অ্যামোনিয়া গ্যাসে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু একজনের, হাসপাতালে ভর্তি ৩০-৩৫ জন

বৈশালী, ২৫ জুন ঃ বিহারের বৈশালী জেলার হাজিপুরে একটি ডেয়ারিতে অ্যামোনিয়া গ্যাস লিকেজে অসুস্থ হয়ে প্রাণ হারালেন একজন শ্রমিক। এছাড়াও অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩০-৩৫ জন। বৈশালী জেলার রাজ ফ্রেশ ডেয়ারিতে ঘটনাটি ঘটেছে। রবিবার সকালে সদর হাসপাতালের সিভিল সার্জন ডাঃ শ্যাম নন্দন প্রসাদ বলেছেন, বৈশালী জেলার রাজ ফ্রেশ ডেয়ারিতে অ্যামোনিয়াম সিলিন্ডার থেকে বিষাক্ত গ্যাস লিক হয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও ৩০-৩৫ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চিকিৎধীন রোগীরা এখন স্থিতিশীল রয়েছেন।দমকলের ডিএসপি ডঃ অশোক কুমার বলেছেন, রাজ ফ্রেশ ডেয়ারিতে অ্যামোনিয়াম সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিকেজের ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে যে কিছু শ্রমিককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আমরা লিকেজের কারণ অনুসন্ধান করছি। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে সুনীল ছেত্রীর ৯১ গোল হয়ে গেল

বেঙ্গালুরু, ২৫ জুন ঃ গত শনিবার রাতে বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নেপালের বিরুদ্ধে ভারতের সুনীল ছেত্রীর গোলটা আন্তর্জাতিক ফুটবলে ৯১ গোল হয়ে গেল।সুনীল ছেত্রীর সামনে আছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসি (১০৩), ইরানের আলী দাইয়ি (১০৯) ও পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (১২৩)। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক টুর্নামেন্টেও ২২ গোল হয়ে গেল ছেত্রীর। এখানে ২৩ গোল নিয়ে শীর্ষে মালদ্বীপের আলী আশফাক।

সরকারি স্বাস্থ্য কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার নির্দেশ

আগরতলা, ২৫ জুনঃ গত বৃহস্পতিবার আচমকা বিশালগ। মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়েছেন জেলা শাসক ডা. বিশাল কুমার। এদিন সময়মতো হাসপাতালে অনুপস্থিতির কারণে ২৪ জন স্বাস্থ্যর্কীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এদিনের জন্য তাঁদের গরহাজির করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাঁদের হাসপাতালে সময়মতো অনুপস্থিত থাকার লিখিত কারণ জানানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন সিপাহিজলা জেলা শাসক।তিনি বলেন, ইতিপূর্বে একাধিকবার বিশালগ। মহকুমা হাসপাতালের রোগীর পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ উঠছিল। ৯টা নাগাদ বিশালগ। মহকুমা হাসপাতালে এসে তিনি খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারেন ২৪জন স্বাস্থ্য কর্মী সময় মতো হাসপাতালে আসেননি। তাই তাঁদের এদিন গরহাজির করা হয়েছে। সাথে হাসপাতালে অনুপস্থিত থাকার লিখিত কারণ জানানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন জেলা শাসক। অনুপস্থিত স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর হুশিয়ারী, আগামী দিনেও এমন অভিযান জারি থাকবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৬জুন সোমবার, ১০ আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৬জুনঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১০ আষাঢ়মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১০ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৯ আষাঢ়মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০২এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৬৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার । জোয়ার-সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে

রাশিফল

মেষরাশিঃদ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলুন কারণ এটি আপনার অসুস্থতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।।বিবাহের যোগ।

বৃষভ রাশিঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা হয়।

মিথুন রাশিঃনিজেকে সুস্থ এবং সু ঃদর রাখতে উচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন।সংসারে শান্তি

কর্কট রাশিঃযা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন

সিংহ রাশিঃদাঁতে যন্ত্রণা এবং পেটের গোলমাল আপনার জন্য কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। অবিলম্বে আরাম পেতে একজন ডাক্তারের উপদেশ নিন।

কন্যা রাশিঃআপনার অসাধারণ মেধা ক্ষমতার আপনার অক্ষমতাকে জয় করতে সাহায্য করবে। শুধুমাত্র ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমেই আপনি আপনার এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

তুলা রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। সংসারে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশিঃঅত্যধিক ভ্রমণ আপনাকে উন্মত্ত করে তুলবে। আপনি আজ এই সত্যটি বুঝতে পারবেন যে বিনিযোগে প্রায়শই আপনার জন্য খুব উপকারী হবে

ধনু রাশিঃআপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের রাখা উচিত কারণ খুব বেশী আনন্দ কিছু সমস্যার কারণ হবে।

মকর রাশিঃআশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যয়ী প্রত্যাশাই আপনার আশা

কুম্ভ রাশিঃআপনার মনকে ভালোবাসা, আশা, বিশ্বাস, সহানুভূতি, আশাবাদ এবং বিশ্বস্ততার মত ইতিবাচক অনুভূতিগুলি গ্রহণে উৎসাহিত।

মীন রাশিঃআপনি আজ খুব সক্রিয়.এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে

বাজারে ঘুরে জনসংযোগ, বাড়িতে বাড়িতে ভোটের প্রচার বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ জুন ঃ রবিবাসরীয় প্রচারে বিজেপি প্রার্থী। বাজারে ঘুরে জনসংযোগ, বাড়িতে বাড়িতে ভোটের প্রচার। হাওড়ার লিলুয়ায় চামরাইলে জেলা পরিষদের ৪০ নং আসনে এবার বিজেপির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কবিতা নস্কর। প্রচারে এবার তাঁর স্লোগান 'চোর মুক্ত' পঞ্চায়েত গড়তে হবে। সেই স্লোগানকে সামনে রেখে রবিবার সকালে রবিবাসরীয় প্রচারে নামেন তিনি। রবিবারের সকালে বাজারে আসা পথচলতি মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী দোকানদার সকলের কাছেই ভোটের প্রচার করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, জিনিসপত্রের দাম বাড়লেই তৃণমূল কেন্দ্রের দিকে আঙুল তোলে। অথচ স্থানীয় বাজারে আজ সবজির দাম আকাশছোঁয়া। এরজন্য তো কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী নয়? কাঁচা আনাজ সবজির দাম আকাশছোঁয়া কেন রাজ্য সরকার তারজন্য কি করছে প্রচারে দাবি তোলেন বিজেপি প্রার্থী কবিতা। তিনি অভিযোগ করেন সবজির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে মানুষকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। এর পাশাপাশি রাজ্যে একের পর এক দুর্নীতির বিরুদ্ধে চোর মুক্ত পঞ্চায়েতের দাবি তোলেন তিনি। কবিতাদেবী এদিন বাড়ি বাড়ি ঘুরেও প্রচার করেন।

আরপিএফের সাফল্য

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ জুন ঃ গয়না এবং নগদ টাকা মিলিয়ে প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকারও বেশি পরিমাণ সামগ্রী উদ্ধার হলো হাওড়া স্টেশন থেকে। সাফল্য আরপিএফের। আরপিএফের ক্রাইম প্রিভেনশন অ্যান্ড ডিটেকশন স্কোয়াড় এবং হাওড়া ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ব্রাঞ্চের যৌথ অভিযানেই মিলেছে এই সাফল্য। উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ অর্থের গয়না এবং নগদ টাকা, সব মিলিয়ে যার পরিমাণ প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকারও বেশি। আরপিএফ সূত্রের খবর, এই উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ২৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের গয়না এবং বাকি ৩০ লক্ষ টাকা নগদে উদ্ধার হয়েছে।

যাত্রীদের জন্য উত্তরপূর্ব রেলওয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে

গোরখপুর, ২৫ জুন ঃ যাত্রার সময় যাত্রীদের সুবিধাজনক এবং আরামদায়ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য উত্তরপূর্ব রেলওয়ে দ্বারা কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। দূরপাল্লার ট্রেনে যাতায়াতকারী যাত্রীদের মানসম্পন্ন পরিস্কার এবং তাজা ব্রেকফাস্ট, খাবার এবং জল সরবরাহ করার জন্য উত্তরপূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশনে জনতা খাবার, ইকোনমি মিল এবং জলের স্টল স্থাপন করা হচ্ছে।এই ধারাবাহিকতায়, দূরপাল্লার ট্রেনে যাত্রীদের সুবিধার্থে, বিশেষ করে দ্বিতীয় সাধারণ শ্রেণিতে, ছাপড়া, সিওয়ান, দেওরিয়া সদর, মৌ, ভাটনি, কাপ্তানগঞ্জ, বারাণসী সিটি, বেনারস, বালিয়া, গাজিপুর সিটি, আজমগড়, কাসগঞ্জ, সামনে। পিলিভীত, কনৌজ, ফারুখাবাদ, ফতেহগড়, কাশিপুর, বেরেলি সিটি, বেরেলি, লালকুয়ান, কাঠগোদাম, ভজিপুরা, লখনউ জং, গোরখপুর, গোন্ডা, বস্তি, খলিলাবাদ, বলরামপুর, আইশবাগ, সীতাপুর, বার্হনি, বাদশানগর স্টেশনে সাধারণ শ্রেণীর কোচের সংখ্যা। জনতা মিল, ইকোনমি মিল এবং পানির স্টলও স্থাপন করা হচ্ছে, যাতে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা তাদের কোচের কাছে খাবার ও পানীয় পেতে পারেন।

রবিবার জয়নগরে স্কুল শিক্ষকদের নিয়ে ভোটের প্রশিক্ষন হয়ে গেল

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৫ জুন ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রবিবার জয়নগর ১ নং ব্লকের ভোটের রিটানিং অফিসার তথা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সত্যজিত বিশ্বাসের তত্বাবধানে বহড়ু হাইস্কুলে দুটি পর্যায়ে ভোটের প্রশিক্ষন দেওয়া হলো ভোটের কাজে নিযুক্ত স্কুল শিক্ষকদের।এদিন এই ব্লকের ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শিক্ষকদের এই প্রশিক্ষন দেওয়া হয়।মোট ১১৬০ জন শিক্ষক এদিন এই প্রশিক্ষনে অংশ নেন। প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। কিভাবে ভোট গ্রহন কেন্দ্রে পোলিং ও প্রিসাডিং অফিসাররা ভোটারদের ভোটের কাজে সহায়তা করবে সেই বিষয়ে প্রশিক্ষন দেওয়া হয় এদিন।অন্যদিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রবিবার জয়নগর ২নং ব্লকের ভোটের রিটানিং অফিসার তথা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক মনোজিত বসুর তত্বাবধানে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবনে দুটি পর্যায়ে ভোটের প্রশিক্ষন দেওয়া হলো ভোটের কাজে নিযুক্ত স্কুল শিক্ষকদের।এদিন এই ব্লকের ১০ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শিক্ষকদের এই প্রশিক্ষন দেওয়া হয়।মোট ৭৯৮ জন শিক্ষক এদিন এই প্রশিক্ষনে অংশ নেন। প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। কিভাবে ভোট গ্রহন কেন্দ্রে পোলিং ও প্রিসাডিং অফিসাররা ভোটারদের ভোটের কাজে সহায়তা করবে সেই বিষয়ে প্রশিক্ষন দেওয়া হয় এদিন।

বাঁকড়ায় পোস্টার, দেওয়াল লিখনে কালি দিয়ে ‘চোর’ লিখে তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে অপবাদের চেষ্টা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ জুন ঃ হাওড়ার বাঁকড়ায় পোস্টার এবং দেওয়াল লিখনে কালি দিয়ে ‘চোর’ লিখে তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে অপবাদের চেষ্টা, সাঁকরাইলে বিজেপির প্রচারের ব্যানার বিকৃত করার অভিযোগ। হাওড়ার ডোমজুড় ব্লকের বাঁকড়া - ২ অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা পরিষদের প্রার্থী সামসুল আলম তরফদারের দেওয়াল লিখনে এবং পোস্টারে দেখা গেল কালি দিয়ে নিচে লেখা 'চোর'। এই নিয়ে রবিবার সকাল থেকে বাঁকড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। কে বা কারা এই কাজ করেছে তা নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের হাওড়া সদর জেলার সভাপতি বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ জানান, কেউ বা কারা রাতের বেলায় এই কাজ করেছে। বিরোধী দলের এই কাজ হতে পারে। পুলিশ এর তদন্ত করে দেখবে। পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। দলের তরফ থেকে বলা হয়েছিল কোনও পোস্টারে বা প্রচারে কোনও প্রার্থী নিজের ছবি ব্যবহার করতে পারবেন না। যদিও সামসুল আলম তরফদার তাঁর প্রচারে নিজের ছবি ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়ে কল্যাণ ঘোষ বলেন, প্রার্থী হিসেবে পরিচিতির জন্য সামসুল আলম হয়তো ছবি দিয়েছেন। অন্য কিছুতে ছবি দেওয়া যাবেনা। উল্লেখ্য, এই সামসুল আলম তরফদার বাঁকড়া অঞ্চলের তৃণমূলের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি। পাশাপাশি তিনি বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা পরিষদের প্রার্থী। সামসুল আলমের বিরুদ্ধে এবার পঞ্চায়েতের মনোনযন পর্বের দিন আইএসএফ প্রার্থীকে মনোনয়ন দিতে বাধাদানেরও অভিযোগ উঠেছিল। অন্যদিকে, প্রচারের ব্যানার বিকৃত করার অভিযোগ উঠেছে হাওড়ার সাঁকরাইলেও। থানামকুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পোদরা অরবিন্দ নগর এলাকায় বিজেপির একটি ব্যানার বিকৃত করা হয় বলে অভিযোগ। প্রার্থীর ছবি বিকৃত করা নিয়ে ক্ষুব্ধ বিজেপি তৃণমূলের দিকে সরাসরি অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছে।

মধ্য হাওড়া কেন্দ্রের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রছাত্রীদের রবিবার বিকেলে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী তথা মধ্য হাওড়ার বিধায়ক অরূপ রায়ের উদ্যোগে এদিন হাওড়ার শরৎ সদন (১ নং হলে) কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। ওই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে এদিন উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, বেলুড় মঠের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দজী মহারাজ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এদিন উপস্থিত ছিলেন স্টেট হিউম্যান রাইটস কমিশনের চেয়ারপার্সন তথা কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য।

মাত্র ছ'ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি, ১০ বছর পর বাড়ি গেলেন দেবযানী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুন ঃ প্যারোলে মুক্তি পেলেন সারদাকাণ্ডে অভিযুক্ত দেবযানী মুখোপাধ্যায়। তবে মাত্র ছ'ঘণ্টার জন্য । ফলে ১০ বছর পর রবিবার বাড়ি গেলেন দেবযানী মুখোপাধ্যায়। রবিবার সকাল থেকেই মেয়ের অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর বাবা মোহন মুখোপাধ্যায়সহ গোটা পরিবার।
মঙ্গলবার বাড়ি আসার কথা ছিল দেবযানীর। কিন্তু ওই দিন মামলার শুনানি দিন থাকায় আসতে পারছেন না তিনি। তার বদলে রবিবার বাড়ি ফিরলেন দেবযানী। এদিন সকালে কসবা থানার পুলিশ গিয়ে দেবযানীর ঢাকুরিয়ার বাড়িতে সেই খবর দিয়ে আসে। স্বাভাবিকভাবে মেয়ের অপেক্ষায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে পরিবারের সদস্যরা। অসুস্থ মাকে দেখতে যাওয়ার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন দেবযানী। সেই আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। সারদা মামলায় ২০১৩ সালের ২২ এপ্রিল কাশ্মীর থেকে কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন এবং তাঁর ছায়াসঙ্গী দেবযানী মুখোপাধ্যায়। পরের বছর অর্থাৎ ২০১৪ সালে সারদা টুর অ্যান্ড ট্রাভেলস মামলায় অভিযুক্ত হন দেবযানী। গত ১০ বছরে একাধিকবার জামিনের আবেদন করলেও, জামিন মেলেনি। তিনি রাজ্যের সমস্ত মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়েও আবেদন করেছিলেন। সেই মামলা এখনও আদালতে বিচারাধীন। সেই শুনানির মাঝেই প্যারোলে কয়েক ঘণ্টার জন্য মুক্তি পাচ্ছেন তিনি।

জয়নগর ও বকুলতলা থানার উদ্যোগে প্রশাসনিক বৈঠক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৫ জুন ঃ আগামী বৃহস্পতিবার ইদুজ্জোহাকে সামনে রেখে বিভিন্ন ইমাম, মোয়াজ্জেম ও ইদ কমিটির সদস্যদের নিয়ে এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বৈঠক হয়ে

গেল জয়নগর থানার উদ্যোগে রবিবার সকালে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে । উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জী,এস আই মধুসূদন পাল, এস আই রাজু গুপ্তা সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিকগন।কি ভাবে এই ইদে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয় এদিনের বৈঠকে।এদিনের বৈঠকে ইমাম, মোয়াজ্জেমরা তাদের সমস্যা তুলে ধরেন।জয়নগর থানার পক্ষ থেকে ইদের কোরবানির পর যাতে কোনো সমস্যা তৈরি না হয় সে দিকে নজর দেওয়ার কথা বলা হয়।অন্যদিকে বকুলতলা থানার ওসি তাপস মন্ডল ও এস আই সনাতন কর্মকার সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বকুলতলা থানা ভবনে ইদুজ্জোহাকে সামনে রেখে থানা এলাকার বিভিন্ন ইদ কমিটির সদস্য, ইমাম ও মোহাজ্জেমদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক হয়ে গেল। যাতে ইদের সময়ে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কি করনীয় তা তুলে ধরা হয়।

সরকারি কর্মচারীদের সুরক্ষার জন্য আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি তুললো সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ

সরকারি কর্মচারীদের সুরক্ষার জন্য আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি তুললো সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। রবিবার মঞ্চের পক্ষ থেকে হাওড়া স্টেশন থেকে কলকাতার শহীদ মিনার পর্যন্ত মিছিলের আয়োজন করা হয়। এরপর সভার আয়োজন করা হয়। মঞ্চের আহ্বায়ক জানান, প্রতি বুথে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী না থাকলে ভোট কর্মীরা বুথ থেকে ফেরত চলে যাবেন। কারণ তারা অতীতের (২০১৮ সালের) তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন ভোট করাতে গিয়ে. এক কর্মীর মৃত্যু হয়েছে, আক্রান্ত হয়েছেন অনেক ভোট কর্মী। তার কোনও পুনরাবৃত্তি তারা চাননা। ডিএ নিয়ে শহীদ মিনারে আন্দোলনের ১৫০তম দিন আজকে। মৌলিক দাবি নিয়ে যে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ১৫০ দিন বসে থাকতে হয়, যে সরকার কর্মচারীদের ন্যুনতম চাহিয়া পুরণ করতে পারেনা রাজ্যের মানুষকে কি অবস্থায় রেখেছে তা অনুমেয়। তা মানুষ বুঝতে পারছেন। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সহকর্মীদের হারানোর পাশাপাশি বহু সহকর্মী দুস্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেই কারণে আমাদের দাবি আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটার এবং ভোট কর্মীদের সুরক্ষার স্বার্থে প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নির্বাচন করতে হবে। যে সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে তা অপ্রতুল। এই রাজ্যে ১ দফা নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে। ১ দফা নির্বাচনে প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিতে হলে আড়াই হাজার কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজন। আমরা চাইছি ভোটের দফা বাড়ানো হোক। কোনও বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকলে ভোটকর্মীরা বুথ থেকে ফেরত আসবে।

ট্রেনের বাতিলকরণ ও সময় পুনর্নির্ধারণ

মালিগাঁও, ২৫ জুন ঃ পূর্বরেলওয়ের গুমানি-নিউফারাক্কা জং.-মালদাটাউন সেকশনের জামিরঘাটা স্টেশনে পরিকাঠামো মূলক উন্নয়নের জন্য দুদিনের মেগা পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লকের পরিপ্রেক্ষিতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে অথবা সময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে-ট্রেনের বাতিলকরণ ২৭ জুন, ২০২৩ তারিখেরও না দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৩৬৩ নং (কলকাতা-হলদিবাড়ি) এক্সপ্রেস, ২৮জুন, ২০২৩ তারিখের ও না দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৩৬৪ নং. (হলদিবাড়ি-কলকাতা) এক্সপ্রেস, ১৩০৬৩নং (হাওড়া-বালুরঘাট) এক্সপ্রেস ও ১৩০৬৪ নং (বালুরঘাট-হাওড়া) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।
ট্রেনের সময় পুনর্নির্ধারণ-২৭ জুন, ২০২৩ তারিখে আগরতলা থেকে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৩১৭৪নং (আগরতলা শিয়ালদহ) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেসের সময় ০৮.০৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৪.০৫ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে শিলচর থেকে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৩১৭৬নং (শিলচর-শিয়ালদহ) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেসের সময় ১১.৩৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৪.৩৫ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ২৮ জুন, ২০২৩ তারিখে শিয়ালদহ থেকে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৩১৭৫নং (শিয়ালদহ শিলচর) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেসের সময় ০৬.৩৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ১২.৩৫ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ২৮ জুন, ২০২৩ তারিখে হাওড়া থেকে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৩০৫৩নং (হাওড়া-রাধিকাপুর) কুলিক এক্সপ্রেসের সময় ০৮.৫৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ১২.২৫ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ২৮ জুন, ২০২৩ তারিখে কলকাতা থেকে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৩১৬১নং (কলকাতা-বালুরঘাট) এক্সপ্রেসের সময় ১২.৫৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৩.৫৫ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
২৮ জুন, ২০২৩ তারিখে বালুরঘাট থেকে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৩৪৩২নং (বালুরঘাট নবদ্বীপ ধাম)এক্সপ্রেসের সময় ১৪.৩০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৮.০০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও, ১ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ৫২৫৩৯নং (নিউ জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং) এসি প্যাসেঞ্জার এবং ৪ জুলাই থেকে ১ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ৫২৫৩৮নং (দার্জিলিং নিউ জলপাইগুড়ি) এসি প্যাসেঞ্জার পৃষ্ঠপোষকতার অভাবেরজন্য বাতিল থাকবে।

মদ বিক্রির অভিযোগে ধৃত এক

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৫ জুন ঃ বেআইনি ভাবে মদ বিক্রির অভিযোগে পদুয়া থেকে ধৃত এক জনকে রবিবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।শনিবার রাতে বকুলতলা থানার পুলিশ বকুলতলা থানার পদুয়া এলাকায় বেআইনি ভাবে মদ বিক্রির অভিযোগে মঙ্গল মন্ডল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বকুলতলা থানায় নিয়ে আসে। ধৃতের বাড়ি বকুলতলা থানার গাজিরধল এলাকায়।ধৃতকে রবিবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

কোচবিহার সফরে ১-র পাতার পর

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি ঢলে রয়েছেন বিজেপির দিকে। অপরপক্ষে গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মন রাজবংশী ভাষা একাডেমীর চেয়ারম্যান পদে থাকলেও বর্তমানে রাজবংশী মানুষের উপর তার জোর কমেছে অনেকটা। এমতাবস্থায় একদিকে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল অপরদিকে রাজবংশী ভোট এই দুই কারনকে সামনে রেখেই পঞ্চায়েতের বিতরণী পার হওয়ার জন্য রীতিমতো মাঠে নেমেছে বিরোধীরা। ফলে আগামীকালের মুখ্যমন্ত্রী সভা অন্তত তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রীতিমতো অক্সিজেন যোগাবে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের। যদিও মুখ্যমন্ত্রী এই সভাকে নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীরা। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি তথা বিধায়ক সুকুমার রায় বলেন-ড্যামেজ কন্ট্রোল করতেই কোচবিহারে আসা। তবে তিনি একবার কেন আগামী দশবার আসলেও মানুষ জোট বেঁধেছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দুর্নীতিমুক্ত পঞ্চায়েত গড়তে ভোট দেবেন বিজেপিকে। বারংবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে দিনহাটা সহ কোচবিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা যা অত্যন্ত মাথাব্যথার কারণ প্রশাসনিক মহলে। এমত অবস্থায় আগামীকাল জনসভা থেকে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেন তার অপেক্ষায় সমগ্র কোচবিহারবাসী। ইতিমধ্যে তার জনসভার সভাস্থলের মঞ্চ বাধার কাজ সম্পন্ন এবং আগামীকাল এত মানুষের জনসমাগম হবে যে জাগা দেওয়া হয়তো সম্ভব হবে না এমনটাই জানিয়েছেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।জনগণই আমাদের ক্ষমতা দেয়। এটা ভোলা উচিত নয়। সাধারণ মানুষের ক্ষমতাকে হেলাফেলা করবেন না। ডোন্ট আন্ডার এস্টিমেট দ্য পাওয়ার অফ কমনম্যান। এদিকে, সূত্রের খবর, ভোট আবহে দ্বিতীয়বার রাজ্যপাল রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহাকে তলব করেন রাজ্যপাল। রবিবার বিকেলে দু'জনের বৈঠকের কথা। তবে রাজ্যপাল দাবি করেন, ভোটের সময়ের ব্যস্ততার কথা মাথায় রেখে তিনি রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে তলব করেননি। রাজীব সিনহাই নাকি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চেয়েছিলেন। সেই মতো তিনি সময় দেন। পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে কিছু আলোচনা রয়েছে বলেও জানান রাজ্যপাল। উল্লেখ্য, এর আগে রাজ্যপালকে তলব করলেও ভোটের ব্যস্ততার কথা উল্লেখ করে সাক্ষাত এড়ান রাজ্য নির্বাচন কমিশনার। তার তীব্র সমালোচনাও করেন রাজ্যপাল। এবারও সেই একই ভাবে ঘুরিয়ে রাজ্যকে কটাক্ষ করতে ছাড় দিলেন না।

ডাকা হয়েছে ঃ রাজ্যপাল ১-র পাতার পর

এই আবহেই রবিবার মুখোমুখি হতে পারেন আনন্দ বোস ও রাজীব সিনহা। পঞ্চায়েত ভোটের আবহে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত কার্যত চরমে পৌঁছেছে। নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকে অশান্তি নিয়ে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে। আর এবার রাজ্য সরকারকে কড়া বার্তা দিতে শাহরুখ খানের সংলাপকে হাতিয়ার করলেন তিনি। রবিবার বড়বাজারে বিবেকানন্দ সেবা সম্মান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপালের মুখে উঠে আসে ভোটপর্বের কথা। শাহরুখের বিখ্যাত ‘চেন্নাই এক্সপ্রেস’ ছবির সংলাপ হাতিয়ার করে তিনি বলেন, আপনারা জানেন গ্রামীণ এলাকায় কী চলছে। বাইরে যা হচ্ছে তা সুখকর নয়। মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, নেতা প্রত্যেকে রাজ্যের মানুষের সেবার জন্য। নেতা-মন্ত্রীদের এটা বুঝতে হবে। সাধারণ মানুষের স্বার্থই প্রধান। আমরা তাঁদের প্রতি একমাত্র দায়বদ্ধ। জনগণই আমাদের ক্ষমতা দেয়। এটা ভোলা উচিত নয়। সাধারণ মানুষের ক্ষমতাকে হেলাফেলা করবেন না। ডোন্ট আন্ডার এস্টিমেট দ্য পাওয়ার অফ কমনম্যান। এদিকে, সূত্রের খবর, ভোট আবহে দ্বিতীয়বার রাজ্যপাল রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহাকে তলব করেন রাজ্যপাল। রবিবার বিকেলে দু'জনের বৈঠকের কথা। তবে রাজ্যপাল দাবি করেন, ভোটের সময়ের ব্যস্ততার কথা মাথায় রেখে তিনি রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে তলব করেননি। রাজীব সিনহাই নাকি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চেয়েছিলেন। সেই মতো তিনি সময় দেন। পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে কিছু আলোচনা রয়েছে বলেও জানান রাজ্যপাল। উল্লেখ্য, এর আগে রাজ্যপালকে তলব করলেও ভোটের ব্যস্ততার কথা উল্লেখ করে সাক্ষাত এড়ান রাজ্য নির্বাচন কমিশনার। তার তীব্র সমালোচনাও করেন রাজ্যপাল। এবারও সেই একই ভাবে ঘুরিয়ে রাজ্যকে কটাক্ষ করতে ছাড় দিলেন না।

খড়্গপুর ডিভিশনের ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের কারণে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ২৫ জুনঃ খড়্গাপুর ডিভিশনের খড়গপুর-ভদ্রক সেকশনের বহনগা বাজার স্টেশনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের কারণে ২৬.০৬.২০২৩ তারিখে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিয়ন্ত্রিত হবে। ট্রেন বাতিল
ক্রম না. ট্রেন নং ট্রেনের নাম বাতিল করা হয়েছে ০১।০৮০৩১
বালাসোর-ভদ্রক মেমু স্পেশাল২৬.০৬.২০২৩ ০২।২২৮৬৩
হাওড়া-এসএমভিবি (বেঙ্গালুরু) এক্সপ্রেস ২৬.০৬.২০২৩
০৩.১২২৭৭ হাওড়া-পুরী শতাব্দী এক্সপ্রেস২৬.০৬.২০২৩
০৪.১৮০৪৩ হাওড়া-ভদ্রক এক্সপ্রেস ২৬.০৬.২০২৩
০৫।১৮০২১ খড়গপুর-খুর্দা রোড এক্সপ্রেস ২৬.০৬.২০২৩
০৬.১৮০৩৭ খড়গপুর-জাজপুর কেওনঝার রোড এক্সপ্রেস ২৬.০৬.২০২৩ ০৭।১৮০৪৫ শালিমার-হায়দরাবাদ ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ২৬.০৬.২০২৩ ০৮।২২৮৪১ সাঁতরাগাছি-তাম্বারাম এক্সপ্রেস ২৬.০৬.২০২৩,০৯।১৮০৪৪ ভদ্রক-হাওড়া এক্সপ্রেস ২৬.০৬.২০২৩
১০.১৮০৩৮ জাজপুর কেওনঝার রোড খড়গপুর এক্সপ্রেস ২৬.০৬.২০২৩,১১.১২২৭৮পুরী-হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস ২৬.০৬.২০২৩,১২।০৮০৩২ দ্রক-বালাসোর স্পেশাল ২৬.০৬.২০২৩
১৩.১৮০২২ খুরদারোড-খড়গপুর স্পেশাল ২৬.০৬.২০২৩
১৪.২০৮৩১ শালিমার-সম্বলপুর এক্সপ্রেস ২৬.০৬.২০২৩
১৫।১৮০৪৬ হায়দ্রাবাদ-শালিমার ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ২৬.০৬.২০২৩
১৬.০৭০৪৬ সেকেন্দ্রাবাদ-ডিব্রুগার স্পেশাল ২৬.০৬.২০২৩
১৭।০৭০৩০ সেকেন্দ্রাবাদ-আগরতলা স্পেশাল ২৬.০৬.২০২৩
১৮.২২৮৫৬ তিরুপতি-সাঁতরাগাছি এক্সপ্রেস ২৬.০৬.২০২৩
১৯.২২৮৭৮ এর্নাকুলাম-হাওড়া এক্সপ্রেস ২৬.০৬.২০২৩ ট্রেনের শর্ট টার্মিনেশনশর্ট অরিজিনেশন ১. ০৮০৬৩ খড়গপুর-ভদ্রক মেমু স্পেশাল, ২৬.০৬.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা, বালাসোরে সংক্ষিপ্তভাবে শেষ হবে।২. ০৮০৬৪ ভদ্রক-খড়গপুর মেমু স্পেশাল, যাত্রা শুরু হচ্ছে ২৬.০৬.২০২৩, বালাসোর থেকে সংক্ষিপ্ত হবে। ট্রেনের ডাইভারশন ১. ১৮৪৭৭ পুরী-যোগ নগরী ঋষিকেশ এক্সপ্রেস, যাত্রা শুরু হচ্ছে ২৬.০৬.২০২৩ তারিখে, ঝাড়সুগুদা রোড হয়ে বাঁকানো রুটে চলবে২. ১৮৪৭৮ যোগ নগরী ঋষিকেশপুরী এক্সপ্রেস, যাত্রা শুরু হচ্ছে ২৬.০৬.২০২৩ তারিখে, ঝাড়সুগুদা রোড হয়ে বাঁকানো রুটে চলবে।

সংঘর্ষ দুই মালগাড়ির ১- পাতার পর

ওই ডিভিশনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হতে আরও দুই আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। এদিকে ভোর সাড়ে চারটে থেকে ইন্দ্রবিল স্টেশনে আটকে পড়েছিল আদ্রা-হাওড়া এক্সপ্রেস। পরে ট্রেনটি বাতিল করে আদ্রা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রুট বদল হয়েছে আনন্দ বিহার-পুরি এক্সপ্রেস, পোরবন্দর-সাঁতরাগাছি এক্সপ্রেস, হাওড়া-চক্রধরপুর এক্সপ্রেসের। বাতিল হয়েছে প্রয়াগরা-হাওড়া, আসানসোল-দিঘা, আদ্রা-খড়গপুর, বিষ্ণুপুর-আদ্রা-সহ একটি প্যাসেঞ্জার ও ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস বলে শোনা গিয়েছে। এদিকে ওন্দায় মালগাড়ির দুর্ঘটনা নিয়ে শুরু রাজনৈতিক চাপানউতোর। এই ঘটনার নেপথ্যে তৃণমূল জড়িত থাকতে পারে বলেই হাস্যকর দাবি করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির এই দাবিকে আবার আমল দিতেই নারাজ তৃণমূল। পরপর দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষের আরও সচেতন হওয়া উচিত বলেই মনে করছেন শাসকদলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। চলতি মাসেই বাহানাগা ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে। বাহানাগায় ট্রেন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে হাওড়া থেকে চেন্নাইগামী করমণ্ডল এক্সপ্রেস। প্রাণহানি হয় বহু। তার রেশ কাটতে না কাটতেই বাঁকুড়ার ওন্দায় দু'টি মালগাড়ির ধাক্কা। পরপর দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে কিছুটা সন্দেহপ্রকাশ করেছেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, রেল কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই দেখবে ভারতের কোথাও হচ্ছে না, পশ্চিমবঙ্গে কেন হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর লোকেরা যুক্ত কিনা তদন্ত করে দেখা উচিত।

কলকাতা মেট্রোতে মোট ১৭৮টি এসকেলেটর ইনস্টল করা হয়েছে

কলকাতা, ২৫ জুন ঃ মেট্রো রেলওয়ে যাত্রীদের সুবিধার উন্নতি করতে এবং যাত্রীদের নিরাপদ ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করতে কোনো কসরত রাখে না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই উদ্যোগ গতি পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে, এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে আরও সংখ্যক এসকেলেটর এবং লিফট স্থাপন এই উদ্যোগের সাক্ষ্য। মহাব্যবস্থাপক শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডির দক্ষ নির্দেশনায় লিফট এবং এসকেলেটরের সংখ্যায় এই সংযোজন দ্রুত ঘটছে এবং সিটি মেট্রোতে এখন সমস্ত জোনাল রেলওয়ের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক এসকেলেটর রয়েছে। বর্তমানে, উত্তর দক্ষিণ করিডোর (ব্লু লাইন), পূর্ব পশ্চিম করিডোর (গ্রিন লাইন) এবং বেগুনি লাইনের জোকা-তারাতলা প্রসারিত বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে মোট ১৭৮টি এসকেলেটর চালু করা হয়েছে। ভারতীয় রেলওয়ের যেকোনো জোনে যাত্রী পরিষেবার জন্য এটি সর্বোচ্চ সংখ্যক এসকেলেটর। এই ক্ষেত্রে, পশ্চিম রেলওয়ে তার বিভিন্ন স্টেশনে ১৬৯ টি এসকেলেটর সরবরাহ করে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে এবং মধ্য রেলওয়ে ১৬৮ টি এসকেলেটর দিয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। আরও ১৩টি এসকেলেটর কলকাতা মেট্রোতে চালু হওয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং শীঘ্রই পরিষেবাতে লাগানো হবে। এইভাবে কলকাতা মেট্রোর চালু হওয়া এসকেলেটরের সংখ্যা শীঘ্রই ১৯১-এ উন্নীত হবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ এস্কেলেটরের এই বিশাল বহরটির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণেরও যত্ন নিচ্ছে। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হযেছে এবং কোনো ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অবিলম্বে মেরামত কাজের জন্য কর্মীদের প্রস্তুত রাখা হয়েছে। বেশিরভাগ মেট্রো স্টেশনে উপলব্ধ এই অত্যাধুনিক হেভি ডিউটি এসকেলেটরগুলি আন্তর্জাতিক মান এর সমস্ত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য মেনে চলে। বিশ্বমানের প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা এই আধুনিক এসকেলেটরগুলিতে অক্সিলারি ব্রেক লাগানো থাকে যা রোলব্যাক বা ফ্রি পতনের কোনো সম্ভাবনা থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে থামতে সক্ষম করে। চলার সময় এই হেভি ডিউটি এস্কেলেটরের প্রতিটি ধাপে সর্বোচ্চ দুইজন যাত্রী দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া এই এসকেলেটরগুলো অলস সময়ে থামে বা ধীরে ধীরে চলে। বযস্ক ব্যক্তি এবং শিশুরা এই ভারী শুল্ক এস্কেলেটরে চড়া সুবিধাজনক মনে করবে, কারণ উপরে এবং নীচে আরও সমতল ধাপ যুক্ত করা হয়েছে। এই বিষয়ে, এটি উল্লেখ করা দরকার যে সমস্ত আসন্ন মেট্রো প্রকল্পগুলিতে যাত্রীদের সুবিধার্থে প্রতিটি মেট্রো স্টেশনে এই ধরনের এস্কেলেটর দিয়ে সজ্জিত করা হবে। আগামী দিনে প্রজেক্টেড ফুটফলের কথা মাথায় রেখে, কলকাতা মেট্রোর সমস্ত করিডোরে আরও এসকেলেটর বসানোর জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২০৬ সংখ্যা, সোমবার, ১০ আষাঢ়, ১৪৩০

খোঁজ নেই টাইটান ডুবোজাহাজের

সম্পাদকীয়

টাইটানিক জাহাজের মতো টাইটান ডুবো জাহাজ সাগরের তলায় তলিয়ে গেল বলে অনেকেই মনে করতে শুরু করে দিয়েছেন। সাত ঘন্টা পরে গত রবিবার ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু তা ফিরল না। পাঁচ দিন কেটে গেলও টাইটান ডুবো জাহাজের কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। ঘড়ি বলে দিয়েছে আর সময় নেই। এবার অক্সিজেন শেষ হওয়ার পালা শুরু হয়েছে। একটি ডুবো জাহাজে যতদিন অক্সিজেন ধরে রাখে তার সময় সীমা পার হয়ে গিয়েছে। ফলে টাইটান ডুবো জাহাজে আর অক্সিজেন নেই। তার ফলে সেখানকার অভিযাত্রীদের বাঁচার সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ বলা যেতে পাবে। কিন্তু টাইটান ডুবো জাহাজকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে কোন সময়ে যদি সেটা ডুবে যায় তাহলে আপনি আপনি একটি সময়ে তা সমুদ্রের ওপরে ভেসে উঠবে। সবাই মনে করতে শুরু করে দিয়েছে একটি ম্যাজিক হয়ে যাক। ম্যাজিক দেখানোর একটি সময় থাকে। সেই ম্যাজিক দেখানোর সময় সীমা পার হয়ে গিয়েছে। তবে কোথায় যে টাইটান ডুবো জাহাজটি রয়েছে তার সন্ধান করতে পারছে না। আতলান্তিক মহাসাগরের মধ্যে শব্দ তরঙ্গের সন্ধান তারা পেয়েছে। কিন্তু সেটা পেলে সেই স্থানে তল্লাশি করেও টাইটান ডুবো জাহাজের কোনও চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে না। এদিকে রোবট ডুবুরি পাঠানোর কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে উদ্ধারকারীরা। আমেরিকার উপকূল রক্ষারী বলেছে যে টাইটানিকের আশপাশে আরও কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। তাব সেটা টাইটান ডুবো জাহাজের কিনা তা বলা সম্ভব হয়নি। ফরাসি দেশ থেকে ডুবুরি রোবট এসে উপস্থিত হয়েছে। সেই রোবটকে সমুদ্রের তলদেশে পাঠিয়ে ছবি তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমুদ্রের তলার ছবি শনাক্ত করেই তবে টাইটান ডুবো জাহাজের অস্তিত্ব কোথায় তা বুঝতে পারা সম্ভব হবে। উদ্ধারকারীরা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে তাদের পদে পদে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। কানাডার পূর্বে নিউফাউল্যাণ্ডের উপকূলবর্তী কেপ কড অঞ্চলে প্রায় ১৪৫০ কিলোমিটার জুড়ে তল্লাশির কাজ শুরু হয়েছে। এখানে সমুদ্রের তলদেশে পাহাড় এবং উপত্যকা রয়েছে। তার ফলে সেখানে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে বাধা পাচ্ছে। তারপরে জল অত্যন্ত শীতল। ঠাণ্ডা জল এখানে এতো বেশি জলে পা রাখা একোবরে অসম্ভব। একেবারে বরফ বলা যেতে পারে। প্রবল ঠাণ্ডা এবং হিমবাহ রয়েছে। তার ফলে উদ্ধারকারীরা সাহস করে এগোতে পারছে না। কারণ তাদের অবস্থায় যদি টাইটানিকের মতো হয়ে পড়ে সেই ভয়টা কাজ করছে। সেই কারণে সেখানে রোবট ডুবুরি পাঠানোর কথা ভাবতে শুরু করেছে। মহাকাশে অবস্থিতস্টেশন থেকে ছবি তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবুও তার কোনও সন্ধান করা সম্ভব হচ্ছে না। আমেরিকার, কানাডা এবং ফ্রান্স এখন এক যোগে উদ্ধারের কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকার নৌ সেনারা এতে অংশ গ্রহণ করতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কিন্তু আমেরিকা নৌ সেনা বিভাগ থেকে বলা হয়েছে যদি তারা কোনও সূত্র পান তাহলে ওই উদ্ধারকাজে সহযোগিতা করবে। না হলে তারা এগিয়ে আসবে না। আমেরিকার উপকূল রক্ষীরা সেখানে কাজ করবে।

পাক কাশ্মীরের বাসিন্দারা ভারতীয় হতে চায়

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বকলমে পরিবারতন্ত্র এসে উপস্থিত হতে শুরু করেছে। একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল রাজার ছেলে রাজা হতো। আজকেও বহু দেশে শাসকদের ছেলেরা শাসক হয়ে থাকে। তার মধ্যে উত্তর কোরিয়ার কথা বলতে হবে। ব্রিটেনে রাজতন্ত্র রয়েছে। কিন্তু তারা দেশের মূল শাসনতন্ত্রে নেই। এই ব্যাপারটা দেখ ভাল করে মন্ত্রীসভা। তাদের হাতেই প্রকৃত শাসন ক্ষমতা। তার জন্য রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে হয় না। পার্লামেন্টে রয়েছে। তারা এর দখভাল করে থাকে। ব্রিটেনের পার্লামেন্ট খুবই শক্তি ধরে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট খুবই শক্তিশালী। কিন্তু সেখানে সেনেট রয়েছে। সেনেট প্রয়োজন হলে প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে কাজের কারণ জানতে চাইতে পারে। সেই অধিকার রয়েছে। প্রেসিডেন্ট তখন সেনেটে উপস্থিত হয়ে সদস্যদের সামনে সেই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে। কিন্তু পাকিস্তানে সেটা হওয়ার কোনও উপায় নেই। প্রেসিডেন্ট মুশারফ ছিলেন আগে জেনারেল। পরে তিনি সেনা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। তিনি ভারত বিরোধী ব্যক্তি ছিলেন। দিল্লিতে তাঁর জন্ম। পরে সেখান থেকে তিনি পাকিস্তানে চলে যান। নওয়াজ শরিফ যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি মোদির সঙ্গে সখ্যতা বজায় রেখে চলছিলেন। নওয়াজের সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানে হঠাৎ করে উপস্থিত হয়েছিলেন যা পাক সেনার কর্তারা একেবারে মেনে নিতে পারেননি। তারা গোপনে নওয়াজের বিরুদ্ধে মত দিতে থাকে। জঙ্গিরাও সেনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নওয়াজ শরিফকে একেবারে মক্কায় পাঠিয়ে দেয়। মুশারফের সময়ে জঙ্গিরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই সময়ে যেভাবে সারা পাকিস্তান জুড়ে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ হতে শুরু করে তার দিকে ভারতকে সব সয়ে খেয়াল রাখতে হতো। সেই মুশারফ প্রয়াত হয়েছেন। তিনি আর নেই। পাকিস্তান ক্রমশ আর্থিক দিক দিয়ে বেসামাল হতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের সহযোগিতা চাওয়ার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান। মানসিক সাহায্য পাওয়ার কথা বলতে শুরু করেছে পাকিস্তান। কিন্তু ভারত এখনও এ ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করেছে। পাকিস্তানের যা অবস্থা তাতে তাদের বাজেট করা খুবই মুশকিল হতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বারবার একটি কথা বলেছেন পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতকে ফেরত দিতে হবে। সেটা না করলে কিন্তু পাকিস্তানের আবারও বিপদের মুখে পড়তে হতে পারে। ভারত কোনও সীমান্ত সমস্যা রাখতে চায় না। সীমান্ত সমস্যা থাকার ফলে বহু কোটি টাকা সীমান্ত রক্ষা করতে চলে যাচ্ছে। পাকিস্তানের সঙ্গে এ ব্যাপারে বোঝাপড়া খুবই প্রয়োজন এবং জরুরী হয়ে উঠেছে। এদিকে পাক কাশ্মীরের বাসিন্দারা ভারতে সঙ্গে থাকার কথা ব্যক্ত করতে শুরু করেছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যে শাশুড়ী মা সে কিন্তু তোমার অর্ধেক অঙ্গের মা অর্থাৎ তুমি আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আর মা মানেই জগত জননী সর্বেসর্বা। বৌমা আসলে তার আস্তে আস্তে কর্তৃত্ব হারায়, আবার ছেলেকে হারানোর ভয় থাকে।

স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম চিন্তা

স্বামী বিবেকানন্দ, মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলে জয় আসবে তার উপায় তিনি নির্দ্ধারণ করে দেন। মা সারদা হচ্ছেন মহাশক্তি। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। বিদ্যাং শক্তিদায়িনী। সৎ ধর্ম শক্তিদায়িনী। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা।

'দিল্লি ষড়যন্ত্র'-এর পরিকল্পনায় রাসবিহারী বোস

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

কলকাতা থেকে রাজধানি মোঘল দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা যাতে ব্যর্থ হয় তার জন্য ব্রিটিশ সরকারের ওপরে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন রাসবিহারী বোস। টেগোর গার্ডেনের কেয়ারটেকার (রক্ষক) অতুল চন্দ্র ঘোষের সঙ্গে কথা বলেই রাসবিহারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন চন্দননগরে তাঁকে যেতে বললেন। সেখানে শিরীষচন্দ্র ঘোষ এবং মতিলালা রায়ের সঙ্গে আলাচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। চন্দননগরে এসে দীর্ঘ আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে চন্দননগর থেকে তৈরি করা বোমা নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু তাতে বিপদ বাড়তে পারে। রাস্তায় কোনও রকমভাবে যদি বোমা বিস্ফোরণ ঘটে তাহলে অঘটন সৃষ্টি হতে পারে এবং পুরো পরিকল্পনাটি একেবারে বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্রিটিশ সরকার সতর্ক হয়ে যাবে। বোমা বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ পুলিশ ব্যাপক ধরপাকড় করতে থাকবে। তার পরিবর্তে বোমা তৈরি মালমশলা নিয়ে যাওয়া হবে চন্দননগর থেকে। দেরাদুনেই বোমা তৈরি করা হবে। সেই বোমা দিয়ে আক্রমণ করা হবে। দেরাদুনে আবার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে প্রকাশ্যে দেখতে পাওয়া গেল। তাঁকে দেখে রাসবিহারী মনে শক্তি পেলেন। ব্রিটিশ পুলিশের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে আত্মগোপন করেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। ''In Dehradun, Rash Behari met the man in whom he had an enormous degree of faith. He was Amarendranath Chatterjee, the key individual responsible for keeping Jugantar alive followoing the Government crackdown on Anusilan Samiti. Amarendra had not left the country yet. Amarendra was like his lifeline and RashBehari's confidante. Rash Behari was sure that Amarendra would be proud of his plan. Soon Rash Behari was all set to begin his mammonth rask. In his sheduled room in the garden of Tagore Villa, Rash Behari collected all ingredients needed to make his bomb. One afternoon, when Amarendra visited Rash Behari, he showed off his stash of deedly acids and chemicals. Earlier, Rash Behari had briefed Amarendra about the plan to kill Hardinge and Amarendra had pledged his support. (Two Great Indian Revolutionaries - Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-105-125)'' লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার করতে কর্মঠ বিপ্লবী যুবকদের খুবই প্রয়োজন যাদেরকে কেউ চিনে না। একেবারে অজানা। অপরিচিত। রাসবিহারীর পরিকল্পনাকে সফল করতে মতিলাল দুইজন বিপ্লবী যুবককে পছন্দ করলেন। একজনের নাম বসন্ত বিশ্বাস এবং এপর জনের

নাম হল মন্মথ বিশ্বাস। এরা দুই ভাই। রাসবিহারীর বসন্ত বিশ্বাসকে পছন্দ করলেন। বসন্ত বিশ্বাস খুবই আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ়চেতা এবং ধীশক্তির অধিকারী। ফলে রাসবিহারী চিন্তা করলেন একে দিয়েই কাজ উদ্ধার করা সম্ভব। এই যুবককে দিয়েই পরিকল্পনা সার্থক করে তোলা সম্ভব। বসন্ত বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে দেরাদুনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন রাসবিহারী। অমরেন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে রাসবিহারী বলেন 'Amaredra was correct', replied a happy Rash Behari. You are needed special. Now I am confident that you are the perfect candidate to throw a bomb. Tomorrow we will travel to Dehradun.' Thus, Basanta Biswas, dressed a cook and personal attendent of Rash Behari, reached Dehradun and started to live with him in the outhouse of the Tagore Villa.(Two Great Indian Revolutionaries - Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-105-125) '' ১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর তারিখকে সমানে রেখে প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু হয়ে গেল। অমবেন্দ্রনাথ রাসবিহারীর পাশে থেকে সাহস দিতে শুরু করলেন। তিনি সময় পেলেই রাসবিহারীর সঙ্গে পরিকল্পনা সংক্রান্ত আলোচনা করতে শুরু করে দিতেন। কোথাও কোনও রকম অসুবিধা দেখা যাচ্ছে কিনা তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পাশাপাশি তার সমাধান করার পথও তৈরি করা হতো। এবারে এসে উপস্থিত হলেন ইউনাইটেড প্রভিন্সেসের বিল্পবী সদস্য আমির চাঁদ। তিনি দিল্লিতে একটি ঘর ভাড়া করলেন যেখান থেকে পুরো চাঁদনি চকের রাস্তাটা পরিস্কার দেখতে পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে রাসবিহারী দেরাদুনে পৌঁছে গিয়ে ফরেস্ট ইনস্টিটিউটের ফেলে রাখা সব কাজ সম্পূর্ণ করলেন। মাত্র কয়েকদিনের জন্য ছুটি তাঁকে নিতে হবে। সেই কারণে অফিসের কাজ সম্পূর্ণ করে ছুটির আবেদন করতে মঞ্জুর হয়ে গেল। ছুটি পেয়েই এসে উপস্থিত হলেন দিল্লিতে। সঙ্গে বসন্ত বিশ্বাস। আমির চাঁদ আগে থেকেই ঘর ভাড়া করে সেখানে ছিলেন। এবারে চলল 'ট্রায়াল রান'। চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাশ করার আগে শুরু হয়ে গেল প্রস্তুতি পর্ব। ''It's perfect!' Commented Amir Chand. 'Now, we need to do a trail run.' Yes needed. Shall we go on a little trip Ms Luxmee Bai?' Rash Behari asked and held up a mirror in front of Basanta, who exclaimed on seeing his own new avatar as pretty Desi damsel. That evening, Rash Behari (disguised as a typical Indian Babu) and Basanta (disguised as a young Indian Woman) took a Tonga for a ride across the busy streets of Chandni Chowk, The extra number of security personnel and the ramped-up surveillance clearly displayed the importance of the historic event that was to take place the following day. 'We are all set', said a satisfied Rash Behari. (Two Great Indian Revolutionaries -Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-105-125)'' বেশ কয়েকবার মহড়া হয়ে গেল। তবে যাতে কেউ না বুঝতে পারে তার জন্য দূরত্ব রেখে মহড়া শুরু হয়েছিল। পরিকল্পনাকে সার্থক করার দিন রাসবিহারী র হাতে একটি প্যাকেট দেখা গেল। সেই প্যাকেটের মধ্যে বোমা ছিল। সেই বোমাটিকে শাড়ির আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে রাখার পদ্ধতিটা শিখলেন বসন্ত বিশ্বাস। কীভাবে শাড়ির ফাঁকে বোমা রাখতে হয় এবং পরে তা যেন রাস্তায় পড়ে না যায় তার কৌশল রপ্ত করলেন বসন্ত বিশ্বাস। আমির চাঁদের হাতেও একটি বেমা ছিল। যদি বসন্ত বিশ্বাসের নিক্ষেপ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তাহলে আমির চাঁদ দ্বিতীয় বোমাটি নিক্ষেপ করবেন। কাজে কোনও রকম ফাঁক রাখতে চান না রাসবিহারী। সব কাজ যাতে নির্ভুল হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিলেন। (ক্রমশঃ)

পুতিনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার ভাড়াটে সেনা

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন যেসব ভাড়াটে সেনা নিয়েছিল তারাই এখন ইউক্রেনকে আক্রমণ না করে পুতিনের দিকে বন্দুক তাক করে রেখে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়ার দেশের বেসরকারি আধাসামারিক বাহিনী ওয়াগনার মার্সিনারি গ্রুপ শপথ গ্রহণ করেছে যে রাশিয়া থেকে মিলিটারি শাসন তুলে দেওয়া হবে রাশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে এই বেসরকারি আধা সামরিক বাহিনী সেনারা। তাদের নিশানায় রয়েছে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রুশ প্রেসিডেন্ট হুঙ্কার দিতে শুরু করেছেন বিশ্বাসঘাতক বলে। রাশিয়ার কোনও বেসরকারি সামারিক বাহিনী তৈরি করা একেবারে নিষিদ্ধ। ২০১৪ সালে তৈরি করা হয়েছিল এমন একটি আধা সামরিক বাহিনী যার নাম হচ্ছে ওয়াগনার মার্সিনারি গ্রুপ। সেন্ট পিটার্সবার্গে এদের অফিস রয়েছে। এই আধা সামরিক বাহিনী তৈরি করেছিলেন পুতিন ঘনিষ্ঠ ইয়েভগেনি প্রিগোঝিন। সেই সময়ে পূর্ব ইউক্রেনে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে ওয়াগনার বাহিনী। সেই পুরানো বন্ধু এখন শত্রুতে পরিণত হয়েছে। গতকাল পুতিনকে ক্ষমতাচ্যুত করার হুমকি দেখিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। রাশিয়ার ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস তাড়াতাড়ি প্রিগোঝিনকে গ্রেফতার করার নির্দেশ জারি করেছে। রাশিয়ার থেকে বলা হয়েছে ওয়াগানার সেনারা যেন প্রিগোঝিনের কথা না শোনে। বিদ্রোহ করার অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। এখনই পর্যন্ত ওয়াগনার বাহিনীর সেনারা ইউক্রেন সীমান্ত পার হয়ে রাশিয়ায় প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা থেকে খবর প্রকাশ পেয়েছে যে ওয়াগনার বাহিনীর সেনারা কনভয় এম৪ মোটরওয়েতে করে মস্কোর দিকে এগোতে শুরু করেছে। লিপেৎস্ক অঞ্চল একেবারে জনশূন্যতে পরিণত হয়েছে। রাস্তায় সাধারন মানুষ বের হচ্ছে না। প্রিগোঝিনকে বলা হতো পুতিনের 'শেফ'। কারণ তাঁর একটি ক্যাটারিং ব্যবসা ছিল। বহু সরকারি অর্ডার তাঁর ক্যাটারিং দফতরে যেত। প্রিগোঝিন নিজের ক্ষমতায় প্রচার করতে এসেছেন। তিনি এখন হাতুড়ি নিয়ে বেশ কয়েকজনকে খতম করার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। ওয়াগনার গ্রুপকে 'আন্তর্দেশিয় অপরাধী সংগঠন' বলে আমেরিকা ঘোষণা করেছে। আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল থেকে বলা হয়েছে যে ওয়াগনার সেনা বাহিনীতে প্রায় ৫০ হাজার সেনা

লড়াই করছে। এর মধ্যে রয়েছে ১০ হাজার চুক্তি ভিত্তিক সেনা এবং বাকি ৪০ হাজার সেনা রাশিয়ার জেল থেকে নেওয়া হয়েছে। এক সময়ে ওয়াগনার গ্রুপ রাশিয়ার হয়ে সিরিয়া, লিবিয়া, মালি, সেন্ট্রাল আফ্রিকার দেশগুলিতে লড়াই করেছে। ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধে পূর্ব ইউক্রেনের সাফল্যের মূলে রয়েছে ওয়াগনার গ্রুপের সেনারা। এই বছরের শেষে ওয়াগানারদের সহযোগিতায় রাশিয়া লবণের খনির শহর সোলেডার দখল করে। সেই সময় থেকেই রাশিয়ার পুতিনের সঙ্গে ওয়াগানারের নেতা প্রিগোঝিনের মতপার্থক্য হতে শুরু করে। এরপরেও বাখমুটের যুদ্ধে রাশিয়ার জয় নিয়ে এসেছিল ওয়াগনার। এই সময়ে প্রেগোঝিন অভিযোগ করতে শুরু করে তাদের কাঁধের ওপরে ভর করে রাশিয়া জয় করতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু রাশিয়া সামরিক সরবরাহ করছে না। তার ফলে বহু ওয়াগনার সেনারা মারা পড়তে শুরু করেছে। রাশিয়ার ভুল সিদ্ধান্তের ফলে বহু ওয়াগানার সেনার প্রাণ গিয়েছে। গ্রেগোঝিনি দাবি করেছেন রাশিয়ার সেনারা তাদের ওপরে ক্ষেপনাস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। কোনও প্রমাণ দেখাতে পারেনি। তবুও ওয়াগনার নেতা বলেছেন এর বদলা নেবেন। রাশিয়াতে সেনা নেতৃত্বের অপশাসন বন্ধ করবেন। অপরাধের বিচার হবে। যাদের জন্য ওয়াগনারের হাজার হাজার সেনা মারা গিয়েছে তাদেরকে শাস্তি পেতে হবে। হাজার হজার রুশ সেনাকে হত্যা করেছে। এদিকে প্রিগোঝিনের বার্তাকে সেনা অভ্যুত্থান বলে উল্লেখ করেছে রাশিয়া। এদিকে প্রেগোঝিন বলেছেন এটা সেনা অভ্যুত্থান নয়। বিচারের দাবিতে পথে নামা। আমরা যা করতে চলেছি তার সঙ্গে রাশিয়ার সেনাদের কোনও যোগ নেই। পুতিন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সেই কারণেই পুতিনকে নিরস্ত করা একেবারে অসম্ভব হচ্ছে। ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতার পথকে বেছে নিয়েছেন ওয়াগানার প্রধান গ্রেগোঝিন। যার দাম দিতে হবে। পুতিন এখন সঙ্কটের মধ্যে পড়ে গিয়েছেন। তিনি এখন কোথায় রয়েছেন তা কেউই জানে না। এদিকে আমেরিকার বিশেষ নজর রাখতে শুরু করেছে। তারা বলেছে যে গ্রেগোঝিন পুতিনের হাতে তৈরি করা বেসরকারি আধা সেনাবহিনী। তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন পুতিন। ইউক্রেন আক্রমণ করতে ওয়াগনার বাহিনী সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। মারিয়াপুল অধিকার করেছিলেন ওয়াগনার বাহিনী। এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এ ব্যাপারে কোনও কথা বলেননি। এমনকী ব্রিটেন পর্যন্ত চুপ করে বসে রয়েছে। এদিকে আন্তর্জাতিক মহল থেকে বলা হচ্ছে যে আমেরিকার গোপনভাবে ওয়াগনার বাহিনীর আক্রমণের মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে মস্কোর দিকে। ক্রেমলিনে প্রবেশ করতে পারে ওয়াগনার গ্রুপের সেনারা। এর পিছনে সিআইএর খেলা রয়েছে বলে অনেকেই মনে করতে শুরু করেছে। চিন এ ব্যাপারে কোনও কথা বলছে না। তবে সবাই পরিস্থিতির ওপরে নজর রাখতে শুরু করেছে।

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প

মোল্লা নাসিরুদ্দিনকে সম্রাট আকবর প্রশ্ন করেছিলেন, বিশ্বের সবচেয়ে বিশ্বাসঘাতক কে তা বলতে হবে। রাজসভায় বসে মোল্লা নাসিরুদ্দিন মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন। তিনি সম্রাচ আকবরের কাছ থেকে একদিন সময় চাইলেন। সম্রাট আকবর বলে দিলেন একদিনের বেশি সময় দেওয়া যাবে না। বলতে না পারলে তিনি মোল্লার গর্দান নেবেন। রাজসভায় শেষ হল। নাসিরুদ্দিন ঘরে না ফিরে নদীর তীরে বসে চিন্তা করতে শুরু করলেন। সময় পার হয়ে যায়। রাত গভীর হয়েছে। বাড়ি ফেরার দিকে তাঁর মন নেই। কিন্তু এদিকে বাড়ির এঁটোকেটো খাওয়া কুকুরটা নাসিরুদ্দিন ঠিক সময়ে বাড়ি ফিবছে না দেখে তাঁর খোঁজ করতে শুরু করে দিয়েছে। প্রায় এক মাইল ধরে তাঁর প্রভু মোল্লা নাসিরুদ্দিনকে খোঁজ করতে লেগেছে। রাত গভীর হচ্ছে। নাসিরুদ্দিন বাড়ি ফিরতে পারছে না। চিন্তা করছে কাল সকাল হলেই সম্রাটকে জানতে হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকটি কে? চিন্তা করতে করতে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। রাস্তার এঁটোকাটো খাওয়া কুকুরটা এক মাইল পথ এগিয়ে এসেছে তার প্রভুকে খুঁজতে। দূর থেকে নাসিরুদ্দিনের পায়ের শব্দ পেয়ে ছুটে একেবারে প্রভুর কাছে। প্রভুকে দেখতে পেয়ে আনন্দে লাফাতে শুরু করে দিলেন। নাসিরুদ্দিন কুকুরটাকে বড়ই ভালোবাসতেন। আদর করে তাকে শান্ত করালেন মোল্লা। তারপরে বাড়ির দিতে হাঁটা দিলেন। ঘরে দাওয়াতে গিয়ে দেখতে পেলেন তাঁর দাওয়াতে শুয়ে জামাই নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। হাত মুখ ধুয়ে বসতেই তাঁর বউ জিজ্ঞাসা করলো, কী গো তোমার এত দেরি হল বাড়ি ফিরতে? বৌ এর কথার কোন উত্তর না দিয়ে খেতে বসে গেলেন নাসিরুদ্দিন। তিনি চুপ করে দাওয়াতে বসে রাতের খাবার খেতে শুরু করলেন। এদিকে জামাইয়ের ঘুম ভেঙে গিয়েছে শ্বশুর মশাইয়ের কথা শুনতে পেয়ে। তিনি তো একেবারে শ্বশুর মশাইয়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দূর থেকে প্রণাম করলেন শ্বশুর মশাইকে। জামাই বলতে শুরু করে দিলেন যে আজকের মাছ, মাংস ভালো হয়নি। কেমন যেন গন্ধ গন্ধ লেগেছে। নাসরিরুদ্দিন জামাইয়ের কোনও কথার উত্তর দিলেন না। তিনি চুপ করে জামাইয়ের কথা শুনে গেলেন। এদিকে ঘেঁয়ো কুকুরটা প্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে দূরে বসেছিল। মোল্লা তাঁর খাবারের পাতের থেকে এঁটো খাবার দিতেই চুপ করে কুকুরটা খেতে শুরু করলো আর প্রভুর দিকে একবার করে কৃতজ্ঞতায় তাকাতে থাকলো। তারপরে সকাল বেলায় জামাই ও কুকুরটাকে সঙ্গে করে নিয়ে একেবারে রাজসভায় উপস্থিত নাসিরুদ্দিন। তিনি সম্রাটকে বললেন, জাহাপানা, আমি বিশ্বের সবচেয়ে সেরা বিশ্বাসঘাতককে পেয়েছি? কে সেই বিশ্বাসঘাতক- বললেন সম্রাট। মোল্লা উত্তর দিলেন, আমার জামাই সবচেয়ে সেরা বিশ্বাসঘাতক। বাজার থেকে সেরা মাছ আর মাংস নিয়ে এসেছিলাম জামাই বাড়িতে আসবে শুনে। বেশি টাকা দিয়ে বাজারের ভালো মাছ আর মাংস কিনে নিয়ে এসেছিলাম জামাইয়ের জন্য। আগে সব খেয়ে নিয়ে সে কিনা বলল, মাংস মাছটা ভালো হয়নি। আর রাস্তার এঁটোকাটা খাওয়া কুকুরটা আমার পাতের খাওয়া খাবার খেয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানতে থাকলো। সম্রাট বললেন, জামাইকে শূলে দিতে হবে। সিপাই শূল তৈরি করো। তখন নাসিরুদ্দিন সিপাইকে বললেন, তিনটে শূল করতে হবে। প্রথমটি সোনার, দ্বিতীয়টি রুপোর এবং তৃতীয়টি ব্রোঞ্জের। সম্রাট পরদিন মোল্লাকে আর জামাইকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে শূল স্থানে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন সেখানে তিনটে শূল। সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন, তিনটে শূল কেন? উত্তরে নাসিরুদ্দিন বললেন, জাহাপানা সোনার শূলটা আপনার জন্য। রুপোর শূলটা আমার জন্য আর ব্রোঞ্জের শূলটা আমার জমাইয়ের জন্য। সম্রাট রেগে গিয়ে বললেন, আমি কেন শূলে যাবো? মোল্লা উত্তর দিলেন, জাহাপানা অপরাধ নেবেন না। আমরা সবাই তো কারোর না কারোর জামাই। তাই এখানে তিনজন জামাইয়ের জন্য তিন রকম শূল তৈরি করা হয়েছে। সোনার শূলটা আপনার জন্য রূপোর শূল্যটা আমার জন্য। আর আমার জামাইয়ের জন্য ব্রোঞ্জের শূলটা। সম্রাট চুপ করে গেলেন। কথার উত্তর দিতে পারলেন না। পুরস্কৃত করলেন মোল্লা নাসিরুদ্দিনকে।

হেরিটেজ

মথুরা বিশ্বাসের পুজো

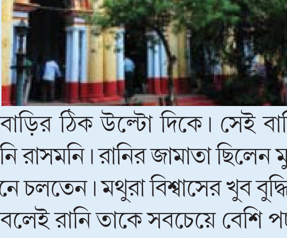

রানি রাসমনির বাড়ির ঠাকুর বাড়ির পুজো এখন তিনটিভাগে বিভক্ত। হাজরাদের একটি পুজো হয়। সেটা রানি রাসমনি পুজো করতেন। আর একটি পুজো হয় কুশল চৌধুরীদের পুজো। মথুরা বিশ্বাসের পুজো হয় জানবাজারের রানি রাসমনির বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে। সেই বাড়িটি তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন রানি রাসমনি। রানির জামাতা ছিলেন মুথরা বিশ্বাস। মথুরা বিশ্বাসের কথা শুনে চলতেন। মথুরা বিশ্বাসের খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন বলেই রানি তাকে সবচেয়ে বেশি পচ্ছন্দ করতেন। রানি রাসমনির কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। সেই কারণে জামাতা মুথরা বিশ্বাসকে নিজের পুত্রের মতো ভালোবাসতেন। জামাতা মথুরা বিশ্বাস সব সময়ে রানির কাছে থাকতেন। এবং রানির কথা মতো চলতেন। রানি রাসমনি যা বলতেন তাই তিনি করতেন। তিনি রানি রাসমনিকে নিজের মায়ের মতো ভালোবাসতেন। ফলে রানি রাসমনি তাকে একটি বিশাল বাড়ি তৈরি করে দিয়ে যান ঠিক তাঁর বাসভবনের বিপরীত দিকে। রানি প্রয়াত হওয়ার পর মথুরা বিশ্বাসের বংশধরেরা তাদের বাড়িতে দুর্গা পুজোর করার আয়োজন শুরু করে। জানা গিয়েছে প্রায় কয়েক বছর পর মথুরা বিশ্বাস এর বাড়িতে দুর্গা পুজোর আয়োজন হয়। আবার কুশল চৌধুরীর বাড়িতে দুর্গা পুজো হয়। রানি রাসমনির বাড়ি ভাগ হওয়ার ফলে এখন তিনটি পুজোর আয়োজন হয়েছে। একটি হাজরা পরিবারের দুর্গা পুজো। আর একটি চৌধুরীদের দুর্গা পুজো এবং শেষটি বিশ্বাসদের বাড়ির দুর্গা পুজো। তবে সবাই পুজোর সময়ে সব রানি রাসমনির বংশ ধরেরা এর ওর বাড়িতে গিয়ে থাকে। তিন বংশের মধ্যে অন্য সময়ে কতাবার্তা বেশি না থাকলেও কিন্তু পুজোর সময়ে বেশি আনন্দ দেখতে পাওয়া যায়। হাজরা, চৌধুরী এবং বিশ্বাস বংশধরদের মধ্যে পুজোর সময়ে আতিথ্যেতা দেখতে পাওয়া যায়।

শতাব্দীর হুঁশিয়ারি

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ২৫ জুন ঃ বিদ্রোহ করে যারা নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তাঁদের দলে ফেরার পথ এক প্রকার বন্ধ। রবিবাসরীয় প্রচারে এমনই বার্তা দিলেন বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায়। এদিন সিউড়ি ১ নং ব্লকের মল্লিকপুর ও কড়িধ্যায় দলীয় প্রচারে ছিল সাংসদ শতাব্দী রায়রে। সিউড়ি ১ নং ব্লকের করিধ্যা অঞ্চলের করিধ্যা তেঁতুলতলা হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়ে এদিন নির্বাচন প্রচার শুরু করেন বীরভূম লোকসভা সাংসদ শতাব্দী রায়। প্রচারে বের হয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বড় দল। বড় সংগঠন। কোথাও কোথাও এমন বিক্ষুব্ধ কেউ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত, নির্দল প্রার্থীরা জিতে এলেও, তাদের আর দলে নেওয়া হবে না। তিনি বলেন, দশ জনের নাম পাঠানো হলে, দশজন তো প্রার্থী হবে না। মানছি, মন খারাপ হবে। এটা সবারই হয়। কিন্তু বুঝতে হবে, একজনই তো প্রার্থীপদ পাবে। দলকে ভালোবাসলে, দল যে প্রার্থীকে মনোনীত করেছে, তার হয়েই প্রচার করবেন তিনি। কিন্তু তা না করে, তিনি যদি মনে করেন, পরে দল তাকে ফের নেবে, তাহলে ভুল ভাবা হচ্ছে। নির্দল হয়ে জিতে এলেও, তৃণমূল কংগ্রেস তাকে আর দলে নেবে না। আগে যা হয়েছে, তা হয়েছে। তার পুনরাবৃত্তি হবে না। পাশাপাশি, এদিন তিনি রাজ্যপাল সম্পর্কে বলেন, রাজ্যপালকে তার এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। নিজের কাজ ছাড়াও তাঁকে বিজেপির কাজ করতে হচ্ছে। কাজ না করলে, বিজেপি তাঁর কাছ থেকে কাজের হিসেব চাইবে।

আক্রান্ত তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ জুন ঃ গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের প্রার্থীর ভাই আক্রান্ত। অভিযোগের তীর উঠল কংগ্রেস প্রার্থী ও তার দল বলের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত তৃণমূল প্রার্থীর ভাই চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে শনিবার রাতে মালদা জেলার বৈষ্ণব নগর থানার শাহাবানচক গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন শ্রীকোন্তি এলাকায়। আক্রান্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কর্মীর ভাই আমির উদ্দিন মিঞা (৩২) চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেলে। অভিযুক্তরা হল কংগ্রেস প্রার্থী তৈমুর শেখ, মতিন শেখ, ইমাদুল শেখ সহ তার দলবল। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় গতকাল রাতে বাড়িতে ঢুকে তৃণমূল প্রার্থী হাবিব শেখের ভাইকে কংগ্রেসে আসার চাপ দেয় কংগ্রেস প্রার্থী তৈমুর শেখ সহ তার দলবল। কংগ্রেসে যেতে রাজি না হওয়ায় আমির উদ্দিনকে বেধড়ক মারধোর করে বলে অভিযোগ। আমির উদ্দিন অভিযোগ করে জানান প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল এবং সেই আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে আঘাত করে অভিযুক্তরা। তার চিৎকারে সেইখান থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। তারপরে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে আমির উদ্দিনকে। এই বিষয়ে কংগ্রেস প্রার্থী তৈমুর শেখ সহ তার দল বলের বিরুদ্ধে বৈষ্ণবনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

খুনের তদন্তে সিট

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৫ জুন ঃ পুরুলিয়ার আড্রা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ধনঞ্জয় চৌবে খুনের ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করল পুলিশ। পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই তদন্ত করবে সিট। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দলীয় পার্টি অফিসে গুলি করে খুন করা হয় আড্রা শহর তৃণমূলের সভাপতি ধনঞ্জয়কে। সেই ঘটনার চার দিনের মাথায় তৈরি হল সিট। পুলিশ সুত্র জানা গিয়েছে, সিটের নেতৃত্বে পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার ছাড়াও অন্যান্য সদস্য হলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অন্নান কুমার ঘোষ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অভিযান) চিন্ময় মিত্তল এবং রঘুনাথপুরের এসডিপিও অবিনাশ ভীমরা। ঘটনার দিন থেকেই জেলা পুলিশের তদন্ত নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করে আসছিলেন নিহত তৃণমূল নেতার পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের একাংশ। এই আবহে শনিবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কথা বলেন ধনঞ্জয়ের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। রবিবার ধনঞ্জয়ের আড্রা গ্রামের বাড়িতে পৌঁছন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। এবার এই খুনের ঘটনায় গঠিত হল বিশেষ তদন্তকারী দল।

জগন্নাথের ৫৬ ভোগে আন্তর্জাতিক আয়োজন

দেবাশিস কংশবণিক, মায়াপুর, ২৫ জুন ঃ গাজরের হালুয়া, পাস্তা থেকে পায়েস, পিৎজা থেকে পুষ্পান্ন কিংবা পুডিং থেকে পান্তুয়া। বিস্কুট থেকে বাতাসা, কেক থেকে কচুরি। চাউমিন থেকে চপ। জগন্নাথ দেবের ৫৬ ভোগের তালিকায় দেশি-বিদেশি হাজারো ব্যঞ্জনের এমনই সহাবস্থান ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুর ইসকন মন্দিরে অস্থায়ী মাসির বাড়িতে। বিশেষ করে মায়াপুর ইসকন মন্দিরে জগন্নাথের ভোগে জন্য এমন দেশি-বিদেশি ব্যঞ্জনের আন্তর্জাতিক আয়োজন খুব কম জায়গাতেই দেখা যায়। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়েছে বিশেষ পুজো পাঠ। যা চলবে আগামী বুধবার পর্যন্ত। বুধবার উল্টো রথযাত্রায় মায়াপুর ইসকন মন্দিরের অস্থায়ী মাসির বাড়ি থেকে ভগিনী সুভদ্রা ও ভ্রাতা বলভদ্রকে নিয়ে ইসকন পরিচালিত রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে ফিরে যাবেন জগন্নাথদেব। রথযাত্রা উপলক্ষে নবদ্বীপ ও মায়াপুরের মঠমন্দির গুলি এই ক'দিন রকমারি ভোগের প্রস্তুতিতে ব্যস্ততা থাকে তুঙ্গে। এখানে বহুমন্দিরেই জগন্নাথের মাসির বাড়ি বা গুন্ডিচা নেই। যেমন, মায়াপুরে ইসকনের চন্দ্রোদয় মন্দিরে জগন্নাথদেব আসেন প্রায় পাঁচ কিমি দূরের রাজাপুরের জগন্নাথ মন্দির থেকে। প্রাচীন এই জগন্নাথ মন্দিরটি একদা ছিল ফটিক চট্টোপাধ্যায়ের। পুত্রসন্তানহীন চাটুজ্যেমশাই তাঁর মেয়েদের বিয়ের পর জগন্নাথের সেবাপুজোর ভার ইসকনের হাতে তুলে দেন। সেই জীর্ণ মন্দির সংস্কার করে ইসকন জগন্নাথের নিত্যসেবা এবং সাড়ম্বরে রথের আয়োজন করছেন নয়ের দশক থেকে। মায়াপুরে ইসকন চন্দ্রোদয় মন্দিরে অস্থায়ী ভাবে গুন্ডিচা তৈরি করে এবং ভক্তদের উপস্থিতিতে গত মঙ্গলবার রথযাত্রার দিন থেকে চলছে জগন্নাথ দেবের বিশেষ পুজোপাঠ। মায়াপুর ইসকন চন্দ্রোদয় মন্দিরের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, গত মঙ্গলবার লক্ষাধিক ভক্ত সমাগমে মায়াপুর ইসকন পরিচালিত রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির থেকে ভগিনী সুভদ্রা ও ভ্রাতা বলভদ্রকে নিয়ে ভগবান জগন্নাথদেব মায়াপুর ইসকনের অস্থায়ী মাসির বাড়িতে আসেন। আগামী বুধবার উল্টোরথ পর্যন্ত আট দিন বিশেষ পুজোপাঠ ও দেশি-বিদেশি বিভিন্ন পদ দিয়ে ৫৬ ভোগ নিবেদন করা হয়। তিনি এও জানান, নামেই ৫৬ ভোগ, আদতে দেড় শতাধিক পদের আয়োজন থাকে। একেবারে দেশি-বিদেশি পদের আন্তর্জাতিক আয়োজন। মায়াপুরে স্থানীয় ভক্তদের মধ্যে একটা প্রথা চালু আছে, রথের এই ক'দিন ভক্তরা বাড়ি থেকে শুদ্ধাচারে নানা পদ রান্না করে জগন্নাথের জন্য নিয়ে আসেন। প্রতি দিন মধ্যাহ্নের ভোগে তা নিবেদন করা হয়

জগন্নাথকে। এ জন্য ইসকনের তরফে গুন্ডিচার এক পাশে কয়েক হাজার মাটির হাঁড়ি রেখে দেওয়া হয়। সকালে ভক্তরা সেই হাঁড়ি নিয়ে যান। তার পর বাড়িতে নিজেদের পছন্দ মতো পদ রান্না করে দুপুরে ওই হাঁড়িতে করেই জগ্ননাথ দেবকে নিবেদন করেন। প্রতিদিন এমন হাঁড়ির সংখ্যা হাজার ছুঁয়ে যায়। রসিক গৌরাঙ্গ দাসের কথায়, প্রতি দিন ভোর সাড়ে চারটে থেকে শুরু হয়ে যায় ইসকনে ভোগের আয়োজন। মোট চল্লিশ জন নানা দেশের বাসিন্দা নানা ধরনের পদ রান্না করতে শুরু করেন। বেলা বারোটার মধ্যে সব কিছু তৈরি হয়ে যায়। বিদেশি ভক্তরা পিৎজা, পাস্তা, পুডিং, কেক, চাউমিন এবং নানা ধরনের বিস্কুট তৈরি করেন জগন্নাথ দেবের জন্য।

বিজেপির ফ্লেক্স ছেঁড়ায় উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৫ জুন ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া হিলি ব্লকের মুলাহাটে বিজেপির ফ্লেক্স ছিঁড়ে ফেলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। আজ সকালে ঘটনার কথা জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন স্থানীয় বিজেপির প্রার্থী সহ একাধিক নেতৃত্ব। এরপর খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। কে বা কারা এ কাজ করেছে তা জানা যায় নি। এই আসনটি বিজেপির জেতা আসন এবং গত ইলেকশনে তারা জয়লাভ করেছিল। তাই বিজেপিকে ভয় পেয়ে এমন কাজ দুষ্কৃতীরা করেছে, বলে বিজেপি নেতৃত্বের অনুমান। এর পাশাপাশি ঘটনাস্থলে হাজির হয় হিলি থানার পুলিশ এবং পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা যায়। এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা থেকে সকলেই তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। পূর্বে এরকম ঘটনা এই এলাকায় কখনোই হয়নি। তাই ভোটের আগে বিজেপির ফ্লেক্স ছিঁড়ে ফেলার এমন ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে মুলাহাটসহ হিলিজুড়ে। উল্লেখ্য গতকাল হিলি ব্লকের তিন নম্বর ধলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের লালপুর এলাকায় বিজেপির ফ্লেক্স ছিঁড়ে ফেলায় উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। আজ আবার মুলাহাট গ্রামে এমন ঘটনায় চিন্তিত বিজেপি নেতৃত্ব সহ সাধারণ সমর্থক। অবশ্য এই বিষয়টিকে বিরোধীরা তীব্র ভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার কথাও তারা জানিয়েছেন। এ বিষয়ে তৃণমূল ও আরএসপির প্রার্থীরা জানান, যারা এ কাজ করেছে,অন্যায় করেছে। অন্যদিকে হিলি মন্ডলের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ মাহাতো জানিয়েছেন, আমরা বিষয়টি জেনেছি এবং পুলিশকে জানিয়েছি। পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ শুরু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ জুন ঃ শনিবার বিকেল থেকেই জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত সহ বিভিন্ন এলাকায় ভোট দাতাদের মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে রুট মার্চ শুরু করলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত জমিদার পাড়া থেকে এদিন পায়ে হেঁটে এলাকায় টহল দিতে দেখা গেলো অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। পথ চলতি সাধারন মানুষের কাছে গিয়ে নির্ভয়ে যাকে ইচ্ছে ভোট দেবার কথা বলার পাশাপাশি যে কোনরকমের সমস্যা বা ভয় পেলেই ফোন করার মরামর্শ দিতে দেখা গেলো জওয়ানদের। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা রাস্তায় হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য দেখে ভরসা পেয়ে জমিদার পাড়ার ভোটদাতা প্রফুল্ল বর্মন জানান, এখন তো বলাই মুশকিল কি যে হয়, তবে ভোটটা শান্তিপূর্ন ভাবে হোক এটাই চাই। এদিকে ৮ জুলাই ত্রি স্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সকাল-দুপুর জোর কদমে চলছে ভোট প্রচারের কাজ। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস পিছিয়ে নেই ভোট প্রচারেও। মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট না চেয়ে চাইছেন তাদের আশীর্বাদ। এলাকার উন্নয়ন অনেকটাই হয়েছে তাই তৃণমূল প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন মনে করছেন তারা।

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows.

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
48/GPW/ WBFDC/ 2023-24 (2nd Call)	Creation and maintenance of Plantation at Gobra Barial Ground-1, Over 2 Ha. During the year 2023-24.	26.06.2023 (10.00 AM)	03.07.2023 (05.00 PM)
49/GPW/ WBFDC/ 2023-24 (2nd Call)	Creation and maintenance of Plantation at Gobra Barial Ground-2, Over 2 Ha. During the year 2023-24.		
50/GPW/ WBFDC/ 2023-24 (2nd Call)	Creation and maintenance of Plantation at Gobra Barial Ground-3, Over 2 Ha. During the year 2023-24.		
88/GPW/ WBFDC/ 2023-24	Supply of Plants at Eden Garden Nursery under NCAP Scheme, URF Division during the Year 2023-24		
89/GPW/ WBFDC/ 2023-24	Creation with Three year maintenance for Avenue Plantation at Maidan Ground Different Location over 13 Km. during the year 2023-24	26.06.2023 (10.00 AM)	10.07.2023 (05.00 PM)

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে গেলেন সায়ন্তিকা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৫ জুন ঃ বাঁকুড়ার ওন্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়িতে ধাক্কা মারল অপর মালগাড়ি। ভয়াবহ দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে গেলেন টলিউড অভিনেত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ভোরে বাঁকুড়ার ওন্দায় লুপ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়িকে পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা মারে বিষ্ণুপুরগামী অন্য একটি মালগাড়ি। ধাক্কার তীব্রতায় একটি মালগাড়ির ইঞ্জিন অন্যটির উপর উঠে পড়ে। ট্র্যাক থেকে ছিটকে পড়ে মালগাড়ির ১২টি কামরা। বাহানাগার স্মৃতি উসকে এমন কাণ্ড ঘটার খবর পেতেই সেখানে পৌঁছন টলিউড অভিনেত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী সায়ন্তিকা। রেল দুর্ঘটনাস্থল ঘুরে দেখলেন রাজ্য তৃণমৃলের সাধারণ সম্পাদিকা। খবর নেন কেউ আহত হয়েছেন কিনা। ঘটনাস্থলের ছবি তুলে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে ট্যাগ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। রেল আধিকারিক ও আরপিএফ-এর সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হতে কত সময় লাগবে সেই নিয়েও খোঁজ খবর নেন। পরে সংবাদমাধ্যমে সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এখনই দায় কার বলা মুশকিল। তবে যান্ত্রিক ত্রুটি তো নিশ্চিত ছিল। নইলে লুপ লাইনে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সেখানে আরও একটা ট্রেন কী করে আসে! কিছু তো সমস্যা হয়েছে। এখন সবার প্রথমে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে বলে তিনি জানান। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে বাঁকুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন অভিনেত্রী। কিন্তু ওই আসনে তাঁকে হারিয়ে জয়ী হন বিজেপির পোড় খাওয়া নেতা তথা বিজেপি প্রার্থী নীলাদ্রি শেখর দানা। ভোটে হার হলেও নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে সক্রিয় সায়ন্তিকা। এদিনও দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে যেতে দেখা গেল তাঁকে। উল্লেখ্য, এই দুর্ঘটনার জেরে একাধিক ট্রেন বাতিল ও একাধিক ট্রেনের রুট বদলে দেওয়া হয়েছে। আপ লাইনে ধীরে ধীরে কয়েকটি ট্রেন পাস করানো হলেও, ডাউন লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিক করতেও চলছে কাজ। কী কারণে এই দুর্ঘটনা খতিয়ে দেখতে তদন্ত করছে রেল। আদ্রা ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার মণীশ কুমারের দাবি, প্রাথমিক তদন্তের পর মনে হচ্ছে মালগাড়ির চালক ঘুমিয়ে পড়ায় সিগন্যাল দেখতে পাননি।

সব আসনে প্রার্থী দিতে ব্যর্থ বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ জুন ঃ এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির আসনে প্রার্থী দিতে পারলো না বিজেপি। এজন্য শাসকদল তৃণমূলের ভয়-ভীতি দেখানো ও সন্ত্রাসকেই দায়ী করেছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও বিজেপির এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে পাল্টা দাবি করেছে তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। তিনি বলেন, বিজেপির কোনও মুখ নেই, যাতে ওরা সব আসনে প্রার্থী দেবে। প্রার্থী না পেয়ে এখন তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দায় এড়াতে চাইছে বিজেপি নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৪৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩২১৬টি আসনের মধ্যে ১৮১০টি আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছে বিজেপি। অর্থাৎ ১৪০৬ টি আসনে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রার্থী দিতে পারে নি বিজেপি। এছাড়াও মালদার ১৫ টি পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন সংখ্যা ৪৩৯। সেখানে ৩১৭টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি। বাকি ১২২টি আসনে প্রার্থী দিতে পারে নি জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। আর এই নিয়েই শুরু হয়েছে এখন রাজনৈতিক বিতর্ক। তবে মালদা জেলা পরিষদের মোট ৪৩টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি। যাদের মধ্যে কয়টি আসনে সংখ্যালঘু প্রার্থী রয়েছে বলে জানিয়েছে উত্তর মালদার বিজেপি দলের সাংসদ খগেন মুর্মু। এদিকে মালদায় বিজেপির প্রার্থী পদে এত বিপুল পরিমাণ আসন ফাঁকা থাকায় দলের অন্দরে চরম সমালোচনা শুরু হয়েছে। বিজেপির একাংশ নেতৃত্বের বক্তব্য, আসলে এবারের প্রার্থী দাঁড় করানো নিয়ে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব কোনোরকম মনযোগই দেয় নি। বিভিন্ন বুথস্তরে মিটিং করা এবং জনসংযোগ বাড়ানোর ব্যাপারেও অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। তারজন্য গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী দাঁড় করানো নিয়েই এতটাই সমস্যায় পড়তে হয়েছে। যদিও এবারে বিরোধী দল বলতে বিজেপির যেভাবে নিজেদের স্থান বজায় রেখেছে, সে ক্ষেত্রে মালদা জেলায় এত বিপুল পরিমাণ গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রার্থী দিতে না পারায় এখন দলের জেলা নেতৃত্বের একটা বড় অংশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। বিজেপির উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, অনেক জায়গায় জোর করে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের প্রার্থীদের ভয় দেখানো হয়েছে। মারধর করা হয়েছে। শাসক দল তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে অনেক গ্রামস্তরের নেতা-কর্মীরা ঘরছাড়া হয়ে রয়েছে। প্রাণভয়ে অনেকেই প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও তারা দাঁড়াতে পারেন নি। এই জন্যই এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩২১৬ টি আসনের মধ্যে আমরা মাত্র ১৮১০টি আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছি। একইভাবে পঞ্চায়েত সমিতির ৪৩৯ টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৩১৭ টি আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছে। ১২২টি আসনে প্রার্থী দেওয়া সম্ভব হয় নি। এর মূল কারণ হচ্ছে তৃণমূলের সন্ত্রাস এবং ভীতি প্রদর্শন। তবে যতগুলি আসনে বিজেপি প্রার্থী দিয়েছে, সেইসব ক্ষেত্রে জয়ের সম্ভাবনা প্রবল। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, আসলে ওদের কোনও প্রার্থী নেই। যার কারণে সমস্ত আসনে প্রার্থী পদ পূরণ করতে পারে নি বিজেপি। এখন নিজেদের দোষ ঢাকতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। আমাদের এখন একটাই লক্ষ্য, ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েত বিরোধী শূন্য করা।

উদ্ধার ব্যবসায়ী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ জুন ঃ অপহৃত হওয়ার ২২ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। রবিবার ভোর ৪টা নাগাদ শিলিগুড়ির শালুগাড়া এলাকা থেকে প্রভাকর সিং ওরফে দীপক নামে ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার দীপককে অপহরণ করার পর উত্তরবঙ্গ সহ বিহারের ঠাকুরগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এদিকে ব্যবসায়ীর পরিবারের কাছে ৩ কোটি টাকা মুক্তিপণ চেয়ে ফোন আসে। ব্যবসায়ীর পরিবার আপাতত ৬০ লক্ষ দিতে রাজি হয়। শনিবার রাতে শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড়ে সেই টাকা নিয়ে হাজির হন পরিবারের লোকজন। তবে আশপাশে পুলিশ রয়েছে বলে টের পেয়ে যায় অভিযুক্তরা। তাই তারা মুক্তিপণ নিতেও আসেনি। এরপরই রবিবার ভোর ৩টে নাগাদ লোকেশন ট্র্যাক করে পুলিশ জানতে পারে, শালুগাড়া এলাকায় রয়েছে অভিযুক্তরা। পুলিশ এলাকায় হানা দিলে ব্যবসায়ীকে ফেলে পালায় অভিযুক্তরা।

আবাস যোজনার ঘর পেতে দেওয়া টাকা চেয়ে অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ জুন ঃ আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রায় ৪০০ মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান। মেয়াদ ফুরালেও তাদের কেউই পাননি ঘর। এর পর টাকা ফেরতের দাবিতে পথ অবরোধে সামিল হলেন কয়েকশ' মানুষ। বরিবার সকালে বুধিয়া বাস স্ট্যান্ড অবরোধ করেন তারা। পুলিশ এসে বুঝিয়ে অবরোধ তোলে। মালদার ইংরেজ বাজার ব্লকের নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান মজিবুর রহমান আবাস যোজনার ঘর দেওয়ার নাম করে এলাকার প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ পরিবারের কাছ থেকে নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ, কারও কাছ থেকে ১০ হাজার, কারও কাছ থেকে ২০-২৫ হাজার টাকা নিয়েছেন প্রধান ও প্রধানের ছেলে। প্রায় আড়াই বছর আগে টাকা নিলেও এখনো বাড়ি পাননি কেউ। ওদিকে পঞ্চায়েতের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছে। টাকা ফেরতের দাবিতে প্রথমে প্রধানের বাড়ি ঘেরাও করেন তাঁরা। তার পরেও প্রধান টাকা ফেরত দিতে না চাওয়ায় পথ অবরোধ করেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে টাকা ফেরত দিতে হবে বিদায়ী প্রধানকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ। তাঁরা বিষয়টি নিয়ে বিডিও ও জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দেন। এর পর অবরোধ ওঠে। ব্যস্ত সময় শহরের ওই রাস্তায় অবরোধের জেরে যানজট তৈরি হয়। এদিকে ভোটের মুখে ঘটনাটি নিয়ে জেলার রাজনৈতিক মহলে শোরগোল তৈরি হয়েছে। বিরোধীরা ঘটনাটি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ছেন না।

ফের উদ্ধার বোমা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৫ জুন ঃ ফের মুর্শিদাবাদে বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। রবিবার সকালে রঘুনাথগঞ্জের জেঠিয়া এলাকায় পুকুর পাড়ে বাগানের মধ্যে একটি ব্যাগে ১০টির মতো বোমা দেখতে পান স্থানীয়রা। পঞ্চায়েত ভোটের আগে অশান্তি বাধাতেই বোমা মজুত করা হচ্ছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। এদিন সকালে জেঠিয়া এলাকায় পুকুর পাড়ে বাগানের মধ্যে একটি ব্যাগে ১০টির মতো বোমা দেখতে পান স্থানীয়রা। আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা রঘুনাথগঞ্জ থানায় খবর দেন। পঞ্চায়েত ভোটের আগে অশান্তি বাধাতেই বোমা মজুত করা হচ্ছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এর আগে গতকাল সকালে বেলডাঙায় বোমা বাঁধতে গিয়ে এক দুষ্কৃতীর মৃত্যু হয়। রানিনগরে একদিনে তিনবার বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। এভাবে ঘন ঘন বোমা উদ্ধার ও বোমাবাজিতে গোটা মুর্শিদাবাদ জুড়েই আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি [illegible] https://www.ireps.gov.in [illegible]

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

যুব তৃণমূল নেতার পেটে ছুরি বসাল দুষ্কৃতীরা

আহতকে দেখতে হাসপাতালে গৌতম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ জুন ঃ রাতের শিলিগুড়ি শহরে আক্রান্ত হলেন যুব তৃণমূল সভাপতি। শনিবার রাতে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে যুব তৃণমূল সভাপতি জয়ব্রত মুখোটির পেটে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বচসার জেরেই এই আক্রমণ বলে জানা গিয়েছে। রবিবার তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। আহত জয়ব্রত মুখোটি উত্তর ভারতনগরের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, শনিবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ। শিলিগুড়ির সেবক রোডে এক যুবকের সঙ্গে কোনও কারণে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। তখন আরও বেশ কয়েকজন যুবক এসে তাঁকে ঘিরে ধরে ও তাদেরই মধ্যে একজন চাকু দিয়ে জয়ব্রতবাবুর পেটে আঘাত করে। ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় তৃণমূল নেতৃত্ব। আহত তৃণমূল নেতাকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শিলিগুড়ি থানা ও পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। অন্যদিকে রাত ১২টা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছান শিলিগুড়ি পুরনিগমের চেয়ারম্যান তথা ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রতুল চক্রবর্তী। এই ঘটনা নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। তবে কি থেকে এই বচসা তা এখনো স্পষ্ট নয়। রবিবার আহত যুব তৃণমূল নেতাকে দেখতে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালেন যান মেয়র গৌতম দেব। হাসপাতাল সুপার ও চিকিৎসকদের সাথে কথা বলেন শিলিগুড়ির মেয়র।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer(E)/Lighting/Zone-I, KMC** invites E-tender online percentage bid system for the following works:

1. NIT No.: **LTG/97/BBG/BR-III/Z-1/23-24**
Name of work: **Renovation & replacement of electrical wiring, fans, switch board etc. at Quarter of Sub-Registrar & allied electrical works in Bagmari Muslim Burial Ground under Br-III, KMC.** Estimated Amount: ₹ **1,60,232.09**. Earnest Money: ₹ **3,300.00**.

2. NIT No.: **LTG/101/WD-32/BR-III/Z-1/23-24**
Name of work: **Installation of LED signage glow sign board at 33A, Canal Circular Road infront of E.M.Byepass (Amar Bhalobasar Shahar Kolkata) in Ward No.-32.** Estimated Amount: ₹ **4,15,660.45**. Earnest Money: ₹ **8,400.00**. Period of Completion: **45 days** (for Sl.No. 1 & 2). Last Date & Time of submission of Bid: **07.07.2023 (12 noon)** (for Sl.No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **26.06.2023 (12 noon)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 & 2).

The **Executive Engineer(E) LTG/Z-III, KMC** invites tender online, two part bid system for the following works:

1. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2023-2024/108**
Name of work: **Improvement of street lighting system at Nepal Bhattacharya Street and other places in Ward No.-83 under Borough VIII.** Estimated Amount: ₹ **4,97,928.99**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

2. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2023-2024/110**
Name of work: **Repairing & maintenance of street lighting system at Alipore Road, J.C. Road & other places in Ward No.-74.** Estimated Amount: ₹ **1,98,806.38**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

3. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2023-2024/111**
Name of work: **Supply & delivery of LED street light fitting for S.G.Road, B.B. Road, different lanes & by-lanes and other places in Ward No.-73.** Estimated Amount: ₹ **4,98,474.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

4. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2023-2024/112**
Name of work: **Installation & improvement of street lighting system at 1/1 Thackery Road & Little Bardhaman Road & others in Ward No.-74.** Estimated Amount: ₹ **4,98,718.81**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

5. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2023-2024/104**
Name of work: **Supply and delivery of trident fittings, LED lamp for decorative lighting system at Baker Road & Alipore Road (SBI More to Durgapore Bridge) in Ward No.-74.** Estimated Amount: ₹ **2,48,806.43**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

6. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2023-2024/105**
Name of work: **Improvement of street lighting system at S.Bose Road, P.M. Roy Road and other places in Ward No.-82.** Estimated Amount: ₹ **4,98,993.53**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

7. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2023-2024/106**
Name of work: **Supply & delivery of LED light fittings for Chetla Central Road, R.D. Auddy Road, J.M. Lane & other places in Ward No.-82.** Estimated Amount: ₹ **4,95,046.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

8. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2023-2024/107**
Name of work: **Supply & delivery of LED street light fittings for K.G. Road, J.B. Lane & other places in Ward No.-83.** Estimated Amount: ₹ **2,98,925.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

9. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2023-2024/113**
Name of work: **Improvement of street lighting system at Kalighat Road & surrounding areas in Ward No.-73.** Estimated Amount: ₹ **4,98,848.09**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

10. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2023-2024/114**
Name of work: **Supply & delivery of LED street light fittings for R.S. Road, Bardhaman Road & other places in Ward No.-74.** Estimated Amount: ₹ **4,96,639.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

11. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2023-2024/115**
Name of work: **Replacement of damage power supply main panel of building- 4, Street Light Pillar Box & associated electrical work at Gokhana Labour Quarter in Ward No.-82.** Estimated Amount: ₹ **3,56,465.36**. Earnest Money: ₹ **7,200.00**. Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of Completion of Bid: **04.07.2023 up to 2 p.m.** (for Sl.No. 1 to 11). Tender Opening Date: **05.07.2023 at 2 p.m.** (for Sl.No. 1 to 11). The bid forms and other details are available on and from **23.06.2023 from 2 p.m.** website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 to 11).

The **Executive Engineer(E)/LTG/Z-IV (Electrical), KMC** invites tender online, two part bid system for the following works:

1. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/114/23-24**
Name of work: **Supplying of LED fittings in place of unserviceable HPSV fittings at southend Gardeden and adjacent areas in Ward No.-110, Br-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,31,569.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**.

2. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/115/23-24**
Name of work: **Supplying of LED fittings in place of unserviceable HPSV fittings at different places in Ward No.-110, Br-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,60,776.38**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**.

3. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/116/23-24**
Name of work: **Repairing of street lighting arrangement at Gajipukur, Briji and adjacent slum areas in Ward No.-110, Br-XI.** Estimated Amount: ₹ **1,49,122.46**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**.

4. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/111/23-24**
Name of work: **Repairing of street lighting arrangement at Taltala, Sarder Para and East Rajapur slum areas in Ward No.-103, Br-XI.** Estimated Amount: ₹ **1,49,442.63**. Earnest Money: ₹ **3,000.00**.

5. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/112/23-24**
Name of work: **Supplying of LED fittings in place of unserviceable HPSV fittings at Modern Park, Trikon Park adjacent areas in Ward No.-103, Br-XI.** Estimated Amount: ₹ **4,85,685.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**.

6. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/113/23-24**
Name of work: **Improvement of street lighting arrangement at South Road, South Park, East Road, Lake East 6th Road and Modern Park adjacent area in Ward No.-103, Br-XI.** Estimated Amount: ₹ **4,96,210.98**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **20 days** (for Sl.No. 1 to 5) & **30 days** (for Sl.No. 6). Last Date and Time of Completion of Bid: **03.07.2023 up to 2 p.m.** (for Sl.No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **27.06.2023 from 2 p.m.** website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 to 6).

The **D.G. (Electrical), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: **LTG/49/WD-28/BR-IV/Z-II/23-24**
Name of the work: **Urgent requirement of mini-mast light at different places in Ward No.-28.** Estimated Amount: ₹ **4,99,096.55**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

2. NIT No.: **LTG/37/WD-39/BR-IV/Z-II/23-24**
Name of the work: **Improvement of street lighting system with new poles and LED light fittings in Ward No.-39, Br-IV, KMC.** Estimated Amount: ₹ **4,98,670.53**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **60 days.** Last Date and Time of submission of Bid (online): **07.07.2023 up to 3 p.m.** (for Sl.No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **23.06.2023 (4 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 & 2).

331/23-24

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

রোবোটিক সার্জারিতে হাঁটু পাল্টিয়ে ফিরে আসুন জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে

প্রশ্ন ঃ অস্টিওআর্থ্রাইটিস কোন ধরনের অসুখ?

ডাঃ সন্তোষ কুমার ঃ অস্টিওআর্থ্রাইটিস হাড়ের ক্ষয়জনিত রোগ। সাধারণত বয়স পঞ্চাশ হয়ে গেলে এই রোগের প্রকোপ দেখা যায়। কিন্তু অনেক সময়েই বয়স চল্লিশ থেকেই বিভিন্ন অস্থি সন্ধিতে হাড়ের ক্ষয় শুরু হয়। তবে হাঁটু ও হিপ জয়েন্টের মত শরীরের ভার বহনকারী সব থেকে বড় জয়েন্ট দুটি এই রোগের কবলে পড়লেই মানুষ বিপদে পড়েন। ব্যথার কষ্ট বাড়লে একসময় স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়। হাঁটুতে অস্টিওআর্থ্রাইটিস হলে হাঁটুর অস্থি সন্ধির ভিতরে বিশেষ দুটি কার্টিলেজ ক্ষয়ে যেতে শুরু করে। ক্ষয়ে যাওয়া হাড় নার্ভরুটে চাপ দিলেই ব্যথার সৃষ্টি হয়। রোগের তীব্রতা ও হাড়ের ক্ষয়ের প্রকৃতি অনুসারে অস্টিওআর্থ্রাইটিসকে স্টেজ ওয়ান থেকে স্টেজ ফোর এই চার ভাগে ভাগ করা হয়। হাড়ের এই ক্ষয় কোনওভাবেই পূরণ হয় না বলে নি-জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট বা হাঁটু প্রতিস্থাপন-এর একমাত্র স্থায়ী সমাধান।

ডাঃ সন্তোষ কুমার

প্রশ্ন ঃ অস্টিওআর্থ্রাইটিস বোঝা যায় কি করে?

ডাঃ সন্তোষ কুমার ঃ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আধ ঘন্টা বা তারও বেশি হাঁটু ব্যথায় শক্ত হয়ে থাকলে বা সিঁড়ি ভাঙলে হাঁটুতে ব্যথা হলে, শুলেও হাঁটুতে ব্যথা করলে, হাঁটুর ব্যথায় ঘুম না এলে বা ঘুম ভেঙে গেলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। তিনি আপনার হাঁটু বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করবেন। আপনার হাঁটুর ধরণ দেখবেন। হাঁটু কতটা ভাঁজ করতে পারছেন সেটাও দেখবেন। এরপরে চিকিৎসক প্রয়োজনে এক্স-রে দেখে হাঁটুতে অস্টিওআর্থ্রাইটিস সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন।

প্রশ্ন ঃ অস্টিওআর্থ্রাইটিসের কারণ কি?

ডাঃ সন্তোষ কুমার ঃ অস্টিওআর্থ্রাইটিস রোগ কিছুটা বংশগত। তার সাথে বয়স, ওবেসিটি, স্মোকিং, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, এইসব কারণেও অস্টিও আর্থ্রাইটিসের রিস্ক ফ্যাক্টর। সাধারণত মধ্য বয়সে এই রোগ দেখা দেয়। তবে ছোট থেকে খেলাধূলা, শারীরিক পরিশ্রম করে পেশীকে শক্তিশালী করলে ও নিজের ওজন ঠিক রাখলে অনেক সময়েই অস্টিওআর্থ্রাইসকে দূরে রাখা যায়। আবার আর্থ্রাইটিস, রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস কিংবা কন্ডোম্যালেশিয়া প্যাটেলারের মতো অসুখ থেকেও অস্টিওআর্থ্রাইটিস হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ রোবোটিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের সুবিধা কি?

ডাঃ সন্তোষ কুমার ঃ রোবোটের আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স মুহূর্তের মধ্যে মিলিমিটারের কয়েক সহস্রাংশ পর্যন্ত হিসাব করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে প্রস্থেসিসের ফিটিংস সাধারণ কম্পিউটারাইজড সার্জারির থেকে বহুগুন বেশি নিখুঁত হয়। আবার সূক্ষ ও সঠিকভাবে কাটা হয় বলে রক্তপাতও কম হয়, ফলে পোস্ট অপারেটিভ পেনও কমে যায়। ফলে রোগী দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন। অন্যদিকে চোখের থেকে অনেক বেশি পর্যবেক্ষণ করতে পারে বলে প্রস্থেসিসের অ্যালাইনমেন্ট সাধারণ সার্জারি থেকে একশো শতাংশ সঠিক হয়, প্রস্থেসিসের আয়ুও বাড়ে। তাই হাঁটুর ব্যথায় হতাশ না হয়ে চিকিৎসকের পারমর্শে হাঁটু প্রতিস্থাপন শ্রেয়।

প্রশ্ন ঃ এই রিপ্লেসমেন্টের খরচ কি মধ্যবিত্তের সাধ্যমত হয়?

ডাঃ সন্তোষ কুমার ঃ সাধারণ ও রোবোটিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের খরচ এখন মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দুটি হাঁটু একইসঙ্গে পাল্টালে খরচ আরও কম পড়ে। এছাড়া মেডিক্লেমের সুবিধাও আছে। সুতরাং ব্যথায় কষ্ট না পেয়ে উন্নত চিকিৎসার সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই শ্রেয়।

বর্ষায় শিশুদের রাখুন সাবধানে

দুরন্ত বার্তা ঃ বর্ষা এসে গেল। আকাশে মেঘের আনাগোনা, হঠাৎ বৃষ্টি, মাঝেমধ্যে তীব্র গরম। বাতাসে আর্দ্রতা অনেক বেশি। ফি বছর এই সময়টাতে শিশুরা নানা রোগবালাইয়ে ভোগে। মরশুমি জ্বর, সর্দি-কাশি, ডায়রিয়া হওয়া অস্বাভাবিক নয় এ সময়।

নবজাতকের স্বাস্থ্য নজরদারি ঃ এই সময়ের নবজাতকদের একটা পরিচিত সমস্যা নাক বন্ধ থাকা। নাক বন্ধের জন্য শিশু শ্বাস নিতে পারছে না, দুধ টেনে পান করতে পারছে না, নাকে শব্দ হচ্ছে, বুকে শব্দ হচ্ছে। মায়েদের বলছি, এতে ভয় পাবেন না। এই সমস্যাটি অতি সাধারণ-সব শিশুরই হয়। নাক বন্ধ থাকলে লবণজলের ড্রপ বা নরসলন্যাসোমিস্ট ড্রপ ২ ফোঁটা করে ২ নাকে দিয়ে কটন বাড দিয়ে নাক মুছে দিন। যতবার প্রয়োজন, ততবারই এটি ব্যবহার করতে পারেন। এটা কোনো ওষুধ নয় এবং ব্যবহারে শিশুর কোনো ক্ষতি হবে না। নাক বন্ধের সঙ্গে শিশুর জ্বর-কাশি থাকলে খেয়াল করুন শিশু ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে কি না (মিনিটে ৬০ বার বা তার বেশি), তার বুকের পাঁজরের নিচের অংশ ভেতরে দেবে যাচ্ছে কি না। যদি তা হয়, তাহলে বুঝতে হবে শিশু নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। সে ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে। কিন্তু ভুলেও পাড়ার দোকান থেকে অ্যান্টিবায়োটিক বা কাশির ওষুধ কিনে শিশুকে খাওয়াবেন না। এতে শিশুর ক্ষতি হতে পারে। বরং পরিচিত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সংক্ষেপে শিশুর সমস্যা খুলে বলুন, আপনার পর্যবেক্ষণগুলো বর্ণনা করুন। এরপর চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন অনুসারে ওষুধ খাওয়ান। যদি এর সঙ্গে শিশু নিস্তেজ হয়ে যায়, খাওয়া ছেড়ে দেয়, জ্বর থাকে, খিঁচুনি হয়, নীল হয়ে যায় বা ঠান্ডা হয়ে যায়-তাহলে দ্রুত কাছের হাসপাতালে নিয়ে যান। ঠান্ডা লাগার ভয়ে বৃষ্টি-বাদলার দিনে অনেকে শিশুকে স্নান করান না। শিশু সুস্থ থাকলে প্রতিদিন হালকা গরম জল দিয়ে স্নান করান। নবজাতক বুকের দুধ পান করায় অনেক সময় তাদের নরম, জলের মতো বা সবুজ পায়খানা হয়। ২৪ ঘণ্টায় ২৪ বারও পাতলা পায়খানা হতে পারে। এটি কিন্তু ডায়রিয়া নয়-মায়ের দুধে ল্যাক্টোজের পরিমাণ বেশি থাকাতে এমনটি হয়। এ ক্ষেত্রে নবজাতককে বুকের দুধ পান করানো কখোনই বন্ধ করবেন না। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো মাকেও সুস্থ থাকতে হবে। মাকে সব ধরনের খাবার খেতে দিন। মা সুস্থ থাকলেই শিশু পর্যাপ্ত দুধ পাবে, শিশুও সুস্থ থাকবে। ছয় মাস পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ খাওয়ান। ছয় মাস থেকে শিশুকে পরিবারের খাবার দিতে চেষ্টা করুন। পরিবারে দুগ্ধদানকারী মা থাকলে তাঁর এই সময় সব ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা উচিত বেশি করে।

যাদের বয়স ৬ মাসের বেশি ঃ এই আবহাওয়ায় ছয় মাসের বেশি বয়সের শিশুরাও প্রায়ই সর্দি, কাশি, জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে, মাঝেমধ্যে তাদের ডায়রিয়াও হচ্ছে। জ্বর হলে প্যারাসিটামল ড্রপ বা সিরাপ দিন। বয়সভেদে বা ওজনভেদে পরিমাণের তারতম্য হতে পারে। ১০ কেজি ওজন বা এক বছর বয়স পর্যন্ত ১৫ ফোঁটা করে দিনে ৩-৪ বার দিন, যদি জ্বর ১০০ ডিগ্রি থাকে। ১৫ থেকে ২০ কেজি হলে ২ চামচ, এর বেশি হলে ৩ চামচ। বারবার তোয়ালে ভিজিয়ে শরীর মুছে দিন। কাশি থাকলে গরম জলের সঙ্গে মধু-লেবু বা তুলসীপাতার রস-মধু মিশিয়ে খেতে দিন। কাশি বেশি হলে সালবিউটামল-জাতীয় ওষুধ ১ চামচ করে দিনে ৩ বার দিন। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ কিনে নিজে নিজে খাওয়াবেন না। সাধারণ সর্দি-কাশিতে অ্যান্টিবায়োটিক দরকার হয় না। হুটহাট অ্যান্টিবায়োটিক দিলে পরে মারাত্মক সংক্রমণ হলে তা আর কাজ করে না। শিশুকে বেশি করে জল পান করান। ভিটামিন-সি আছে, এমন খাবার বেশি করে দিন, পরিবারের সঙ্গে সব খাবার খেতে দিন। সর্দি-কাশিতে কোনো খাবারে নিষেধ নেই। খেয়াল রাখুন, শিশুর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কি না, যেমন বুকের পাঁজরের নিচের অংশ ভেতর দিকে দেবে যাচ্ছে কি না, দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে কি না (৬-১২ মাস ৫০ বা তার বেশি, ১-৫ বছর ৪০ বা তার বেশি)। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। অনেক কারণে শিশু বমি করে। শিশুর বারবার বমি হলে সিরাপ ওমিডন খাবারের আগে খাওয়ান, শিশুকে জোর করে খাওয়াবেন না।

শিশুর ডায়রিয়া ঃ সারা দিন ৪ বারের বেশি পাতলা পায়খানা হলে ডায়রিয়া বলা যায়। প্রতিবার পায়খানার পর বয়সভেদে ১০ থেকে ২০ চামচ স্যালাইন রাইস, স্যালাইন খাওয়ান। স্যালাইন খাওয়াবেন ধীরে ধীরে। একবারে খাওয়ালে বমি হতে পারে। সঙ্গে কাঁচা কলা সেদ্ধ করে নরম ভাতের সঙ্গে খেতে দিন, তরল খাবার বেশি করে দিন, যেমন ভাতের মাড়, ফলের রস, ডাবের জল, চিড়ার জল, টক দই। শিশু বুকের দুধ পান করলে তা বন্ধ করবেন না। অন্য খাবারেও নিষেধ নেই। অনেক পরিবারে শিশুর ডায়রিয়া হলে শিশুকে এমনকি মাকেও বিভিন্ন ধরনের খাবার খেতে দেওয়া হয় না। এটা ঠিক নয়। লক্ষ করুন শিশুর শরীরে জলশূন্যতার লক্ষণ আছে কি না। লক্ষণগুলো হলো-

-অস্থির ভাব, খিটখিটে মেজাজ বা নিস্তেজ হয়ে যাওয়া

-চোখ গর্তে ঢুকে যাওয়া

-তৃষ্ণার ভাব বা একেবারেই খেতে না পারা

-চামড়া ঢিলা হয়ে যাওয়া

জলশূন্যতার লক্ষণ মারাত্মক হলে শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। তা ছাড়া বমি বেশি হলে, স্যালাইন খেতে না পারলে বা খেয়ে রাখতে না পারলে, অতিরিক্ত পায়খানা হলে, পায়খানার সঙ্গে রক্ত গেলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ স্নান করার আগে তেল মাখলে কি কি উপকার পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ আপনি যা খাচ্ছেন, তার ভিত্তিতেই গড়ে উঠছে আপনার শরীর। যে পুষ্টি আমরা নিত্যদিন শরীরে প্রবেশ করিয়ে থাকি, তার মধ্যে থেকে প্রায়শই বাদ পড়ে যায় ত্বককে ভালো রাখার উপাদান। খাওয়া দাওয়া ভালো করলেও, উজ্জ্বলতার অভাব বোধ হয় ত্বকে। এক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে শরীরে তেল প্রয়োগ করা সেরা উপায়। তবু এটিকে এড়িয়ে যাই আমরা। শীতকালে রুক্ষ ত্বকের কারণে অবশ্য অনেকে তেল মেখে থাকে। সেই সময় ঠিক যে কারণে তেল মাখা উচিত, সারা বছর সেটি বজায় রাখলে উজ্জ্বল এবং হৃষ্টপুষ্ট হবে আপনার ত্বক। আমাদের স্নানের পরে শরীরে তেল দেওয়া উচিত না আগে এই নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন স্নানের আধ ঘন্টা আগে শরীরে তেল মেখে নিন। গরম কালে যদি প্যাচ প্যাচে বোধ হয়, তাহলে অল্প মাত্রায় তেল মাখুন। অথবা কোনও বিউটি প্রোডাক্টের তেল ব্যবহার করতে পারেন। ত্বক শরীরের বৃহত্তম অঙ্গ এবং আয়ুর্বেদ অনুসারে এটি প্রতিদিন অভ্যাঙ্গম বা তেল মাখার পরামর্শ দেয়। প্রাচীনকালে ভারতীয়রা প্রথমে তাদের দেহে তেল ব্যবহার করত এবং তারপরে পুকুর নদী বা কুয়ো থেকে জল তুলে স্নান করতেন। যা বেশ কিছু সিনেমায় তুলে ধরা হয়। স্নানের আগে তেল মাখলে যা যা উপকার পাবেন আপনি তা হল, স্নানের আগে বডি তেল মাখলে, আপনার ত্বক এবং জলের মধ্যে বাধা তৈরি করবে তেল এতে আপনার ত্বক শুষ্ক হবে না। স্নানের আগে তেল মেখে শরীরকে উষ্ণ করলে, বিষাক্ত পদার্থ বের হয়ে যায় ত্বক থেকে। স্নানের সময় তা ধুয়ে যায়। উষ্ণ তেল মাখলে পেশি শিথিল করে এবং রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়, স্নানের পরে তরতাজা বোধ হবে। তেল না মাখলে তাড়াতাড়ি বার্ধক্যের প্রাথমিক লক্ষণগুলি ফুটে ওঠে ত্বকে।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২৪। বাঁ পাশের ওভারিতে সম্প্রতি একটি সিস্ট ধরা পড়েছে। এটা কি অস্ত্রোপচার করে ফেলা উচিত? একবার অস্ত্রোপচার করলে কি এটা আবার হতে পারে? অস্ত্রোপচারের পর কোনো সমস্যা হবে কি?

উত্তর ঃ নানা কারণে সিস্ট হতে পারে। সিস্টের আকার আর চরিত্র বুঝতে হলে ভালো আলট্রাসনোগ্রাম করতে হবে। সেই সঙ্গে সিএ ১২৫ আর সিএ ১৯৯ নামে দুটি রক্তের পরীক্ষা করলে সম্ভাব্য জটিলতা সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়। সব সময় যে অস্ত্রোপচার লাগবেই তা নয়। উপসর্গ, আকার, চরিত্র, জটিলতার ঝুঁকি ইত্যাদি সব মিলিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর অস্ত্রোপচার করলেও ওভারির সিস্ট আবার হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ২০১৮ সালের জুলাইয়ের দিকে আমার দৃষ্টিশক্তি কমছে বুঝতে পারলাম। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চশমা নিলাম সেপ্টেম্বর মাসে। দুই চোখই মাইনাস .৫। চশমা পরলে স্বস্তি পাই। খুললেই অস্বস্তি বোধ হয়, মনে হয় ঝাপসা দেখছি। বাসায় থাকার সময়ও একটু খুলে রাখলেই এমন হয়। কোনো ড্রপ ব্যবহার করলে কি উপকার পাওয়া যাবে? কিংবা দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হবে?

উত্তর ঃ চোখে পাওয়ারের সমস্যায় চশমা হল একমাত্র সমাধান। চশমার কাজ ওষুধে হবে না, চশমাই পরতে হবে। আরেকটি বিকল্প হলো কনটাক্ট লেন্স বা ক্ষেত্রবিশেষে ল্যাসিক। সে জন্য ভালো চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। মাইনাস .৫ কম পাওয়ার-এর জন্য চশমা পরাই ভালো। তাতে স্বস্তি বোধ করবেন।

প্রশ্ন ঃ আমার মেয়ের বয়স ১৮ বছর। জ্বর হওয়ায় তাকে 'প্যারাসিটামল ৫০০' ট্যাবলেট খাইয়েছি। ট্যাবলেট খেলে জ্বর থাকে না। দিনে না থাকলেও রাতে জ্বর আসে। কয়েকবার আইইডিসিআরের হেল্পলাইনে ফোন করেছি। কিন্তু কথা বলতে পারিনি। জ্বর না ছাড়ায় 'প্যারাসিটামল ৬৬৫' খাইয়েছি। জ্বর ছাড়া অন্য কোনো উপসর্গ নেই।

উত্তর ঃ এ সময় জ্বর থাকলে অবশ্যই কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা উচিত। কারণ, সব রকমের উপসর্গ সবার নাও থাকতে পারে। প্যারাসিটামলের সঙ্গে গরম ভাপ নেওয়া, আদা-চা পান করা, জিংক ও ভিটামিন-ডি, প্রচুর ভিটামিন-সি যুক্ত ফলমূল খেতে থাকুন। আর দ্রুত আপনার কাছের করোনা কেন্দ্রে করোনা ভাইরাসের জন্য নমুনা দিয়ে দিন। অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারন নেই।

মাথা ঘোরার সমস্যায় সজাগ থাকতে হবে

দুরন্ত বার্তা ঃ মাথা ঘোরাকে মেডিকেল ভাষায় ভাটিগো বলে। ভারসাম্যহীনতা, চলাফেরার সময় ভারসাম্য ঠিক না থাকা, হঠাৎ করে মাথা ঘোরা, হঠাৎ করে চোখে ঝাপসা দেখা থেকে শুরু করে মারাত্মক রকম মাথা ঘোরানো, সঙ্গে বমি হওয়া পর্যন্ত বিভিন্নভাবে এই সমস্যার প্রকাশ পেতে পারে। এটা কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট স্থায়ী হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা দিন বা মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ফলে রোগীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হতে পারে। আমাদের শরীরের ভারসাম্য কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা অনেকেই জানি না, এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রধান হল আমাদের অন্তঃকর্ণ। কানের দুটো কাজ-একটা হল শ্রবণ, যেটা ককলিয়া দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। আরেকটা হল শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করা যেটা ভেসটিবুলার অরগান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত।

আমাদের অন্তঃকর্ণের পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি এলাকাজুড়ে ভেসটিবুল ও সেমি সার্কুলার কেনাল অবস্থিত যার একমাত্র কাজ হল শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করা। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে চোখ, শরীরের বিভিন্ন জয়েন্ট বিশেষত ঘাড়ের জয়েন্ট আমাদের ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে। এই কান, চোখ ও বিভিন্ন জয়েন্ট থেকে সিগন্যালগুলো মস্তিষ্কের সেরিবেলামে যায় এবং এখানে বিভিন্ন দিকে এবং তার শুরুতে বিবেচনার মাধ্যমে শরীরে ভারসাম্য রক্ষা হয়ে থাকে। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে কোনো সমস্যা হলে রোগী ভারসাম্যহীনতায় ভুগতে পারে অথবা মাথা ঘোরা অনুভূত হতে পারে।

সাধারণভাবে মাথা ঘোরানো সমস্যার কারণগুলোকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যদি এটা মস্তিষ্কের কারণে হয়ে থাকে তাহলে মাথা ঘোরানোর সঙ্গে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দুর্বলতা বা প্যারালাইসিস, মস্তিষ্কে ব্যথা, চেতনাশক্তি ঠিকমতো কাজ না করে বা অসচেতনতা, বুদ্ধিমত্তা বা শ্রবণশক্তি ঠিকমতো কাজ না করা-এসব সমস্যা জড়িত থাকে। সাধারণত এটা নিউরোলজিস্ট দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। যেহেতু এর সঙ্গে মস্তিষ্কের কিছু অংশের কর্ম ক্ষমতাহীনতা জড়িত থাকে, ফলে এই রোগ সাধারণত পুরোপুরি সারে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘাড়ের আর্থ্রাইটিসের কারণে বা মস্তিষ্কের রক্তনালির ভেতরে চর্বি জমে রক্তনালি ছোট হয়ে গেলে অথবা রক্তনালির ভেতরে রক্ত জমাট বেঁধে গেলে মস্তিষ্কের রক্ত চলাচল কমে যায় এবং তার থেকে মাথা ঘোরাতে পারে।

কানের সমস্যা থেকে মাথা ঘোরানো ঃ আমাদের অন্তঃকর্ণের ভেসটিবুল ও সেমি সার্কুলার ক্যানাল, আমাদের শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করার প্রধান অঙ্গ। বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণের অনেক সমস্যা থেকে কানের ভেতরে ভারসাম্য রক্ষার পদ্ধতিতে সমস্যা হতে পারে, যার ফলে মাথা ঘুরাতে পারে।

-কানের ভেতরে ময়লা জমে গেলে

-বহিঃকর্ণের ইনফেকশন

-মধ্য কর্ণের ইনফেকশন যা নাকের পেছন দিয়ে কানের ভেতরে যায়

-কানের পর্দা না থাকা

-ঘনঘন কান পাকা

-কোলেস্টিয়াটমা ও কানের মধ্যে জল জমে থাকা

-ঘনঘন অথবা বেশি মাত্রায় সর্দি-কাশি হয়ে ইউস্টিশিয়ান টিউবের কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে মাথা ঘোরানো হতে পারে

-নাকের হাড় বাঁকা থাকা

-সাইনাসের দীর্ঘদিন ইনফেকশন সমস্যা থেকেও মাথা ঘোরানো হতে পারে।

এছাড়া অন্তঃকর্ণের কিছু সমস্যার জন্য মাথা ঘুরাতে পারে, তার মধ্যে প্রধান হল অন্তঃকর্ণের ভেতরে ভাইরাল ইনফেকশন। এটি সাধারণত কমন কোল্ড অথবা প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দিয়ে হয়ে থাকে। এছাড়া চিকেনপক্স, মিজেলস থেকেও কানের ভাইরাল ইনফেকশন হতে পারে। কান ও আশপাশের কিছু জটিল রোগের জন্য মাথা ঘুরাতে পারে যেমন-

-অটোস্ক্লোরোসিস-কানের ভেতর হাড় শক্ত হয়ে যাওয়া।

-মেনিয়ার্স ডিজিজ-অন্তঃকর্ণের প্রেসার বেড়ে গেলে।

-কানের ভেতর টিউমার বা ক্যান্সার।

-নাকের পেছনের ক্যান্সার।

মাথা ঘুরালে সাধারণভাবে করণীয় ঃ মাথা ঘোরার সমস্যা বেশি থাকলে একা একা চলাফেরা ঠিক নয়। একিউট অবস্থাতে একা একা চলাফেরা পরিত্যাজ্য। এই অবস্থাতে বিশ্রাম জরুরি এবং অন্যান্য কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ঘনঘন বমি হলে শরীরের ভেতরে পুষ্টি, লবণ ও জলের ঘাটতি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। একিউট অবস্থাতে স্টিমিটিল বা সিনারন জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়া যেতে পারে। দিনে তিনটা করে খাবেন অথবা প্রয়োজনে স্টিমিটিল ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে। এরপরও সমস্যার উন্নতি না হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

জন্ডিসকে অবহেলা করবেন না

দুরন্ত বার্তা ঃ জন্ডিসের কথা শুনলে অনেকে ভাবেন, এ আর এমন কী হামেশাই হচ্ছে, আবার টোটকা বা মামুলি কবিরাজি চিকিৎসায় ভালো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু চিকিৎসক হিসেবে আমরা জন্ডিস হলে একটু চিন্তিতই হই বৈকি। জন্ডিস যে ধরনের বা যে কারণেই হোক, এটি সব সময়ই একটি গুরুতর উপসর্গ। জন্ডিস নিজে কোনো রোগ নয়, বরং অন্য কোনো রোগের লক্ষণ। ভাইরাস সংক্রমণ থেকে শুরু করে সিরোসিস বা ক্যানসারের মতো রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে দেখা দিতে পারে এই জন্ডিস। তাই জন্ডিস হলে অবহেলা করতে নেই। আগে জানা দরকার জন্ডিস বলতে আমরা কী বুঝি। মানুষের রক্তে অনেক উপাদানের মধ্যে বিলিরুবিন একটি। এই বিলিরুবিনের উৎপত্তি রক্তের লোহিত কণিকা থেকে। রক্তের লোহিত কণিকা যখন স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখনই লিভারে এই বিলিরুবিন তৈরি হয় এবং পরবর্তী সময়ে রক্তে প্রবাহিত হয়ে মল ও প্রস্রাবের সঙ্গে বের হয়ে যায়। এই বিলিরুবিনের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে এটি জমা হতে থাকে শরীরের বিভিন্ন কোষকলায়। আর তখন কোষকলার স্বাভাবিক রং পরিবর্তন হয়ে হলুদাভ হয়ে যায়। ত্বক ও চোখের ঝিল্লি হলুদ রং ধারণ করলে তা দৃশ্যমান হয় এবং জন্ডিস হয়েছে বলে শনাক্ত করা হয়।

জন্ডিস অনেক কারণে হয়ে থাকে। প্রথমত, যদি রক্তের লোহিত কণিকা অতিমাত্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে বেশি মাত্রায় বিলিরুবিন তৈরি হয়। যেমন থ্যালাসেমিয়া নামের রক্তরোগ। দ্বিতীয়ত, বিলিরুবিন তৈরির কারখানা তথা লিভারে কোনো সমস্যা দেখা দিলে জন্ডিস হবে। যেমন ভাইরাল হেপাটাইটিস, লিভার সিরোসিস, ক্যানসার। তৃতীয়ত, বিলিরুবিন যদি কোনো কারণে লিভার থেকে বের হতে না পারে, বাধাপ্রাপ্ত হলে জন্ডিস হয়। যেমন পিত্তনালির পাথর বা টিউমার। কীভাবে বুঝবেন আপনার কোন ধরনের জন্ডিস হয়েছে? রোগের ইতিহাস ও লক্ষণ বিবেচনা করে কারণ অনেকাংশে শনাক্ত করা যায়। অল্প বয়স, জন্ডিসের সঙ্গে রক্তশূন্যতা থাকলে বুঝতে হবে লোহিত কণিকার মাত্রাতিরিক্ত ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকেই এর উৎপত্তি, যাকে মেডিকেলের পরিভাষায় হিমোলাইটিক জন্ডিস বলে। জ্বর, পেটের ডান দিকে ব্যথা, ক্ষুধামন্দা, বমি বা বমি ভাব হওয়ার পর চোখ ও জিব হলুদ হয়ে গেলে সাধারণত তাকে লিভারের সমস্যা বা হেপাটাইটিস মনে করা হয়। জন্ডিসের মাত্রা যদি অনেক বাড়তে থাকে, আর সঙ্গে পেটব্যথা, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, শরীরে চুলকানি থাকে, তখন পিত্তনালি বন্ধ হয়ে গিয়ে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এতে সার্জারি লাগে বলে এর আরেক নাম সার্জিক্যাল জন্ডিস। আমাদের দেশে সব বয়সের মানুষের অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস বা ভাইরাসজনিত লিভারের সমস্যা হওয়ার হার সবচেয়ে বেশি। করোনা ভাইরাসের এই সময়ে ভাইরাস সবার কাছে একটি আতঙ্কের নাম। হেপাটাইটিস ভাইরাসের জন্যও এ কথা প্রযোজ্য। ইংরেজি অক্ষর দিয়ে এই ভাইরাসগুলোর নামকরণ করা হয়ে থাকে, যেমন এ, বি, সি, ডি এবং ই ভাইরাস। আমাদের দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ই ভাইরাসের সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি। এ এবং ই ভাইরাস খাদ্য বা জলবাহিত রোগ, অর্থাৎ দূষিত খাবার বা খাওয়ার জলের মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ায় এবং সাধারণত কোনো দীর্ঘমেয়াদি সংক্রমণ তৈরি করে না। তবে কখনো কখনো মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। বি, সি এবং ডি ভাইরাস রক্তবাহিত, যা দূষিত রক্তের সংস্পর্শের কারণে হয়ে থাকে। এই ভাইরাসগুলোতে জটিলতাগুলো বেশি হয় এবং দীর্ঘমেয়াদি সংক্রমণ হতে পারে, যা থেকে সিরোসিস, ক্যানসারসহ নানা জটিল পরিণতির দিকে যেতে পারে। জন্ডিস একটি মারাত্মক ব্যাধি। জন্ডিস হলে বিলম্ব না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। রোগীর লক্ষণ শুনে এবং কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিতভাবে এর কারণ নির্ণয় করা যায়। তারপর কারণ অনুযায়ী ব্যবস্থা। স্বল্পমেয়াদি ভাইরাল হেপাটাইটিসের চিকিৎসা নিয়ে আমাদের দেশে অপচিকিৎসা হয় অনেক। ঝাড়ানো, মালা পরা, নানান রকমের কবিরাজি ওষুধ বা লতাপাতা খাওয়া আমাদের সমাজে একশ্রেণির মানুষের কাছে জনপ্রিয়। জন্ডিস চিকিৎসায় এগুলোর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। উপরন্তু এসব কবিরাজি লতাপাতা-শিকড় অনেক সময় লিভারের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং চিকিৎসা বিলম্বিত হওয়ারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই ভাইরাসগুলোর একটি ভালো দিক হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আক্রান্ত ব্যক্তি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নিজে থেকেই সেরে ওঠেন। রোগীর পূর্ণ বিশ্রাম, স্বাভাবিক সুষম পুষ্টিকর খাবারের সঙ্গে উপসর্গ অনুযায়ী কদাচিৎ ওষুধ দেওয়া হয়। জন্ডিস রোগীর খাবার নিয়েও অনেক কুসংস্কার আছে, যার কোনো ভিত্তি নেই। জন্ডিসের রোগীর বেশি বেশি গ্লুকোজ বা চিনির শরবত, আখের রস খেতে হবে, হলুদ খাওয়া নিষেধ, বারবার স্নান করা বা মাছ-মাংস খেলে ক্ষতি হবে-কোনোটাই সঠিক নয়। সাধারণ সব খাবার তিনি খেতে পারবেন, তবে অতিরিক্ত তেল-চর্বি এড়িয়ে চলাই ভালো। খাবার সহজপাচ্য, স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ হতে হবে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভালো না হলে বা কোনো রকম অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে বিলম্ব না করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। এই অস্বাভাবিকতা হতে পারে চেতনা কমে যাওয়া (এনকেফালোপ্যাথি), রক্তবমি বা কালো পায়খানা, অতিরিক্ত দুর্বলতা, অস্বাভাবিক আচরণ ইত্যাদি। অন্যান্য অনেক রোগের মতো ভাইরাস হেপাটাইটিস প্রতিরোধযোগ্য। কিছু সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি, যেমন ব্যক্তিগত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, বিশুদ্ধ খাওয়ার জল গ্রহণ, আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ না করা বা অন্যের ব্যবহৃত ব্লেড, সিরিঞ্জ ইত্যাদি ব্যবহার না করাই হলো প্রতিরোধ করার অন্যতম উপায়। এ এবং বি ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকরী টিকা আছে, যা উপদেশানুযায়ী সবারই নেওয়া উচিত। বি ভাইরাসের টিকা সরকারি টিকা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সুস্থ থাকতে শরীর হোক তরতাজা

দুরন্ত বার্তা ঃ করোনার পর থেকে মানুষের মধ্যে সুস্থ শরীর তৈরি করার একটা বাড়তি প্রবণতা দেখা গেছে। সুষম খাদ্যের প্রতি মানুষের সচেতনতা বেড়েছে। বাজারে বিভিন্ন পুষ্টিগুন সমৃদ্ধ খাবারের বিক্রি ও চাহিদা বেড়েছে। পাশাপাশি বাড়িতে বিভিন্ন খাবার নিয়েও তৈরি হয়েছে সচেতনতা। সবার মধ্যে কমন যে বিষয়টা, তা হল সুস্থ শরীর প্রয়োজন। তাহলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হবে। রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে। তবে এর জন্য নজর দিতে হবে সুষম খাবারের দিকে। খাদ্যতালিকায় অবশ্যই রাখতে হবে জিঙ্ক বা দস্তা, যা আমাদের শরীরের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় একটি খনিজ। জেনে নিন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোন কোন জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাবারগুলি খাওয়া প্রয়োজন-

দুগ্ধজাত খাবার ঃ জিঙ্কের উৎস হিসেবে দুধ এবং দই সবচেয়ে উপকারি একটি খাদ্য। জিঙ্কের পাশাপাশি এতে রয়েছে ক্যালসিয়াম, যা দাঁত, হাড় এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

কাজু বাদাম ঃ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে সুস্থ থাকতে রোজ খান বাদাম। ২৮ গ্রাম কাজু বাদামে জিঙ্কের পরিমাণ থাকে ১.৬ মিলিগ্রাম। শুধু কাজু নয়, খেতে পারেন আমন্ড ও অন্যান্য বাদাম। এগুলিতে থাকা ভিটামিন কে, ভিটামিন এ ফ্যাট এবং কোলেস্টেরলের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

ডার্ক চকোলেট ঃ ডার্ক চকোলেটে থাকা জিঙ্ক ও ফ্ল্যাভনয়েড, ইমিউনিটি পাওয়ারকে বৃদ্ধি করতে খুবই কার্যকর। তাই রোজ এক টুকরো বা ১০০ গ্রাম ডার্ক চকোলেট গ্রহণ করুন। ১০০ গ্রাম ডার্ক চকোলেটে জিঙ্কের পরিমাণ থাকে ৩.৩ মিলিগ্রাম।

বীজ জাতীয় শস্য ঃ ছোলা, মটরশুঁটি, বিভিন্ন ডাল, বিন, গম ইত্যাদি জিঙ্কের ভালো উৎস। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এগুলি রোজ খান।

মাংস ঃ জিঙ্কের একটি প্রধান উৎস হল যেকোনও ধরনের মাংস। ১০০ গ্রাম খাসির মাংসে জিঙ্ক থাকে ৮.৫ মিলিগ্রাম এবং ৮৫ গ্রাম মুরগির মাংসে জিঙ্ক থাকে ২.৪ মিলিগ্রাম। এছাড়াও রয়েছে ভিটামিন বি-১২। তাই সপ্তাহে একদিন মাংস খেতে পারেন। তবে বেশি পরিমাণ খাবেন না, কারণ মাংসে কোলেস্টেরল এবং ফ্যাটের পরিমাণ বেশি থাকে।

ওটস্ ঃ অনেকেই ব্রেকফাস্টের খাবার হিসেবে ওটস্ খান। এটি জিঙ্কের একটি অত্যন্ত ভালো উৎস। ইমিউনিটি পাওয়ার বৃদ্ধি করতে তাই এবার ডায়েটে যুক্ত করুন ওটস্। পাশাপাশি এটি ফাইবার, বিটা-গ্লুকান, ভিটামিন বি-৬ সমৃদ্ধ, যা কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

খোলসযুক্ত মাছ ঃ জিঙ্কের সবচেয়ে ভালো উৎস হল খোলসযুক্ত মাছ বা শেলফিশ। শেলফিশ বলতে চিংড়ি, ঝিনুক এবং কাঁকড়ার মতো খোলসযুক্ত প্রাণীদের বোঝায়। পাশাপাশি, এগুলি কম ক্যালরিযুক্ত এবং ভিটামিন বি-১২ এ সমৃদ্ধ। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এসব খাদ্য খুবই সহায়ক। এগুলির মাত্র ৫০ গ্রামে জিঙ্ক থাকে ৮.৫ মিলিগ্রাম।

মাশরুম ঃ লো ক্যালোরি যুক্ত মাশরুমে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে জিঙ্ক। রোজকার ডায়েটে এই খাবারটি থাকলে শরীরে জিঙ্কের ঘাটতি পূরণ হতে পারে। ২১০ গ্রাম মাশরুমে ১.২ মিলিগ্রাম জিঙ্ক পাওয়া যায়। এছাড়াও রয়েছে আয়রন, ভিটামিন-এ ভিটামিন-সি এবং ভিটামিন ই।

তৃণমূলের তালিকায় মতুয়াদের মনোনীত প্রার্থী না থাকায় ক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৫ জুন ঃ ভোট আসে ভোট যায়। উন্নয়নের ফিরিস্তি শুনে ক্লান্ত। কোথাও বেহাল রাস্তা। আবার কোথাও প্রতিশ্রুতি দিয়েও জোটেনি বসত ও চাষ জমির পাট্টা। এমনকি পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমান দুই জেলা শাসকদল তৃণমূলের তালিকায় মতুয়াদের মনোনীত প্রার্থী ঠাঁই পায়নি বলে অভিযোগ। আর তাই নির্বাচনের আগে ক্ষোভে ফুঁসছে ওই দুই জেলার মতুয়ারা। ফতোয়া থাকলেও অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা। আর তাই পদ্ম ফোঁটার আশায় মুখিয়ে গেরুয়া শিবির। রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় মতুয়ারা এখন ভোট বাক্সের অনেকটায় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়। আর তাই তাদের ভোটের আশায় মুখিয়ে ডান-বাম, গেরুয়া সব শিবিরেই। তবে এবার ভোটে পাল্লা কোনদিকে ঢলবে সেটা ইতিমধ্যে জোরাল গুঞ্জন শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। বঞ্চনার অভিযোগে দ্বিধাবিভক্ত মতুয়ারা। ক্ষোভ ক্রমশই প্রকাশ্যে আসছে জেলার মতুয়া পাড়ায়। প্রশ্ন, কেন ক্ষোভ? জানা গেছে, বঞ্চনার অভিযোগ। আবেদন করেও জোটেনি চাষ ও বসতজমির পাট্টা। পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর সালানপুর, কাঁকসায় ৩০ হাজারেরও বেশী মতুয়া সম্প্রদায় পরিবার রয়েছে। যার মধ্যে রায়ডাঙা, আশীষনগর, ধোবিঘাট, কাঁকসা ১নং ও ২নং কলোনী, ১১ মাইল, রাজবাঁধ এলাকায় সংখ্যাটা আরও বেশী। সমস্যা আর বঞ্চনা প্রসঙ্গে ক্ষোভ উগরে দিলেন মতুয়া মহাসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক অনন্দ বিশ্বাস। তিনি জানান, ভোটাধিকার ছাড়া কিছু দেয়নি। কারন ভোটের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানে ছিটেফোঁটাও উন্নয়ন জোটেনি জেলার মতুয়াদের। ধর্মীয় কারনে উদ্বাস্তু পরিবারগুলো এখনও রেল লাইন, কিম্বা নদীর পাড়ে, সেচ ক্যানেলের পাশেই বসবাস করে। ৪০ বছরেরও বেশী সময় বসবাস করলেও জোটেনি জমির পাট্টা। ফিরিস্তি শুনে ক্লান্ত। আজও দুশ্চিন্তায়। আবার বাঁকুড়া জেলার অধীনে থাকা বিস্তীর্ন মানাচর মেজিয়ার সোঁনাইচন্ডীপুর, বড়জোড়ার মাঝের মানা, শ্যামপুর মানা, বরিশাল পাড়া, ঢাকা পাড়া রয়েছে। সোনামুখীর ডিহিপাড়া। এসব এলাকায় বেহাল রাস্তায় ওষ্ঠাগত প্রাণ। মতুয়াদের দাবী, দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গে থেকে আশা উদ্বাস্তুদের কথা কেউ ভাবেনি। এমনকি বর্তমান শাসকদলেও ভাবেনি। জানা গেছে, চলতি পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় পঞ্চায়েতে তৃণমূলের তালিকায় মতুয়াদের মনোনীত কোন প্রার্থীই ঠাঁই পায়নি বলে অভিযোগ। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকে প্রায় ২৭ হাজার রয়েছে মতুয়া সম্প্রদায়, জয়পুর ব্লকে প্রায় ২০ হাজার, ইন্দাস ব্লকে প্রায় ১৫ হাজার, বড়জোড়া ব্লকে প্রায় ৩০ হাজার, পাত্রসায়র ব্লকে প্রায় ১০ হাজার, কোতুলপুর ব্লকে প্রায় ১৫ হাজার, মেজিয়া ব্লকে প্রায় ৪ হাজার মতুয়া ভোটার রয়েছে বলে দাবী মতুয়া মহাসঙ্ঘের। এছাড়াও পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার বনকাটি পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৮ হাজার, ত্রিলোকচন্দ্রপুর পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৫ হাজার, কাঁকসা পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ১৫ হাজার, আমলাজোড়া পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৪ হাজার, গোপালপুর পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ১৫ হাজার, বিদবিহার পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৪ হাজার, সালানপুর ব্লকে ১৫ হাজার মতুয়া সম্প্রদায় পরিবার রয়েছে। আনন্দ বিশ্বাস বলেন, বিষ্ণুপুর লোকসভায় প্রায় দেড় হাজার পঞ্চায়েতে আসন, পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসা ব্লকে ১৬৪ টি আসন, সালানপুর ব্লকে ১১৯ টা আসন। তৃণমূল নেতৃত্বকে জানানো হয়েছিল। মতুয়াদের সমস্যার কথা জানানোর জন্য পঞ্চায়েত পিছু অন্তত একজন করে প্রার্থী করা হোক। দুঃখের বিষয়, বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় তৃণমূলের তালিকায় ঠাঁই পায়নি মতুয়াদের মনোনীত প্রার্থী। প্রশ্ন, এখানেই এই বঞ্চনার পরও জেলার মতুয়ারা কোন পথে? সেবিষয়ে আনন্দ বিশ্বাস জানান, রাজ্যের ৬৫টি বিধানসভায় মতুয়ারা রয়েছে। বঞ্চনাকে বুকে আঁকড়ে তৃণমূল ছাড়া গতি নেই। তবে জেলার মতুয়াদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। এবারে ভোটে কি হবে বলা মুশকিল। মতুয়াদের ক্ষোভের মাঝে পদ্ম ফোটার আশা দেখছে পশ্চিম বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলা বিজেপি। দলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিল্লেশ্বর সিনহা বলেন, সবক'টি ব্লকে কমবেশী করে আমরা মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রার্থী দিয়েছি। বামফ্রন্ট, তৃণমূল সবাই মতুয়াদের ব্যবহার করেছে ভোটের স্বার্থে। সরকারি নুন্যতম পরিষেবাটুকুও দিতে ব্যর্থ হয়েছে তৃণমূল। তাই উন্নয়নের স্বার্থে মতুয়ারা এবার বিজেপিকে ভোট দেবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস। তৃণমূল কংগ্রেস কাঁকসা ব্লক সভাপতি ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, মতুয়া মহাসঙ্ঘের মনোনীত প্রার্থী না হলেও, বনকাটি ও গোপালপুর পঞ্চায়েতে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রার্থী করা হয়েছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা পান্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানান, মতুয়া মহাসঙ্ঘের জেলায় যারা দায়িত্বে ছিল, সেভাবে কেউ জানায়নি।

পাইপলাইন থেকে তেল চুরি করতে গিয়ে গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৫ জুন ঃ বর্ধমানে 'ক্রুড অয়েল' চুরির পর্দাফাঁস। অভিনব কায়দায় রাষ্ট্রায়ত্ত পেট্রোলিয়াম সংস্থার মূল পাইপলাইন থেকে তেল চুরির অভিযোগে গ্রেফতার একটি রাসায়নিক কারখানার মালিক-সহ দুই। ধৃতরা হল সোমনাথ তিওয়ারি ও সুভাষচন্দ্র যশ। রবিবার ধৃতদের বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ। পূর্ব বর্ধমানের গলসি থানার বেলগ্রাম এলাকায় রয়েছে 'স্বামী দেবানন্দ কেমিক্যালস' নামে একটি রাসায়নিক কারখানা। সেই কারখানা থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দূর দিয়ে গিয়েছে ইন্ডিয়ান অয়েলের হলদিয়া-বোলপুর সেকশনের পাইপলাইন। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মূল কার্যালয় থেকে এই পাইপলাইনে তেলের প্রেশার (চাপ) নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয়। তাঁরা বুঝতে পারেন পাইপলাইন থেকে কোনওভাবে তেল বেরিয়ে যাচ্ছে। তদন্তে নেমে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা দেখতে পায় অদূরের একটি কারখানা থেকে পাইপলাইন পর্যন্ত খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন রয়েছে। তেল চুরি হচ্ছে নিশ্চিত হন তেল সংস্থার আধিকারিকরা। এরপর তেল সংস্থার পরিদর্শক দল গলসি থানার পুলিশকে নিয়ে ওই কারখানায় অভিযান চালায়। সেখানে একটি শেডে পাইপলাইন দিয়ে তেল এনে জমা করা হচ্ছে ধরা পড়ে। সেখানে ৪০ লিটার মাপের ১৫০টি খালি জার পাওয়া যায়। এছাড়া ক্রুড অয়েল ভরতি ৬টি জার পাওয়া যায়। কারখানা মালিক ইন্ডিয়ান অয়েলের তেল চুরি করছে ধরা পড়ে। তেল সংস্থার হলদিয়া-বোলপুর সেকশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (মেনলাইন) শম্ভুনাথ দে গলসি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতে পুলিশ কারখানার মালিক, বর্ধমান শহরের বোরহাটের বাসিন্দা সোমনাথ তিওয়ারিকে গ্রেফতার করেছে। একইসঙ্গে গলসির বেলগ্রামের বাসিন্দা সুভাষচন্দ্র যশকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার ধৃতদের বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে।

তৃণমূল নেতার গাড়িতে ভাঙচুর

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৫ জুন ঃ সন্ত্রাস পিছু ছাড়ছে না দিনহাটায়। এবার সিতাই বিধানসভার ভেটাগুড়ি দুই নম্বর ব্লকের অঞ্চল সভাপতি সুনীল রায় সরকারের গাড়ি ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ উঠল বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ যখন কোচবিহার দিনহাটা রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে ভেটাগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় গাড়ি সহকারে সুনীল রায় সরকার ও বেশ কিছু তৃণমূল কর্মী যাচ্ছিলেন সেই সময় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তার গাড়ির উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। জেলায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর ঠিক সে জায়গায় দাঁড়িয়ে এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকাজুড়ে। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, সিতাই কেন্দ্রের বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। এই ভেটোগুড়িতে রাজ্য সড়কের পাশেই রয়েছে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিকের বাড়ি। যদিও বিজেপির উপর ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। উদয়ন গুহ বলেন, ক্ষোভে দুঃখে তৃণমূল কর্মীরা পথ অবরোধ করেছে। বারবার তৃণমূল কর্মীদের আক্রান্ত হতে হচ্ছে। দিনহাটা থানার একটি ফাঁড়ি রয়েছে ভেটাগুড়িতে, তারপরেও কি কারণে এই ঘটনা ঘটেছে তা আশ্চর্যের। এই ঘটনায় দোষীরা যদি শাস্তি না পায় পরবর্তীতে আমরা অন্যরকম পথে নামবো। যদি ও এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অজয় রায় বলেন, পয়সার বিনিময়ে টিকিট দেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসে। এমত অবস্থায় তারা গোষ্ঠী কোন্দলে জর্জরিত। তারা বুঝে গেছেন পঞ্চায়েত নির্বাচন হলে তারা মুক্ত হয়ে পড়বেন তাই উদয়ন গুহর মত কিছু নেতা এই সমস্ত নাটক করছেন। এগুলি করে কিছু হবে না। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা ভরাডুবি হবেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, এই ঘটনার সাথে বিজেপির কোনো যোগ নেই। বারবার প্রতিদিন প্রতিনিয়ত যেভাবে সন্ত্রাস হচ্ছে দিনহাটায় তাতে পঞ্চায়েত নির্বাচন আদৌ কি শান্তিপূর্ণভাবে সম্ভব? আতঙ্কে দিনহাটাবাসী।

কংগ্রেস কর্মীকে কোপ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৫ জুন ঃ মুর্শিদাবাদের রানিনগরে উত্তেজনা থামছেই না। শাসকদলের বিরুদ্ধে আবাস দুর্নীতির অভিযোগ এনে ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন কংগ্রেস কর্মী। অভিযোগ, এই কারণেই রাস্তায় তাঁর উপর চড়াও হন স্থানীয় তৃণমূল নেতা। বাড়ি ফেরার পথে হাঁসুয়ার কোপে গুরুতর জখম হয়ে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হতে হল ওই কংগ্রেস কর্মীকে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার উত্তেজনার পরিস্থিতি মুর্শিদাবাদের রানিনগরে। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল নেতা। গ্রামের বেশ কয়েকজনকে বেআইনি ভাবে সরকারি আবাস পাইয়ে দেন তৃণমূলী পঞ্চায়েত সদস্য। এমনই অভিযোগ করে ফেসবুক পোস্ট করেন রানিনগর-১ ব্লকের রায়পুর এলাকার কংগ্রেস কর্মী শরিফুল মণ্ডল। তাঁর অভিযোগ, শাসকদলের দুর্নীতি নিয়ে সমাজমাধ্যমে লেখালেখির জন্য তাঁকে আক্রমণ করা হয়।

বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, করিমপুর, ২৫ জুন ঃ এক বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠল শাসক তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার করিমপুর এক নম্বর ব্লকের ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সেখানে ২৫ নং বুথের বিজেপি প্রার্থী সরস্বতী বিশ্বাসের বাড়িতে শনিবার রাতে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার সকালে বিজেপি প্রার্থী সরস্বতী বিশ্বাস করিমপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পাশাপাশি করিমপুরের পাট্টাবুকা এলাকায় প্রায় আধঘন্টা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভের শামিল হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। হামলার বিষয়ে বিজেপি প্রার্থী সরস্বতী বিশ্বাস জানান, শনিবার গভীর রাতে হঠাৎই আমাদের বাড়িতে হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রিত বেশকিছু দুষ্কৃতী। সরস্বতী দেবীর আরও অভিযোগ, দরজায় ধাক্কা, লাথি এবং সর্বশেষে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে হামলাকারী দুষ্কৃতীরা। রবিবার সকালে হামলার বিষয়টি জানাজানি হতেই প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। এ প্রসঙ্গে করিমপুর ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি আশীষ কুমার চট্টোপাধ্যায় বিজেপির অভিযোগকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন, তৃণমূল এ ধরনের কাজে লিপ্ত নয়। করিমপুর অঞ্চলে বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই। তাই মানুষের মন পেতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছে বিজেপি। বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল ছাড়া কিছু নয়। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে সঠিক তদন্ত করে জনগণের সামনে নিয়ে আসুক পুলিশ।

PWD (GOVT Of WB)
TENDER NOTTCE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of "Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for 15 days in respect to the Infrastructure facility to be provided at 13 nos. accommodation centers under the jurisdiction of the Chandannagar Police Commissionerate for advance CAPF Coys. to be deployed in ensuing Panchayet Election-2023." **NIQ No.- WBPWD/EE/HED /NIQ-10 of 2023-24.** Bid submission closing date: **27/06/2023 upto 02 P.M.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender docurnents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte., Hooghly Electrical Division

Government of West Bengal
O/O the Superintending Engineer, PWD
South-Western Electrical Circle,
Sahid Mangal Pandey Sarani,Midnapur-721101

Short Notice Inviting Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ09/2023-24
Name Of Work: Temporary Electrification works including hiring of DG set at different locations of Dantan-I, Dantan-II, Sabang, Narayangarh & Mohanpur Block to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Panchayet Election 2023 &
Short Notice Inviting Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ10/2023-24
Name Of Work: Temporary Electrification works including hiring of DG set at different locations of Kharagpur-I, Kharagpur -II, Debra, Pingla & Keshiary Block to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Panchayet Election 2023 &
Short Notice Inviting Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ11/2023-24
Name Of Work: Temporary Electrification works including hiring of DG set at different locations of Midnapore Sadar, Ghatal, Debra, Daspur-I, Daspur-II Block to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Panchayet Election 2023 &
Short Notice Inviting Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ12/2023-24
Name Of Work: Temporary Electrification works including hiring of DG set at different locations of Garhbeta-I, Garhbeta-II, Garhbeta-III, Salboni, Keshpur, Chandrakona-I, Chandrakona-II Block to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Panchayet Election 2023.
CRITICAL DATES :- Last Date for application : **27.06.2023 upto 1.00 PM.** Last Date for obtaining permission : **27.06.2023 upto 1.30 PM.** Last Date for receiving Quotation : **27.06.2023 upto 2.30 PM.** Date of Bid opening : **27.06.2023 upto 3.00 PM.** Further details can be seen in the above mentioned office during working hours or in Official Website **www.pwdwb.gov.in**

Sd/-S.DAS
SE,SWEC,PWDte

PWD (GOVT Of WB)
TENDER NOTTCE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of "Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for 15 days in respect to the Infrastructure facility to be provided at 13 nos. accornmodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for advance CAPF Coys. to be deployed in ensuing Panchayet Election-2o23.**NIQ No.- WBPWD/EE/HED /NIQ-09 of 2023-24.** Bid submission closing date: **27/06/2023 upto 02 P.M.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-Executive Engineer, P.W.Dte., Hooghly Electrical Division

সিপিএম প্রার্থীর বাড়িতে বোমাবাজি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৫ জুন ঃ পঞ্চায়েত ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে রাজ্যের একাধিক এলাকা। এরইমধ্যে এক সিপিএম প্রার্থী দম্পতির বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার উত্তর মোহনপুর এলাকায়। রবিবারের এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এই ঘটনায় তৃণমূলের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন ওই দম্পতি। এবারের পঞ্চায়েত ভোটে জামালপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৯ নম্বর বুথে সিপিএম প্রার্থী হয়েছেন দেবিকা দেবনাথ। আর তাঁর স্বামী সুশান্ত মণ্ডল একই পঞ্চায়েতের ১৪১ নম্বর বুথের সিপিএম প্রার্থী হয়েছেন। প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার না করায় ভীত সন্ত্রস্ত করতেই বাড়িতে বোমা ছোড়া হয়েছে বলে দাবি সিপিএম প্রার্থী দম্পতির। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল নেতৃত্ব দাবি করেন, সবটাই বামেদের তৈরি করা চিত্রনাট্য। সিপিএম প্রার্থী দেবিকা দেবনাথের অভিযোগ, এদিন ভোরে তাঁদের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়। একটি বোম ফাটে। আর দু'টি বোমা বাড়ির ভেতরে পড়লেও তা না ফাটায় তাঁরা রক্ষা পান। পুলিশকে খবর দিলেও তারা দেড় ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে এসে দু'টি বোমা উদ্ধার করে নিয়ে যায়। দেবিকার আরও অভিযোগ, তিনি ও তাঁর স্বামী মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর থেকেই তৃণমূলের তরফে বার বার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ অস্বীকার করে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মেহেমুদ খানের প্রশ্ন, পঞ্চায়েত ভোটের বাজারে এক্সট্রা মাইলেজ পেতে সিপিএম প্রার্থী দম্পতি মিলে এই চিত্রনাট্য তৈরি করেন নি তো? ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি করেছেন মেহেমুদ খান। জামালপুর ১ পঞ্চায়েত এলাকার নেতা শাহাবুদ্দিন মণ্ডল ওরফে পাঞ্জাব বলেন, সিপিএম প্রার্থী দম্পতি তৃণমূলের বদনাম করতে এইসব মিথ্যা অভিযোগ করছেন। জেলা সিপিএমের সম্পাদক সৈয়দ হোসেন বলেন, মনোনয়ন দাখিল করার পর থেকেই তাঁদের দলের ওই প্রার্থী দম্পতিকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। শনিবার ফোনে দেবিকা দেবনাথ ও সুশান্ত মণ্ডলকে হুমকি দেওয়া হয়। আর রবিবার ভোরেই তাঁদের বাড়িতে বোম ছোড়া হয়। আসলে ভোটে পরাজয় নিশ্চিত জেনেই তৃণমূল এসব করছে।

প্রচারে রাজীব

দুরন্ত বার্তা, নাগরাকাটা, ২৫ জুন ঃ পঞ্চায়েত ভোটে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে রবিবার নাগরাকাটায় প্রচার সারলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন চম্পাগুড়ি ও লুকসানে মজুরি বৃদ্ধির পাশাপাশি শ্রমিকদের জন্য আবাসন প্রকল্প চা সুন্দরী, চা বাগানে পানীয় জলের ব্যবস্থা, কর্মরত মায়েদের সন্তানদের রাখার জন্য ক্রেশ, রাস্তাঘাট নির্মাণ সহ রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের কথা তুলে ধরেন তিনি। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে চা শ্রমিকদের মজুরি গত ১২ বছরে কতটা বেড়েছে সেই হিসেবও দেন। গত লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে উত্তরবঙ্গের চা বলয়ে কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। চা বাগানে বারবার তৃণমূলের বিজয়রথ আটকে যাওয়া প্রসঙ্গে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, বিজেপি মানুষকে ভুল বুঝিয়েছিল। আমাদের আগের নেতৃত্বেরও কিছু ভুলচুক ছিল। সমস্ত কিছু শুধরে নেওয়া হয়েছে। মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কোনও পথ নেই।

Name Change
I JAYANTA DEBNATH SON OF NARAYAN DEBNATH R/O KRISHNAGAR ROAD,BIBADI NAGAR,PO & PS- SANTIPUR, NADIA-741404,WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAYANTO DEBNATH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA 23/06/2023.

Name Change
I EJAZ AHMAD ALIAS EJAZ AHEMED SON OF ANWARUL HAQUE R/O 15A/1 G J KHAN ROAD ,KOLKATA-700039. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS EZAZ AHMED VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/06/2023.

Name Change
I SAHNAWAZ ALAM D/O MD. MUMTAZ AHMAD R/O 30/24, RAI CHARAN GHOSH LANE, P.O & P.S- TILJALA, KOLKATA-700039 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAHNAWAZ ALAM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/06/2023.

Name Change
I BITHIKA BISWAS WIFE OF KRISHNA PADA BISWAS R/O PRATAPGARH, HAT BAHIRGACHI, DHANTALA, RANAGHAT-741501, WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BITHIKA BISWAS MANDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/06/2023.

প্রার্থী দিলো না তৃণমূল কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, কোলাঘাট, ২৫ জুন ঃ এ যেন উলটপুরাণ! পঞ্চায়েত ভোটে এমন নজির সহজে মিলবে না এই পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। পঞ্চায়েত ভোটে প্রধান লক্ষ্য গ্রামে বিজেপিকে হঠাতে হবে, তাই পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থী দিলো না শাসকদল অর্থাৎ তৃণমূল। এমনই নজিরবিহীন ঘটনা ঘটলো পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট ব্লকের কোলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বোরডাঙ্গী গ্রামে। পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে তৃণমূলের প্রার্থী থাকলেও গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান লড়াই বোরডাঙ্গী গ্রামের ৯৬ নম্বর বুথে বিজেপি বনাম বাম-তৃণমূল মহাজোটের নির্দল প্রার্থীর মধ্যে। বোরডাঙ্গী গ্রামের ঐ বুথে গেলে একদিকে সারিসারি বিজেপির দলীয় পতাকা আবার দেখা মিলবে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলাপরিষদের প্রার্থীর প্রচারের ফ্লেক্সের ওপর তৃণমূল ও সিপিএমের দলীয় পতাকা। এমন বিরল ছবি সহজে দেখা মিলবে কি না সন্দেহ! বোরডাঙ্গী গ্রামের ঐ ৯৬ নং বুথের বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন মিতা পাল এবং আম চিহ্নের প্রতীক নিয়ে লড়ছেন বাম-তৃণমূলের মহাজোটের প্রার্থী অনিন্দিতা পাল। গত নির্বাচনে কোলা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে থাকলেও বোরডাঙ্গীর এই বুথটি জয়লাভ করেছিলো বিজেপি। বিজেপির দাবি তারা উন্নয়ন করেছে বিগত পাঁচবছরে। তাই উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার আবেদন জানিয়ে এই নির্বাচনেও ভোট আদায়ে বাড়িবাড়ি প্রচারে নেমেছেন বিজেপি প্রার্থী মিতা পাল। পাশাপাশি এলাকায় অনুন্নয়নের দাবি তুলে পাল্টা ভোটপ্রচার শুরু করেছেন বাম-তৃণমূল জোট প্রার্থী অনিন্দিতা পাল। তবে কে শেষ হাসি হাসবে এই পঞ্চায়েত ভোটে তা সময় বলবে।

বোমা বাঁধতে গিয়ে গ্রেফতার যুবক

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২৫ জুন ঃ ফের বোমা বাঁধতে গিয়ে হাতেনাতে পাকড়াও এক যুবক। এবার বোমা তৈরির অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর লোকজনের বিরুদ্ধে। উদ্ধার দশটি বোমা এবং বোমা তৈরির সরঞ্জাম। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি-২ ব্লকের বসন্তিয়া এলাকায়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এদিন বসন্তিয়ায় বাদামের জঙ্গলের ভিতরে একটি ঘরের মধ্যে বোমা তৈরির কাজ চলছিল। স্থানীয় লোকজন দেখে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে বোমা তৈরির সরঞ্জাম সহ দুজনকে আটক করে। বেশ কয়েকটি বোমা ও তার সরঞ্জাম পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে। পুলিশের হাতে আটক হওয়ার আগে অভিযুক্তরা বলেন, ২০০০ টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হবে বলে নিয়ে এসেছিল। তৃণমূলের জন্য বোমা তৈরির কথা বলা হয়েছিল। এদিন ২০০ টাকা অগ্রিম দিয়েছিল। আমরা বোমা তৈরির কাজ করছিলাম। এরমধ্যেই পুলিশ আমাদের ধরে নিয়ে যায়। তৃণমূলের স্থানীয় নেতা তপন কুমার সামন্ত বলেন, আমাদের পঞ্চায়েত এলাকায় বেশ কয়েকটি বুথে নির্দল প্রার্থী দিয়েছে। বিরোধীরা সমর্থন করেছে। আসলে তৃণমূলে হারানো তাদের লক্ষ্য। তাই, নির্দলের লোকজন বোমা তৈরির কাজ করছিল। বিষয়টি জানতে পেরে আমরা চড়াও হই। হাতেনাতে ধরে বোমা তৈরির কারবারিদের পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। বিজেপি সহ বিরোধীদের এই কাজে মদত রয়েছে।

O/O the Superintending Engineer, PWD
South-Western Electrical Circle,
Sahid Mangal Pandey Sarani,Midnapur-721101

Short Notice Inviting Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ13/2023-24
Name Of Work: Temporary Electrification works including hiring of DG set at different locations under Bankura, Chhatna, Barjora, Beliatore Police Station, to provide accommodation and basic facilities to CAPF/SAPF in view of Panchayet Election 2023 &
Short Notice Inviting Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ14/2023-24
Name Of Work: Temporary Electrification works including hiring of DG set at different locations under Gangajal Ghati, Mejia, Saltora Police Station, to provide accommodation and basic facilities to CAPF/SAPF in view of Panchayet Election 2023 &
Short Notice Inviting Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ15/2023-24
Name Of Work: Temporary Electrification works including hiring of DG set at different locations under Khatra, Simlapal, Taldangra, Sarenga, Indpur Police Station, to provide accommodation and basic facilities to CAPF/SAPF in view of Panchayet Election 2023 &
Short Notice Inviting Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ16/2023-24
Name Of Work: Temporary Electrification works including hiring of DG set at different locations under Ranibandh, Hirbandh, Barikul Police Station, to provide accommodation and basic facilities to CAPF/SAPF in view of Panchayet Election 2023 &
Short Notice Inviting Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ17/2023-24
Name Of Work: Temporary Electrification works including hiring of DG set at different locations under Bishnupur, Joypur, Kotulpur, Onda Police Station, to provide accommodation and basic facilities to CAPF/SAPF in view of Panchayet Election 2023 &
Short Notice Inviting Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ18/2023-24
Name Of Work: Temporary Electrification works including hiring of DG set at different locations under Sonamukhi, Indus, Patrasayer Police Station, to provide accommodation and basic facilities to CAPF/SAPF in view of Panchayet Election 2023.
CRITICAL DATES :- Last Date for application : **27.06.2023 upto 1.00 PM.** Last Date for obtaining permission : **27.06.2023 upto 1.30 PM.** Last Date for receiving Quotation : **27.06.2023 upto 2.30 PM.** Date of Bid opening : **27.06.2023 upto 3.00 PM.** Further details can be seen in the above mentioned office during working hours or in Official Website **www.pwdwb.gov.in**

Sd/-S.DAS
SE,SWEC,PWDte

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer/WS (South), KMC** invites tender online percentage rate two bid systems for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/EE/S/094/2023-24/01/1st Call Name of Work: **Maintenance of water supply network by cut & flush method and its ancillary works at PGM Shah Road, Haripada Dutta Lane, Hatat Bustee and other places in Ward No.-94, Br.-X.** Estimated Cost: ₹ **1,98,001.83**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **45 days.**

(2) NIT No.: KMC/WS/EE/S/089/2023-24/01/1st Call Name of Work: **Maintenance of water supply network by cut & flush method and ancillary works at Dr. Deodhar Rahaman Road, Sultan Alam Road and other places in Ward No.-89, Br.-X.** Estimated Cost: ₹ **1,99,994.59**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **50 days.**

(3) NIT No.: KMC/WS/EE/S/097/2023-24/01/1st Call Name of Work: **Augmentation of water supply network by cut & flush method and repairing of stand post at K. M. Naskar Road, Chandi Ghosh Road, M. N. Sen Lane and other places in Ward No.-97, Br.-X.** Estimated Cost: ₹ **1,97,413.46**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **60 days.**

(4) NIT No.: KMC/WS/EE/S/081/2023-24/04/1st Call Name of Work: **Maintenance of water supply network by cut & flush method and ancillary works at DPS Road, Tollygunj Road, Jhaldar Math and other places in Ward No.-81, Br.-X.** Estimated Cost: ₹ **1,99,994.59**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date of submission of Bid: **10.07.2023 at 2.30 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). Tender will be opened on: **12.07.2023 at 2.30 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available from **27.06.2023, 12.30 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4).

The **Director General (Mech)/(Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No.: KMC/ASPH/GG/ASP-15/2022-23 (1st Call) Name of the Work: **Construction of semi underground water reservoir for Batch Mix operator building of GG plant and other allied works under Road's(M) Deptt.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **2,88,089.40**. Earneste Money:₹ **6,000.00.** Period of Completion: **18 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **04.07.2023 at 5 p.m.**

(2) NIT No.: KMC/ASPH/GG/ASP-20/2022-23 (1st Call) Name of the Work: **Desilting & cleaning of dust and silt from wet dust collector pond of Batch Mix Plant inside of Asphaltum G.G under Road's(M) Deptt.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **4,83,768.29**. Earnest Money:₹ **10,000.00.** Period of Completion: **165 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **05.07.2023 at 5 p.m.**

(3) NIT No.: KMC/ASPH/PB/SJ.M-05/22-23 (1st Call) Name of the Work: **Development of road surface from 34B, D. C. Dey Road to 12/H/2 Gobinda Khatik Road by lowering and allied works in Ward No.-57, Br.-VII under Roads (M) Deptt.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **4,98,330.94**. Earnest Money:₹ **10,000.00.**

(4) NIT No.: KMC/ASPH/GG/SJ.M-06/22-23 (1st Call) Name of the Work: **Development of road surface at Kalyan Nagar Society from Premises No.-427P to 427A/31 in Ward No.-126, Br.-XVI under Roads (M) Deptt.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **3,99,642.01**. Earnest Money:₹ **8,000.00.**Period of Completion: **12 days** (For Sl. No. 3 & 4). Last Date and Time of submission of Bid: **08.07.2023 at 11 a.m.** (For Sl. No. 3 & 4).

(5) NIT No.: KMC/ASPH/GG/BS-01/2022-23 (1st Call) Name of the Work: **Development of road surface at Oxytown from CESC Building to Premises No. P-29 with allied works in Ward No.-127, Br.-XIV under Roads Mechanical Deptt.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **1,69,868.53**. Earnest Money:₹ **3,500.00.** Period of Completion: **12 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **10.07.2023 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **24.06.2023 after 5 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2), **27.06.2023 after 5 p.m.** (For Sl. No. 3 & 4) and **28.06.2023 after 6 p.m.** (For Sl. No. 5) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2) & **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 3 to 5).

The **Dy. Chief Engineer (Mech.)/Roads, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No.: KMC/ASPH/TRKGORA-002/2022-23 Name of the Work: **Improvement of road surface at N. S. Road near Premises No.-104/1, 104/9 and 104/5 in Ward No.-131, Br.XIV under Roads Mechanical Deptt.** Estimated Cost: ₹ **2,97,102.73**. Earneste Money:₹ **6,000.00.** Period of Completion: **10 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **07.07.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.06.2023 (1 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

(2) NIT No.: KMC/RRD/06/23-24 Name of the Work: **Repairing and overhauling of Roller No. OC-8 (Jessop Make 5-6 Ton Capacities) at Road Roller Deptt.** Estimated Cost: **Quotation**. Earneste Money:₹ **6,000.00.** Period of Completion: **15 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **12.07.2023, 3 p.m.** Bid opening date for Technical Proposal (online): **14.07.2023, 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **26.06.2023 (6 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

333/23-24

বাগানে সুপারহিরো আরমান্দো সাদিকু

কলকাতা, ২৫ জুন ঃ মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট আরও একটি চমক দিল। এবার সই করাল আলবেনিয়ার আরমান্দো সাদিকুকে। যিনি ২০১৬ সালের ইউরো কাপে রোমানিয়ার বিরুদ্ধে গোল করে দলকে জিতিয়েছিলেন। আলবেনিয়ার হয়ে ২০১২ সাল থেকে খেলেন সাদিকু। ২০২০ সাল পর্যন্ত তিনি ৩৮টি ম্যাচে ১২টি গোল করেছেন দেশের হয়ে। ক্লাব ফুটবলে ৪০০টি ম্যাচে ১৬২টি গোলের মালিক সাদিকু। স্প্যানিশ ক্লাব কাতারহেনো ছেড়ে তিনি আসছেন কলকাতায়। সাদিকুর সঙ্গে ২ বছরের চুক্তি করেছে সবুজ-মেরুন। বক্সের ভিতর ও বাইরে যে কোনও জায়গা থেকে গোল করতে পারদর্শী তিনি। স্প্যানিশ ফুটবলের পরিচিত নাম। এফসি কাতারহেনার আগে লাভান্তে, মালাগাতেও খেলেছেন। স্পেন ছাড়াও সাদিকু খেলেছেন পোল্যান্ড, বলিভিয়া, তুরস্কের নানা ক্লাবে। নিশ্চিতভাবেই তিনি আসায় হুয়ান ফেরান্দোর দলের আক্রমণভাগ শক্তিশালী হলো। সাদিকু এখনও আলবেনিয়ার জাতীয় দলের অপরিহার্য ফরওয়ার্ড। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাদিকু জানিয়েছেন, স্পেনে ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে ভালো ধারণা তৈরি হয়েছে। স্পেন থেকে যাঁরা এ দেশে খেলেছেন, তাঁরা দেশে ফিরে ভারতের লিগ সম্পর্কে ইতিবাচক মতামত জানিয়েছেন। সাদিকু জানান, সবুজ মেরুনের প্রস্তাব পেয়ে তিনি এ দেশের লিগ সম্পর্কে খোঁজ নেন। প্রস্তাব পাওয়ার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে সাদিকু জানান, তিনি ভারতে খেলার বিষয়ে রাজি। সাদিকুর কথায়, ভারতীয় ফুটবলে শতাব্দীপ্রাচীন মোহনবাগানের ঐতিহ্য ও গর্বের ইতিহাস আছে। ১৩৩ বছরের ক্লাবের জার্সি গায়ে খেলব, এটা ভেবেই আমি গর্বিত ও আনন্দিত। সতীর্থদের নিয়ে আইএসএল খেতাব ধরে রাখতে নিজের সেরাটা দিতে চান। আইএসএলের পাশাপাশি অন্যান্য টুর্নামেন্টগুলিতেও সবুজ মেরুনকে সাফল্য এনে দেওয়ার বিষয়ে প্রত্যয়ী সাদিকু। তাঁর বাগদান হয়েছে এলোনার সঙ্গে। তিনি কসোভো আলবেনিয়ান দন্ত চিকিৎসক। এলোনা শুরু থেকেই সাদিকুর ফ্যান। দু'জনের আলাপ হয় ফেসবুকে। তারপর ২০১৮ সালে হয় বাগদান। সাদিকু ও এলোনার পুত্রসন্তানও রয়েছে। উল্লেখ্য, সাদিকু স্পেন-সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ক্লাব দলের হয়ে খেলেছেন। শুধু তাই নয়, আলবেনিয়ার 'অ্যাক্টিভ' খেলোয়াড়দের মধ্যে জাতীয় দলের হয়ে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডও আছে সাদিকুর ঝুলিতে। সেইসঙ্গে ২০১৬ সালের ইউরোতে রোমানিয়াকে হারিয়ে যে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছিল আলবেনিয়া, সেই ম্যাচের একমাত্র গোলদাতা ছিলেন সাদিকু। যা বড় কোনও টুর্নামেন্টে আলবেনিয়ার প্রথম জয় ছিল। তবে কতদিনের চুক্তিতে তাঁকে দলে নেওয়া হয়েছে, কত টাকা খরচ করা হয়েছে, তা অবশ্য এখনও মোহনবাগানের তরফে জানানো হয়নি। তবে সাদিকুর নাম সরকারিভাবে ঘোষণা করে মোহনবাগান যে সকলকে চমকে দিয়েছে, সেটা একেবারেই নয়। বরং দিনকয়েক ধরে ফুটবল মহলে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছিল যে আলবেনিয়ার সুপারস্টারকে নিচ্ছে মোহনবাগান। অবশেষে রবিবার তা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। মোহনবাগানের বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া পেজে সুপারহিরো 'ব্যাটম্যান'-র সঙ্গে তুলনা করে সাদিকুর একাধিক ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়। তাতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আলবেনিয়ার তারকা সাদিকু কেন এত একজন স্পেশাল খেলোয়াড়। যিনি শেষ এক বছর লা লিগার দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাব কাতারহেনায় খেলছিলেন। সেই চুক্তির মেয়াদ জুনেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ 'ফ্রি এজেন্ট' হয়ে যাচ্ছেন সাদিকু। ফলে কোনও ট্রান্সফার ফি দিতে হচ্ছে না। যদিও মোহনবাগান সমর্থকরা এতকিছু ভাবতে রাজি নন। তাঁদের আশা, রয় কৃষ্ণ ছেড়ে যাওয়ার পর সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের আক্রমণভাগে যে শূন্যস্থান তৈরি হয়েছিল, তা পূরণ করবেন সাদিকু। গত মরশুমে গোলের সামনে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলার যে 'রোগ'-এ আক্রান্ত হয়েছিল মোহনবাগান, তা এবার কেটে যাবে। কারণ সাদিকুর পাশাপাশি জেসন কামিংস (সরকারিভাবে এখনও ঘোষণা করা হয়নি) এবং দিমিত্রি পেত্রাভোস থাকবেন। আইএসএলে সেই তিনজন বিপক্ষের রক্ষণ বিভাগকে ফালাফালা করে দেবেন বলে আশা করেছেন মোহনবাগান সমর্থকরা।

হার্দিককে নিয়ে আশাবাদী নন শাস্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন ঃ ভারতীয় দলের তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া পিঠের চোট কাটিয়ে বাইশ গজে ফিরেছেন। মাঠে ফিরে সাদা বলের ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে ভালো করছেন হার্দিক। তাঁর শক্তিশালী পারফরম্যান্সের কারণে, তিনি ভারতীয় দলের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন। যদিও চোটের পর থেকে আর টেস্ট ক্রিকেট খেলছেন না হার্দিক পান্ডিয়া। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি ভারতের হয়ে শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন। হার্দিক তাঁর টেস্ট কেরিয়ারে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ১১টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন, ৫৩২ রান করেছেন এবং ১৭টি উইকেট নিয়েছেন। ভারতের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী বিশ্বাস করেন যে হার্দিক পান্ডিয়ার আবার ভারতের হয়ে টেস্ট ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা খুব কম বা নেই বললেই চলে। রবি শাস্ত্রীর মনে করেন বরোদার অলরাউন্ডারের শরীর আর দীর্ঘ ফর্ম্যাটি পরিচালনা করার ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ আর দীর্ঘ ফর্ম্যাটের ক্রিকেট খেলার জন্য সক্ষম নন। শাস্ত্রীর মতে সেই কারণেই হার্দিক আর কখনও টেস্ট ক্রিকেট খেলতে পারবেন না। ভারতের প্রাক্তন কোচ বলেন, তাঁর শরীর টেস্ট ক্রিকেটে মানিয়ে নিতে পারছে না। এই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। হার্দিক, যিনি ২০১৬ সালে ভারতের হয়ে অভিষেক করেছিলেন। তিনি ২০১৭ সালের জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে নিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন। এরপরে হার্দিক নিজের শেষ ম্যাচটি ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন। নিজের শেষ টেস্টে প্রথম পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতের বোলিং অলরাউন্ডারের অভাব ছিল। এই ম্যাচে দল রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে বাদ দিয়ে চার ফাস্ট বোলার নিয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যা সঠিক প্রমাণিত হয়নি। শিরোপা জয়ের এই ম্যাচ হারার পর, প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক এবং বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সাদা জার্সিতে হার্দিক পান্ডিয়াকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি আশা করি হার্দিক শুনছেন। আমি তাঁকে টেস্ট ক্রিকেট খেলতে দেখতে চাই, বিশেষ করে এই কন্ডিশনে। তবে সৌরভ যে ঠিক বলেননি সেটা বুঝিয়ে দিলেন রবি শাস্ত্রী। তাঁর কথাতেই পরিষ্কার যে লাল বলের ক্রিকেটে হার্দিকের ফেরাটা এখন বেশ কঠিন। যদিও টেস্টে হার্দিকের খেলা কঠিন বলে মনে করেন শাস্ত্রী তবু তাঁকে সাদা বলের পরবর্তী অধিনায়ক হিসাবে দেখছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ। রবি শাস্ত্রী বলেছেন, বিশ্বকাপের পর হার্দিক পান্ডিয়ার শরীর যদি পুরোপুরি ফিট হয়ে যায়, তাহলে তাঁকে সাদা বলের ক্রিকেটে অধিনায়ক করা উচিত। টেস্ট ক্রিকেটের ভার তার শরীর সামলাতে পারবে না। বিষয়টা এখন সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। রোহিত শর্মার নেতৃত্বে এবারের বিশ্বকাপে অংশ নেবে ভারতীয় দল। যদিও রোহিত শর্মাও ধীরে ধীরে তাঁর কেরিয়ারের শেষের দিকে যাচ্ছেন এবং এই কারণে, রবি শাস্ত্রী মনে করেন যে ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে বিশ্বকাপের পরে হার্দিক পান্ডিয়াকেই অধিনায়ক করা উচিত। তবে, শাস্ত্রীও বিশ্বাস করেন যে হার্দিকের শরীর টেস্ট ক্রিকেটের ওজন সহ্য করতে পারবে না। তাই তাঁকে কেবল সাদা বলের ক্রিকেটেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

বিশ বাঁও জলে জাতীয় কুস্তি সংস্থার নির্বাচন

গুয়াহাটি, ২৫ জুন ঃ ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের নির্বাচন নিয়ে ফের জটিলতা। আগামী ১১ জুলাই নির্বাচনের উপর স্থগিতাদেশ দিল গুয়হাটি হাইকোর্ট। ভোটাধিকারের দাবি নিয়ে আদালতের আবেদন জানিয়েছিল অসম কুস্তি সংস্থা। তারই পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার নির্বাচনের উপর স্থগিতাদেশ দিল আদালত। ফলে বিশ বাঁও জলে ১১ জুলাইয়ের নির্বাচন। জাতীয় কুস্তি ফেডারেশনের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার নেই দেশের অন্তত পাঁচটি রাজ্য কুস্তি সংস্থার। এই পরিপ্রেক্ষিতেই গুয়াহাটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় অসম কুস্তি অ্যাসোসিয়েশন। তাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ভোটাভুটিতে অংশ নেওয়ার স্বীকৃতি চাওয়া হচ্ছে ফেডারেশনের কাছে। এ নিয়ে একাধিকবার আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু কোনও সমাধান হয়নি। নিজেদের ভোটের স্বীকৃতি দাবি করেই তাই ফেডারেশনের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে নেমেছে অসমের কুস্তি সংস্থা। আর তারই শুনানিতে রবিবার গুয়াহাটি হাইকোর্ট অন্তবর্তীকালীন নির্দেশ দিয়েছে, এই মামলা বিচারাধীন। তাই নির্ধারিত দিনে অর্থাৎ ১১ জুলাই নির্বাচনের আয়োজন করতে পারবে না ফেডারেশন। ২০২২ সালে নিয়মভঙ্গের অভিযোগে পাঁচ রাজ্যকে বহিষ্কার করে আইওএ। এই রাজ্যগুলি হল মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, তেলেঙ্গানা, রাজস্থান। ফলে ফেডারেশনের নির্বাচনে এই রাজ্যগুলির অংশগ্রহণ নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি এই পাঁচ রাজ্যের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসে আইওএ। কিন্তু তাতেও কোনও রফাসূত্র বেরোয়নি। এর আগে ৪ জুলাই নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও ভোটার তালিকা চূড়ান্ত না হওয়ায় তা পিছিয়ে ১১ জুলাই করা হয়। নির্বাচনের যাবতীয় কাজের বিষয়-সহ সমস্ত সিদ্ধান্ত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মহেশ মিত্তাল আলোচনা করবেন কুস্তি ফেডারেশনের এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যদের সঙ্গে। সভাপতি, বর্ষীয়ান সহ সভাপতি, চার সহ সভাপতি, সচিব, দুই যুগ্ম সচিব, কোষাধক্ষ্য, পাঁচ কার্যকরী কমিটির সদস্য এই পদগুলিতেই নির্বাচন হবে। জুলাইয়ে কুস্তি ফেডারেশনের বিশেষ সাধারণ সভা তথা নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন হবে। ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়েছে নির্বাচনের। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচন করে নতুন কমিটি গঠিত না হলে বিশ্ব কুস্তি সংস্থার শাস্তির মুখেও পড়তে পারে ভারত। ইতিমধ্যেই পাতিয়ালা হাউস কোর্টে ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে ১০৮২ পাতার চার্জশিট পেশ করল দিল্লি পুলিশ। ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৫৪, ৩৫৪এ, ৩৫৪ডি ১০৯ এবং ৫০৬ ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে। আগামী ৪ জুলাই কোর্ট পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে। বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং এই নির্বাচনে লড়বেন কিনা তা এখনও চূড়ান্ত নয়।

আরও আগ্রাসন

লন্ডন, ২৫ জুন ঃ অস্ট্রেলিয়ার কাছে প্রথম টেস্ট হেরে অ্যাশেজে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে ইংল্যান্ড। সিরিজে সমতা আনার লক্ষ্যে আরও বেশি আগ্রাসী ক্রিকেটের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ইংলিশদের অভিজ্ঞ পেসার জেমস অ্যান্ডারসন। তার মতে, সিরিজে সমতা আনতে হলে আরও ইতিবাচক, আক্রমণাত্মক এবং বিনোদনমূলক ক্রিকেট খেলতে হবে বার্মিংহামের এজবাস্টনে সিরিজের প্রথম টেস্ট ২ উইকেটে জিতেছিলো অস্ট্রেলিয়া। ম্যাচের শেষ দিনের শেষ ঘন্টায় ব্যাট হাতে চমক দেখান অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ও নাথান লিঁও। নবম উইকেটে অবিচ্ছিন্ন ৫৫ রানের জুটি গড়ে অসিদের দারুন জয়ের স্বাদ দেন কামিন্স ও লিঁও। হাতে উইকেট থাকার পরও ম্যাচের প্রথম দিন ৮ উইকেটে ৩৯৩ রানে ইনিংস ঘোষনা করে ইংল্যান্ড। সমালোচকদের মতে ইংল্যান্ড ইনিংস ঘোষনা করায় লড়াইয়ে টিকে থাকে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম টেস্টে মাত্র ১ উইকেট শিকার করা ৪০ বছর বয়সী অ্যান্ডারসন বলেন, আমি মনে করি, আমরা আরও ইতিবাচক, আক্রমণাত্মক, উপভোগ্য ক্রিকেট খেলবো। তিনি আরও বলেন, এজবাস্টনের মত প্রতিদিন মানুষ যেন খুশি হয়ে বাড়ি ফিরতে পারে আমরা সেটা চেষ্টা করবো এবং নিশ্চিত করতে চাই। লন্ডনে একটি বেসবল ম্যাচে উপস্থিত থেকে অ্যান্ডারসন আরও বলেন, আমরা ১-০তে পিছিয়ে আছি তাই বলে, আমরা আলাদা কিছু করার চেষ্টা করবো আমি এমনটা মনে করিনা। আমার মনে হয় আমরা গত সপ্তাহে যথেষ্ট ভালো করেছি। এভাবে খেলতে পারলে এবং সব কিছু নিয়ন্ত্রনে রাখতে পারলে আমরা পরের চার ম্যাচ জিততে পারি। আমাদের খেলায় কোন পরিবর্তন হবে না। অ্যান্ডারসনের সাথে ঐ বেসবল ম্যাচে উপস্থিতি ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার লিঁও। তিনি বলেন, অবিশ্বাস্য এক জয় ছিল এবং এই জয়ে ভূমিকা রাখতে পারা বিশেষ কিছু। ৩৫ বছর বয়সী লিঁও বলেন, এটি আমার খেলা সেরা টেস্ট ম্যাচগুলোর একটি। মানসিকতা বদলে গেছে। আমাদের অনেক কাজ করতে হবে। আমরা মনে করি, আমরা আরও বেশি ভালো করতে পারি। ইংল্যান্ড যে ব্র্যান্ডের ক্রিকেট খেলছে, এজন্য আমরা যদি তাদের সাথে প্রতিন্দ্বন্দ্বী করতে চাই, তাহলে আমাদের আরও বেশি ভালো করা প্রয়োজন।

এশিয়া কাপে অনিশ্চিত শ্রেয়স আইয়ার

বেঙ্গালুরু, ২৫ জুন ঃ বিশ্বকাপ শুরু হতে আর মাত্র তিন মাসের মতো সময় বাকি। কিন্তু তার আগে চোটের উদ্বেগ যেন কিছুতেই কমছে না ভারতীয় দলের। বুমরাহ, শ্রেয়স আইয়ার, কেএল রাহুল, ঋষভ পন্থরা চোটের তালিকায় রয়েছেন। এখনও পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারদের কারোরই ফিটেনস বার্তা আসেনি। এরইমধ্যে উদ্বেগ আরও বাড়ালেন শ্রেয়স আইয়ার। একটি সূত্রের খবর, শ্রেয়সের নতুন করে পিঠের সমস্যা দেখা দিয়েছে। বেঙ্গালুরুর এনসিএ-তে ব্যথা কমাতে ফের ইনজেকশন দিতে হচ্ছে নাইট অধিনায়ককে। পরিস্থিতি যা তাতে শ্রেয়সের এশিয়া কাপ খেলা অনিশ্চিত। চোটের জন্য অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ চলাকালীনই টিম ইন্ডিয়া থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন এই তারকা ক্রিকেটার। সেই থেকেই আর মাঠে দেখা যায়নি শ্রেয়স আইয়ারকে। এবারের কেকেআরের হয়ে নামতে পারেননি শ্রেয়স আইয়ার। তাঁর পরিবর্তে নাইট রাইডার্সের অধিনায়কের দায়িত্ব উঠেছিল নীতিশ রানার ওপরে। সেই থেকে শ্রেয়স আইয়ারেরও ভারতীয় দলে ফেরা নিয়ে নানান গুঞ্জন শুরু হয়েছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, শ্রেয়সের নতুন করে ব্যাথা শুরু হয়েছে। ব্যথা কমানোর জন্য এনসিএতে ইনজেকশনও নিতে হচ্ছে তাঁকে। ব্যাথা নতুন করে সমস্যায় ফেলেছে শ্রেয়সকে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, এশিয়া কাপের আগে মোটেই পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারবেন না তারকা ব্যাটার। শ্রেয়স আইয়ার কবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরবেন, তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। আশার খবর খুব একটা নেই কেএল রাহুলের দিক থেকেও। বর্তমানে চোট সারিয়ে রাহুল আপাতত এনসিএতে রিহ্যাবে ব্যস্ত। এশিয়া কাপের মঞ্চেও নাকি ফিরতে পারবেন না লোকেশ রাহুল। এই মুহূর্তে এনসিএতে তিনি থাকলেও তাঁকে নিয়ে বিসিসিআই যে খুব একটা তাড়াহুড়ো করতে চায় না, তা বলাই বাহুল্য। এশিয়া কাপের আগে সুস্থ হতে পারবেন না কেএল রাহুল। আর এশিয়া কাপের আগে তিনি ফিট না হলে বিশ্বকাপের দলে তাঁকে নাও রাখা হতে পারে। এশিয়া কাপে কেএল রাহুল খেলতে না পারলে, সে ক্ষেত্রে সঞ্জু স্যামসন ভারতীয় দলে জায়গা পেতে পারেন, এমনই খবর। একটি সুযোগ খোলা থাকছে কেরলের উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যানের জন্য। স্যামসন সম্প্রতি ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ওয়ানডে দলে প্রত্যাবর্তন করেছেন। যদিও বোর্ডের সূত্র অনুযায়ী, টিম ম্যানেজমেন্ট আগামী আগস্টে আয়ারল্যান্ড সিরিজে বুমরাহকে রেখে দল গড়তে চায়। জাতীয় স্তরের একাধিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বুমরাহ এখন মাত্র ৭০ শতাংশ ফিট। তবে কোনও কিছুই নিশ্চিত নয়।

ফের জরিমানার কবলে নেইমার

রিও ডি জেনিইরো, ২৫ জুন ঃ বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না নেইমারকে। চোটের জন্য বেশ কয়েক মাস ধরেই মাঠে নেই নেইমার, কিন্তু ব্রাজিলিয়ান তারকাকে ঘিরে বিতর্ক কমছে না। পরিবেশ নীতি ভেঙে ফের শাস্তির মুখে পিএসজি তারকা। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। পরিবেশ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠল ব্রাজিলীয় পোস্টার বয়ের বিরুদ্ধে। রিও ডি জেনেইরোতে তাঁর নির্মীয়মাণ প্রাসাদ তৈরির কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ৮ কোটি টাকা জরিমানা দিতে হয়েছে ব্রাজিলের ফুটবল তারকাকে। ব্রাজিল প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নেইমারের নির্মীয়মাণ প্রাসাদটি শহর থেকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে। এই বিলাসবহুল অট্টালিকা তৈরি করতে গিয়ে পরিবেশ আইন ভয়ানকভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। একাধিক অভিযোগ উঠেছিল নেইমারের বিরুদ্ধে। এরমধ্যে রয়েছে প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া ওই প্রাসাদ নির্মাণে নদীর জল ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এবার অভিযোগ আরও গুরুতর। একটি নদী কেটে কৃত্রিম হ্রদ বানিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। তার জন্য অবৈধ ভাবে খনন করতে হয়েছে। এ ছাড়া বালি ফেলে বাড়ির মধ্যেই কৃত্রিমভাবেই সৈকত তৈরি করেছেন নেইমার। এই কাজের ফলে এলাকার বাস্তুতন্ত্রে প্রভাব পড়েছে বলে জানিয়েছেন রিও ডি জেনেইরোর প্রশাসন। রিও ডি জেনেইরোর মাঙ্গারাটিবা এলাকায় ১০ হাজার বর্গমিটার এলাকার উপরে বাড়ি রয়েছে নেইমারের। ২০১৬ সালে বাড়িটি কিনেছিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। এরপর বাড়িটি সংস্কারের কাজ শুরু করেন পিএসজি তারকা। কিন্তু নদী কেটে হ্রদ বানিয়ে রীতিমতো আইন ভেঙেছেন তিনি। এরফলে ফের বিতর্কে জড়িয়েছে তাঁর নাম। এই ঘটনার তদন্ত করার জন্য ব্রাজিলের পরিবেশ মন্ত্রক একটি দল তৈরি করেছে। তারাই পুরো ঘটনাটা খতিয়ে দেখছে। রিপোর্ট পেসের পরই জরিমানার অঙ্ক প্রকাশ্যে আসবে। বরাবরই বিতর্কিত নেইমার। কিছুদিন আগেই প্রেমিকার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ উঠেছে নেইমারের বিপক্ষে। যে অভিযোগ স্বীকার করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খোলা চিঠিতে ক্ষমাও চেয়েছেন ব্রাজিলের ফুটবলের পোস্টার বয়। ব্রাজিলিয়ান সাংবাদিক এরলান বাস্তোসের দাবি, ব্রুনার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে একটি 'চুক্তি' আছে নেইমারের। পিএসজি তারকা চাইলে অন্য কারও সঙ্গে প্রেম করতে পারবেন। কিন্তু ব্রুনা এই দাবি অস্বীকার করে বাস্তোসের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন।

আইরিশদের বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন শেষ

বুলাওয়া, ২৫ জুন ঃ ভারতে একদিনের বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল আয়ারল্যান্ডের। কোয়ালিফায়ার পর্বে টানা তিনটি ম্যাচে হেরে গ্রুপ পর্ব থেকেই ছিটকে গেলেন জোশ লিটল, অ্যান্ডি বলবার্নিরা। রবিবার তাঁদের ১৩৩ রানে গুঁড়িয়ে দিয়েছে শ্রীলঙ্কা। যে দল টানা তিনটি ম্যাচে জিতে কোয়ালিফায়ার পর্বের 'সুপার সিক্স'-এ পৌঁছে গিয়েছে। অর্থাৎ জিইয়ে রেখেছে বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার আশা। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন দিমুথ করুণারত্নে। যিনি ১০৩ বলে ১০৩ রান করে শ্রীলঙ্কার জয়ের ভিত্তিপ্রস্তর তৈরি করে দেন। সেইসঙ্গে দুরন্ত খেলেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। যিনি টানা তিনটি ম্যাচে পাঁচ উইকেট নিয়ে একদিনের ক্রিকেটের ইতিহাসেন নজির গড়েছেন। রবিবার বুলাওয়াতে টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি আয়ারল্যান্ড। কারণ শুরুটা বেশ ভালো করেন পাথুম নিশঙ্কা এবং করুণারত্নে। কিন্তু নবম ওভারে আচমকা খেই হারিয়ে ফেলে শ্রীলঙ্কা। তৃতীয় বলে আউট হয়ে যান নিশঙ্কা (২০ রান)। পরের বলেই ড্রেসিংরুমের রাস্তা ধরেন কুশল মেন্ডিস। দু'উইকেট হারিয়ে সাদিরা সমরাবিক্রমের সঙ্গে শ্রীলঙ্কাকে টানতে থাকেন করুণারত্নে। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে দু'জনে ১৫৯ বলে ১৬৮ রান যোগ করেন। কিন্তু শতরানের দোরগোড়ায় আউট হয়ে যান সাদিরা (৮৬ বলে ৮২ রান)। দু'ওভার পরে ড্রেসিংরুমে ফেরেন করুণারত্নেও (১০৩ বলে ১০৩ রান)। তারপর চরিথ আসালঙ্কা (৩০ বলে ৩৮ রান) এবং ধনঞ্জয়া ডি'সিলভা (৩৫ বল ৪২ অপরাজিত) ক্যামিও ইনিংস খেললেও ৪৯.৫ ওভারে অলআউট হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। যা অত্যন্ত হতাশাজনক পারফরম্যান্স। কারণ যে দলের স্কোর ৩৫ ওভারের শেষে দুই উইকেটে ২১৬ রান থাকে, সেই দল নিদেনপক্ষে ৩৫০ রান তুলবে বলে আশা করা যায়। তবে সেই কৃতিত্ব আইরিশ বোলারদেরও প্রাপ্য। যাঁরা শেষের দিকে ভালো বোলিং করেন। ৯.৫ ওভারে ৪৬ রান দিয়ে চার উইকেটে নেন মার্ক এডের। তিনটি উইকেট পান ব্যারি ম্যাকার্থি। দুই উইকেট নেন গ্যারেথ ডেলানি। আয়ারল্যান্ডের সেরা বোলার লিটল অবশ্য বেশ রান খরচ করেন। মাত্র আট ওভারে ৭৮ রান দেন লিটল। যিনি আইপিএলে গুজরাট টাইটানসের হয়ে খেলেন। বোলারদের সেই কামব্যাকের অবশ্য মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হন আইরিশ ব্যাটাররা। চতুর্থ ওভার থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেটে হারাতে থাকে আয়ারল্যান্ড। ৩.৪ ওভারে ২১ রানের মাথায় আউট হন পল স্টার্লিং। তারপর থেকে কোনও জুটিই গড়ে ওঠেনি। কোনও জুটি গড়ে ওঠার আগেই উইকেট পড়ে যেতে থাকে। যা আইরিশদের পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কারণ আইরিশদের ইনিংসে সর্বোচ্চ পার্টনারশিপ হয়েছে ৩০ রানের-একটি পঞ্চম উইকেটে, অপরটি দশম উইকেটে। সর্বোচ্চ ৩৩ রান করেন কার্টিস ক্যাম্ফার। অন্যদিকে, কিছুটা মার খেলেও শ্রীলঙ্কার হয়ে পাঁচ উইকেট নেন হাসারাঙ্গা। ১০ ওভারে ৭৯ রান খরচ করে পাঁচ উইকেট নেন। যিনি নিজের একদিনের ক্রিকেটের কেরিয়ারে ১৬ বার সেই মাইলস্টোন ছুঁয়েছেন। শুধু তাই নয়, টানা তিনটি ম্যাচে পাঁচ উইকেট নেওয়ার নজির গড়েছেন তিনি। একদিনের ক্রিকেটের ইতিহাসে তৃতীয় বোলার হিসেবে এমন নজির গড়লেন। ফলে হাসারাঙ্গার বাকি সতীর্থদের বেশি কিছু করতে হয়নি। দুটি উইকেট নেন মাহিশ থিকশানা। একটি করে উইকেট পান কাসুন রজিথা, লাহিরু কুমারা এবং দাসুন শানাকা।

জন্মদিনে রোজারিওর ভালোবাসায় আপ্লুত মেসি

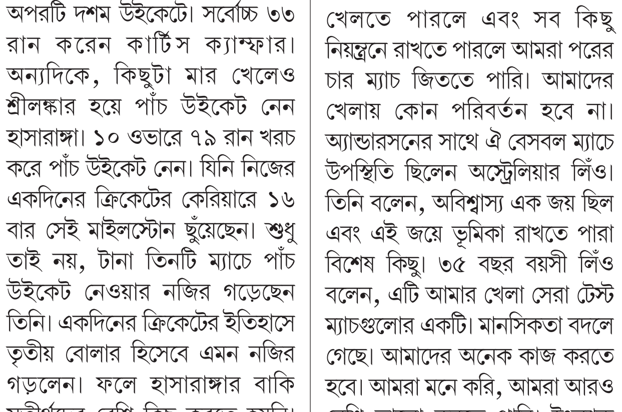

রোজারিও, ২৫ জুন ঃ শনিবার ছিল লিওনেল মেসির ৩৬তম জন্মদিন। কিন্তু জন্মদিনেও ফুটবল থেকে দূরে থাকলেন না আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। পরিবারের সঙ্গে যেমন জন্মদিন সেলিব্রেট করলেন তেমনই বল পায়েও মাঠে নামলেন। না কোনও পেশাদার ফুটবল ম্যাচে নয়, জন্মদিনে প্রীতি ম্যাচ খেললেন এলএমটেন। মেসি বল পায়ে নামবেন গোল করবেন না, তাই আবার হয় নাকি। প্রীতি ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে জন্মদিনটা স্মরণীয় করে রাখলেন ফুটবলের রাজপুত্র। শনিবার ছিল মেসির ৩৬তম জন্মদিন। বিশেষ এই দিনেই নিজের পুরনো ক্লাব নিউ ওয়েলস ওল্ড বয়েজের বিরুদ্ধে খেলতে নামেন বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক। আর্জেন্টিনার প্রাক্তন ফুটবলার ম্যাক্সি রডরিগেজের ফেয়ারওয়েল ম্যাচে অংশ নিলেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। মেসির জন্য চমক অপেক্ষা করছিল। মাঠে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই আলোর রোশনাইতে বরণ করে নেওয়া হল জাদুকরকে। ম্যাচের আগে আলোর রোশনাই দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককে। জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে গোটা নিউ ওয়েলস স্টেডিয়াম ভর্তি ছিল। নিজের জন্মদিনে হ্যাটট্রিকও করেছেন মেসি। ওই আর এই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করলেন আর্জেন্তাইন তারকা। গোটা স্টেডিয়াম যেন তাঁকেই বরণ করে নেয় নিজ ভঙ্গিমায়। বিশ্বকাপ জয়ীকে সামনে থেকে এক ঝলক দেখার জন্য মার্সেলো বিয়েলসা স্টেডিয়ামে ভিড় উপচে পড়েছিল। ম্যাক্সি রডরিগেজের ফেয়ারওয়েল ম্যাচের আগে আলোর রোশনাই দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককে। নিউ ওয়েলস ক্লাবের পক্ষ থেকেও মেসিকে বরণ করে নেওয়ার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। ম্যাচের শুরুতেই মেসি এবং রড্রিগেজকে সংবর্ধনা জানানো হয় ক্লাবের পক্ষ থেকে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন একাধিক ক্লাব কর্তা থেকে প্রাক্তন ফুটবলাররা। এই ম্যাচ ছিল রডরিগেজের শ্রদ্ধায়। কিন্তু সব আলো একা কেড়ে নিয়েছিলেন মেসিই। ৪২ হাজার দর্শক মেসির জন্য গ্যালারিতে 'হ্যাপি বার্থডে' গেয়েছিলেন ম্যাচ শুরুর আগে। এখানেই শেষ নয়। মেসি প্রথমার্ধেই হ্যাটট্রিক করে ফেলেন। তিনটি সুন্দর গোল করে দর্শকদের পাল্টা রিটার্ন গিফট দিতে ভুললেন না মেসি। এটাই তো মেসি ম্যাজিক। মেসির যুব ফুটবলে হাতেখড়ি গ্রান্ডোলি ক্লাবে। ১৯৯২-৯৫ পর্যন্ত সেখানে খেলেছেন তিনি। ১৯৯৫-২০০০ পর্যন্ত মেসির ক্লাব ছিল এই ওল্ড বয়েজই। এরপরই স্পেনে চলে যান মেসি। বদলে যায় তাঁর ফুটবল জীবন। বিশ্বজয়ী হওয়ার পর প্রথম জন্মদিন। এবারের জন্মদিনটা শুধু মেসির কাছেই নয়, বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি তোমার ফ্যানেদের কাছে স্পেশাল। জন্মদিনের রাত থেকেই শুভেচ্ছার জোয়ারে ভাসছেন লিও মেসি। এভাবেই ম্যাজিশিয়ানের পায়ের জাদু দেখে যেতে চান তাঁর ভক্তরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইলাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615